আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২২ঈসায়ী

৩১শে জানুয়ারি, ২০২২

ফটো রিপোর্ট || আরও একটি শহরের ৩০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিল আশ-শাবাব

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সম্প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করতে শুরু করেছেন। এরইমধ্যে তাঁরা ২টি শহরে খরায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮ শতাধিক পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করছেন।

আশ-শাবাব সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তাঁদের ইসলামি রাজ্য সমূহের সরকারী মুখপাত্র শাইখ "আলি মাহমুদ রাজীর" হাফিজাহুল্লাহর তত্ত্বাবধানে সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ প্রদানের জন্য ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটির প্রথম পদক্ষেপ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বকুল রাজ্যে ত্রাণ বিতরণ করা। সাম্প্রতিক খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই রাজ্যটি। তাই রাজ্যটির বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য বিতরণ করতে শুরু করেছেন।

এই লক্ষে নবগঠিত ত্রাণ কমিটি গত বৃহস্পতিবার, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাকুল রাজ্যে তারা কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যে রাজ্যটির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২টি শহরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা সমাপ্ত করেছেন মুজাহিদিন। এরমধ্যে তাঁরা রাজ্যটির রোরধালী জেলার ৩০০ এরও বেশি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন। এর আগে রাজ্যটির রাবধার জেলায়ও আরও ৫০০ (শতাধিক) পরিবারকে কয়েক বস্তা করে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছেন।

এসব খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- আটা, চাল, চিনি, খেজুর এবং তেল।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের শাসনাধীন ইসলামী রাজ্যগুলোতে অভাবগ্রস্তদের ত্রাণ প্রদানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতে অভাব, খরা, বন্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌসুমে মৌলিক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে থাকেন।

রোরধালী শহরে মুজাহিদিন কর্তৃক ত্রাণ বিতরণের কিছু ছবি দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/01/31/55407/

ভারতে মুসলিমদের বয়কট করতে হিন্দুদের দোকানে গেরুয়া ব্যানার লাগানোর নির্দেশ

ভারতের ধোঁকাবাজ সেক্যুলার রাজনীতিবিদরা মুসলিমদের ভোট পাওয়ার জন্য হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই বললেও উগ্রপন্থী হিন্দুরা মুসলিম মুক্ত হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিমদের গণহত্যার প্রস্তুতি স্বরূপ বয়কটের ডাক দিচ্ছে। সমাবেশ করে মুসলিমদের বয়কটের শপথ করানো হচ্ছে।

এবার হিন্দু চরমপন্থী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল ভারতের ম্যাঙ্গালোরের একটি বাজারে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে।

সেখানে হিন্দুদেরকে মুসলিম বিক্রেতাদের বয়কট করতে নির্দেশ দিয়েছে। মুসলিমদের দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিনতে হিন্দুদের দোকানগুলোতে গেরুয়া পতাকা লাগাতে বলা হয়েছে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বাজারে হিন্দুদের দোকানগুলোর সামনে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে রেখেছে। যাতে হিন্দু ক্রেতারা কেবল হিন্দু দোকান থেকেই কেনাকাটা করতে পারে, মুসলিম বিক্রেতাদের থেকে কোন কিছু ক্রয় না করে।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের সবকিছু আলাদা করছে, যেন হামলার সময় শুধু মুসলিমদের দোকানপাটগুলোতে সহজেই টার্গেট করা যায়। ইতিপূর্বেও হিন্দুরা শুধু মুসলিমদের দোকানপাটগুলোতে লুটপাট ও আগুন লাগিয়েছিল।

উল্লেখ্য, দিল্লী দাঙ্গার সময়ও হিন্দু সন্ত্রাসীরা আগে এসে মুসলিম বাড়িগুলোকে একই কায়দায় চিহ্নিত করে গিয়েছিলো।

তথ্যসূত্র:

১/ Hindu extremist groups VHP and Bajrang Dal erected sign at a marketplace https://tinyurl.com/ye23jkex

২/ ভিডিও লিঙ্ক: https://tinyurl.com/2p92w5uj

ফটো রিপোর্ট || আশ-শাবাব কর্তৃক ৫ শতাধিক অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে খরা-দুর্গত মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করছেন।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, আফ্রিকায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সবচাইতে সক্রিয় এই শাখাটি প্রায়ই তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতে অভাবী পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। সূত্রটি যোগ করেছে যে, সেই ধারাবাহিকতায় আশ-শাবাব চলতি মাসেও তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি অঞ্চলে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করতে শুরু করেছেন।

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের ত্রাণ কমিটি চলতি বছরের জানুয়ারির মধ্যভাগ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের হাজার হাজার খরা-দুর্গত মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে আসছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ার বেশ কিছু এলাকায় এসব খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা সমাপ্ত করেছেন। সেই সাথে অনেক অঞ্চলে এখনো এই ত্রান বিতরণ চলমান রয়েছে।

আশ-শাবাবের ত্রাণ কমিটি জানিয়েছে যে, বর্তমানে বকুল রাজ্যে ত্রাণ বিতরণের কাজ শুরু করেছেন তাঁরা। এই অঞ্চলটি বর্তমানে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা।

ত্রাণ কমিটির মতে, তাঁরা গত ৩০ জানুয়ারি রবিবার, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী রাবধুর জেলায় খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন। এখন পর্যন্ত জেলাটির অন্তত ৫০০ পরিবার এসব ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছেন। যার দ্বারা আগামী কয়েক মাস যাবত এসব পরিবার উপকৃত হতে থাকবেন বলেও আশা করছেন তাঁরা।

আশ-শাবাব মুজাহিদদের ত্রাণ কমিটি জানিয়েছে যে, তাঁরা এসব ত্রাণ সহায়তা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল এলাকায় পৌঁছাবেন। এসময় কমিটি থেকে সামর্থ্যবান প্রতিটি সোমালি জনগণকে প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ত্রাণ কমিটি জানিয়েছে যে, 'বর্তমান ত্রাণ সহায়তার সম্পূর্ণ খরচ আশ-শাবাব মুজাহিদিন বহন করছেন। তাই আমরা চাই এই কাজে জনসাধারণও যেনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।'

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কিছু দৃশ্য দেখুন। এসব ত্রাণ বিতরণের দৃশ্যের সাথে আমাদের দেশের কথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর লোক দেখানো ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের চিত্রটি একবার মিলিয়ে নিন, যাও আবার জনগণের টেক্সের টাকা থেকে। অনুভব করুণ শরিয়াহ শাসনের শীতলতা।

https://alfirdaws.org/2022/01/31/55396/

৩০শে জানুয়ারি, ২০২২

ভারতে 'গরুর সামনে প্রস্রাব করার' অজুহাতে মুসলিম ব্যক্তিকে হিন্দু সন্ত্রাসীদের মারধর

ভারত এখন উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। যেখানে মারধর করার জন্য মুসলিম হওয়াটাই যথেষ্ট। সেখানে কোন অজুহাত দাঁড় করতে পারলে তো কোন কথাই নেই। এবারের জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে(২৯/০১/২২) রোজ বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের রতলামে।

একটি গরুর সামনে রাস্তার ধারে প্রস্রাব করার অভিযোগে হিন্দু উগ্রপন্থীরা একজন মুসলিম বয়স্ক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে মারধর করে। মুসলিম ব্যক্তিটি হিন্দুদের উগ্রতা থেকে বাঁচতে অপরাধ না করেও আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ক্ষমা চাই বলে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। এতেও উগ্র হিন্দু পাষান্ডদের মন গলেনি। এতে নাকি গরুর অপমান হয়েছে, এ অভিযোগ তুলে অকথ্য ভাষায়(মা..দার..চো..) তোর মাকে চু...)গালাগাল দিতে থাকে। মুসলিম ব্যক্তির কলার, দাড়ি ধরে মারধর করতে থাকে। টুপি খুলে লাথি দিতে বাধ্য করে। মুসলিমরা নিজেদের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য করে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই অনৈক্যের সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা এখন মুসলিমদের কারণে অকারণে মারধর করছে। অপমান করছে। তাই মুসলিমদের এই ক্লান্তি-লগ্নে ভেদাভেদ ভুলে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মোকাবেলার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

১/Hindu extremists brutally thrashed a Muslim elderly man and forced him to remove and kick his skull cap over the allegation that he was urinating on roadside in front of a cow.
https://tinyurl.com/5kn6akbz

২/ ভিডিও লিংক: https://tinyurl.com/ysezr8ne

সামরিক অঙ্গনে পরাজিত শত্রু রাজনৈতিক অঙ্গনেও পরাজিত হবে: তালিবান সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মৌলভি খায়রুল্লাহ খাইরখাওয়া হাফিজাহুল্লাহ্ গত বুধবার বলেছেন যে, তাঁরা যেমনিভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের সাহায্যে শত্রুদেরকে সামরিক অঙ্গনে পরাজিত করেছেন, তেমনিভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনেও শত্রুদেরকে পরাজিত করবেন।

গতকাল কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোল্ডাক জেলায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। খাইরখওয়া (হা.) আফগানিস্তানের বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এসময় তিনি জোর দিয়েছেন যে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারের সকল কর্মকর্তা জনগণের সেবা করবেন।

তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার পাশাপাশি কিছু সমস্যার অস্তিত্ব স্বল্পস্থায়ী। তিনি বলেন, বাইরের কিছু চক্র এই সমস্যাকে আরও বাড়াতে চায়। কিন্তু আমরা তাদেরকে তা করতে দিতে পারি না। আমরা তাদেরকেও রাজনৈতিক অঙ্গনে পতিহত করবো।

বিদেশি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিগত ২০ বছরের সংগ্রামে জনগণের ত্যাগের কথা উল্লেখ করে তিনি তাদের প্রশংসা করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন। এবং বলেন, এখন আফগানরা তাদের আত্মত্যাগের সুফল পেয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে।

এরপর তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জনগণকে ইসলাম ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

মুসলিম বীর টিপু সুলতানের নামে কোনো কিছুর নামকরণ করা যাবে না: হিন্দুত্ববাদীদের হুঁশিয়ারী

ভারতে মুসলিমরা দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতার মসনদে ছিলেন। ভারতকে ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তুলে ধরেছেন বিশ্বের বুকে। কিন্তু মুসলিমদের অবহেলায় শাসন ক্ষমতা হারিয়ে মুসলিমরা এখন অসহায়। বর্তমানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিমদের সকল ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিচ্ছে।

মুসলিম শাসকদের নামকেও তারা বাকি রাখতে চায় না। মুসলিমদের স্থাপত্য ধ্বংস করে দিচ্ছে, নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

এর ধারাবাহিকতায় এবার ১৮ শতকের মহীশূর শাসক মুসলিম বীর টিপু সুলতানকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের আস্ফালনে সরগরম মহারাষ্ট্রের রাজনীতি। উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে বিজেপির সন্ত্রাসীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, টিপু সুলতান হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন তাই তাঁর নামে কোনো সৌধ, কোনো পার্ক কিংবা কোনো কিছুরই নামকরণ করা যাবে না। টিপু সুলতান ইস্যুতে বিজেপি আসলে চাইছে মুসলিমদের ইতিহাস বদলে দিতে।

গত(২৬/০১/২২)বুধবার মুম্বাইয়ের মালভানি এলাকার একটি উদ্যানের নামকরণ নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পদ্ম শিবির। কংগ্রেস নেতা তথা মন্ত্রী আসলাম শেখের উপস্থিতিতেই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা, বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী- সমর্থকরা টিপু সুলতান উদ্যানের নাম বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিবাদের জবাবে রাউত সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন “বিজেপি ইতিহাস লেখার চেষ্টা না করলেই ভালো হয়। যদিও ওরা দিল্লিতে সেই চেষ্টাই করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। রাউত আরও বলেন, টিপু সুলতান কে তা আমরা জানি, তাই এই বিষয়ে বিজেপি যত কম বোঝানোর চেষ্টা করে ততই ভালো।

তথ্যসূত্র:

FIR Against BJP, Bajrang Dal Men Protesting Over ‘Tipu Sultan’ Sports Complex https://tinyurl.com/mwmrwft5
উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলে টিপু সুলতানের নামে উদ্যানের বিরোধিতা বিজেপির https://tinyurl.com/3e2vhfks

---

বিনা অপরাধে মুসলিমদের কারাগারে আটকে রাখছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আদালত

ভারতে অনেক নিরপরাধ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলে বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী করে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। গ্রেফতার,হয়রানি, মামলা মোকাদ্দমা বহু মুসলিম পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে, মুসলিমদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করে মামলা মোকাদ্দমা চালানোর পর হিন্দুত্ববাদী আদালত স্বীকার করে, আসলে বিনা অপরাধেই তাদের বন্দী রাখা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীদের এমন জঘন্য আচরণের শিকার কত মুসলিম হয়েছেন তার কোনো সঠিক হিসেব নেই।

গত ২৭/০১/২২ বৃহস্পতিবার কেরালা হাইকোর্ট কোঝিকোড় মফস্বল বাস স্ট্যান্ড এবং কেএসআরটিসি বাস স্ট্যান্ডে জোড়া বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কিত একটি মিথ্যে মামলায় দুই মুসলিম নাজির এবং শাফাজকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ ৩ মার্চ, ২০০৬ সালের জোড়া বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগ এনে

তাদের গ্রেফতার করে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।
তাদেরকে প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মামলার প্রথম ও চতুর্থ আসামি নাজির ও শাফাজ ট্রায়াল কোর্টের দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাতিল চেয়ে আপিল করেন।

বিচারপতি বিনোদ কে. চন্দ্রন এবং বিচারপতি সি. জয়চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চও মামলায় অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার ট্রায়াল কোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে (NIA)এন.আই.এ-এর দায়ের করা আপিল প্রত্যাখ্যান করেছে। এখনো অসংখ্য মুসলিম হিন্দুত্ববাদীদের কারাগারে বন্দী আছেন। অনেকে টাকা পয়সার অভাবে মামলাও চালাতে পারেন না। নিরপরাধ হয়েও অন্ধকার কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন।

এক বছর আগে দেশদ্রোহের মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন শাহিন বাগ প্রতিবাদের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তথা জেএনইউ-এর গবেষক শারজিল ইমাম। তার বিরুদ্ধেও এখনো কোনো অপরাধের অভিযোগের প্রমাণ দেখাতে পারেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। শুধু মুসলিম হওয়ার কারণে অগণিত যুবকদের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

অন্যদিকে, হিন্দু সাধু সন্নাসীরা সরাসরি মুসলিম গণহত্যার ডাক দিয়েও প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মুসলিমরা প্রতিবাদ করলেই মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
Two Muslim men acquitted by Kerala High Court in 2006 twin blast case
https://tinyurl.com/2p8m943t

২৯শে জানুয়ারি, ২০২২

ভারতের ইতিহাস পুনর্লিখন ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য ধ্বংস করার ভয়াবহ হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প

ভারতজুড়ে মুসলিমদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইসলামিক স্থাপনা। মুসলিম শাসনের ৬০০ বছরে মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি সভ্য, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আর এখন সেই ইতিহাসকে বিকৃত করতে, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী ₹১৩,৪৫০ কোটিরও বেশি রুপি ব্যয়ে আইকনিক সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। সারাদেশে ইতিহাস পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের জন্য সরকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্তমান ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকার নানা কৌশলে ভারতীয় ইতিহাসকে তাদের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের কল্পিত মিথ্যা ধারণাগুলোকে ইতিহাস হিসেবে লিখছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ইতিহাসকে এমনভাবে পুনর্লিখন করছে যা হিন্দুদের কাল্পনিক বই পুরাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং হিন্দু শাসনের সময়কালকে মহিমান্বিত করবে।

অন্যদিকে ভারতের রুপকার মুসলিম শাসক ও শাসনকে পৈশাচিক হিসেবে তুলে ধরছে। এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলছে।

বিভিন্ন রাজ্য স্কুলের পাঠ্যক্রমের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছে, বিশেষ করে গুজরাটে; এবং ইতিহাসের বইগুলো মুসলিম বিদ্বেষ, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়ে পূর্ণ করেছে।

এই সিদ্ধান্তগুলো হিন্দুত্বের আখ্যানকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিকৃত করে ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। তারা ভারতের মুসলিম শাসকদের অত্যাচারী হিসাবে তুলে ধরছে। মুসলিম শাসকদের নামে অভিযোগ তুলছে যে, তারা মন্দির ধ্বংস করেছিল এবং তাদের অমুসলিম প্রজাদের গণহত্যা করেছিল।

বর্তমানে ভারতের অনেক স্কুলে এই পরিবর্তিত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। ইতিহাসের এই স্যাফরানাইজেশন তথা গেরুয়াকরণ করে হিন্দুদের মহান এবং মুসলিমদের অত্যাচারী দানব হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

তারা হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শী ভিডি সাভারকারের আদর্শকে মহান হিসেবে বর্ণনা করছে। অথচ এই ব্যক্তি কুখ্যাত অ্যাডলফ হিটলার এবং বেনিটো মুসোলিনির আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। এমনকি সে ধর্ষণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে ওকালতি করতো।

এভাবে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস পুনঃলিখনে ইসলামবিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করছে। ব্যাপক সহিংসতা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে। কারণ ক্ষমতাসীন বিজেপির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনী এবং তার আদর্শিক গুর আরএসএস, বিজেপির সিনিয়র মন্ত্রী এবং রাজনীতিবিদদের সক্রিয় সমর্থনে সম্প্রতি বিভিন্ন মসজিদ ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করে যে, মুসলিমরা সেই জমিতে ইসলামিক স্থাপনা তৈরি করে যেখানে মূলত মন্দির ছিল। যদিও এ ভ্রান্ত মনগড়া দাবির পক্ষে তারা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদও এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে ভেঙ্গে দিয়েছিল হিন্দুরা। বাবরি মসজিদ ইস্যুতে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ হিন্দুদের দাবিকে নাকচ করে দিয়ে মসজিদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

বর্তমানে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে মুসলিমদের নির্মাণাধীন ভারতীয় সংসদ, রাজপথ এবং অগণিত অন্যান্য ভবনগুলিকে "সংস্কার" করার নামে ধ্বংস কিংবা নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। ইসলামিক স্থাপনাগুলোকে “ল্যান্ড জিহাদ” তথা ভূমি জিহাদ আখ্যা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তারা একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছে মুসলিমদের স্থাপনা ও নিদর্শনগুলো।

তবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভবনগুলো ভেঙে ফেলা কিংবা কয়েক শতকের পুরনো মুসলিম ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা এবং ইতিহাসকে বিকৃত করে লেখার মাধ্যমে মুসলিম শাসনের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করতে পারবে না বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তাঁরা মনে করেন, হিন্দুত্ববাদীরা যতই চক্রান্ত করুক মুসলিম প্রজন্ম তাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস ভুলে যাবে না। বরং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। হিন্দুত্ববাদীদের মসনদ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। তাদেরকে লোহার শিকলের বেড়ি পরাবে ইনশাআল্লাহ।

আর এই চেতনাকে সামনে রেখে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্থাপনা তথা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তন্ত্র-মন্ত্রের ধোঁকায় না পড়ে মুসলিমদেরকে নববী মানহাজের অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপদেশও দিয়ে থাকেন সচেতন উলামায়ে কেরাম।

লেখক: উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. The Hindutva Project To Rewrite History And Destroy Historic Architecture - https://tinyurl.com/zukd4856

2. প্রত্নতাত্ত্বিক দেয়ালেও ছিল মসজিদের বৈশিষ্ট্য - https://tinyurl.com/2p87ufxw

---

২৮শে জানুয়ারি, ২০২২

তালিবান মুজাহিদদের আদর্শ ও নৈতিকতা দেখে এক মার্কিনির ইসলাম গ্রহণ

তালিবান মুজাহিদদের ব্যাপারে হলুদ মিডিয়াগুলো নানা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ববাশীর সামনে সন্ত্রাসী হিসেবে আর ইসলামকে চিত্রিত করছে ভয়ঙ্কর রূপে। অথচ, ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম। এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম গ্রন্থ কুরআনের বাণী ও ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজের টানে এর আগেও অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে মানুষের। মানুষ এখন বুঝতে পারছে, আসলে কিছু ব্যক্তি, সংস্থা ও রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইসলাম নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে, আর মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসাবে দেখাচ্ছে।

এরকমই একজন বুঝদার মানুষ হলেন মুহাম্মদ ইসা। আগে তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান, নাম ছিল খ্রিস্টোফার।

খ্রিস্টোফারও বেশিরভাগ পশ্চিমা নাগরিকের মতো হলুদ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে থেকে ও মুসলিম ভাইদের সঙ্গে কথা বলে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বদলে যায়। তাই তিনি নিজে থেকেই ঠিক করেন ইসলামের ছায়াতলে আসবেন, মহান রব আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে নিজের জীবন কাটিয়ে দেবেন।

পরে ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তানে তালিবানের শীর্ষ মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদের কাছেই শাহাদাহ্ পাঠ করেন তিনি। এরপর তিনি বলেন, "তালিবানের প্রয়োগ করা শরিয়াহ আইন, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

জাবিউল্লাহ মুজাহিদই (*হাফি:*) ওই মার্কিনিকে শাহাদাহ্ পাঠ করান এবং তাঁকে মুহাম্মদ ইসা নাম দেন। শাহাদাহ্ পাঠ করার সময় আবেগে চোখের কোন থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে থাকে মুহাম্মদ ইসার। এরপর তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ মুহাম্মদ ইসাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

উল্লেখ্য, তালিবানের বিজয়ের আগেও অনেক অমুসলিম তালেবান মুজাহিদদের উত্তম আচরণ ও ন্যায়পরায়নতায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। তালিবানের আদর্শ ও নৈতিকতা দেখে ইসলাম গ্রহণ এক মার্কিনির - https://tinyurl.com/pz3dypyf
২। ভিডিও লিংক – https://tinyurl.com/2p9e22fh

হিন্দুত্ববাদীদের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বাড়ছে মুসলমানদের মানসিক উদ্বেগ ও অসুস্থতা

ভারতে মুসলিমদের উপর নানাবিদ জুলুম অত্যাচারের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মানসিক চাপও বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত আব্রু, মান সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করে মানসিক পেরেশানীতে ফেলছে। রাস্তা ঘাটে, স্কুল কলেজে সব জায়গায় মুসলিম নারীদের হেনস্থা করছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। অনলাইনেও চলছে মুসলিম নারীদের নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের উল্লাসে মেতে উঠার ঘৃণ্য আয়োজন। সাল্লি ডিলস, বুল্লি বাই অ্যাপ বানিয়ে মুসলিম নারীদের ছবি দিয়ে বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হয়। চ্যাটরুম বানিয়ে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করা হচ্ছে।

এই ধরনের ঘটনাগুলো মুসলিম মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছে। মানসিক যন্ত্রণা অবশ্যই আরও তীব্র হয়ে উঠছে। দিনে দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা মূলধারায় পরিণত হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে দেখা গেছে যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা ভারতে উদ্বেগের ঝুঁকিতে বেশি।

মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া এবং সরকারের ভূমিকাই প্রধানত দায়ী। এর ফলে, মুসলিমদের মানসিক যন্ত্রণা আরও গভীর হচ্ছে। ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের একজন মুসলিম ছাত্র শারজিল উসমানি এ মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণার সমস্যাটি এতটাই জটিল আকার ধারণ করছে অনেক লোক বুঝতেও পারে না যে, তারা তাদের চারপাশের হিন্দুত্বাদীদের দ্বারা কতটা তীব্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

আমার কাছে অনেক মুসলিম আসে, যারা মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। তারা আর কিছুই অনুভব করতে পারে না। কোনো আবেগ অনুভুতি নেই। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে তারা কোন ধরণের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা। প্রায় অর্ধেক হ্যাঁ বলেছে। বাকি অর্ধেক স্বীকার করে তারা পুরাপুরি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন।

নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে উসমানি বলেছেন যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক হামলা ভারতে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে।

সানিয়া আহমেদ, শারজিল উসমানি বা আইমান খানের মত অসংখ্য মুসলিমরা বিভিন্ন মিডিয়াকে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, এটা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাদের 'মুসলিম' পরিচয় হওয়ার কারণেই মূলত মানসিক আঘাতের শেষ নেই।

মুম্বাই ভিত্তিক গুফতাগু থেরাপির প্রতিষ্ঠাতা এবং থেরাপিস্ট সাদাফ বিধা বলেছেন যে যখন কেউ মানসিক থেরাপিস্ট খোঁজেন তখন মুসলিম হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। একজন মুসলিম থেরাপিস্টের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করেন তারা। কারণ তারা মনে করে যে, একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু তাদের অবস্থান বুঝতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং এই সমস্যাটি কত বড় তা বুঝতে নাও পারে।

ভারতীয়রা মুসলিমরা এখন সর্বগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের শিকার হচ্ছেন। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জাতিগত নির্মূলের পরিকল্পিত ছকে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় মুসলিমদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় না মেতে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। নিজেদের জান মাল ইজ্জত আব্রু হেফাজতের জন্য তন্ত্র মন্ত্র ভুলে নববী মানহাজের অনুসরণ করা।

১। The 'othering' of Muslims is triggering mental health issues in India https://hindutvawatch.org/the-othering-of-muslims-is-triggering-mental-health-issues-in-india/

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলা, ৩ অফিসারসহ অন্তত ১৫ গাদ্দার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। গত ২৬ জানুয়ারিতেও বিভিন্ন শহরে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছেন তাঁরা।

আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম শাহাদাহ্ এজেন্সীর তথ্য মতে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত বুধবার (২৬ জানুয়ারি) সোমালিয়াজুড়ে বেশকিছু অভিযান চালিয়েছেন।

এর মধ্যে ৪টি অভিযানই চালানো হয়েছে রাজধানী মোগাদিশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে। মোগাদিশুতে চালানো ৩টি হামলায় শত্রুবাহিনীর হতাহতের খবর পাওয়া যায়। এসকল হামলায় গাদ্দার সরকারের শুল্ক কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আলী কোসোসহ ২ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে, এবং আরও ৩ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে শুল্ক বিভাগের একটি গাড়িও।
অপরদিকে শাবেলী সুফলা রাজ্যের মারাকা শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাদের টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সেখানে ৩ ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং অন্য ২ সেনা আহত হয়েছে।

একইদিনে জানালী ও কাউকানী শহরেও উগান্ডান সেনাদের দুটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকা হওয়ায় হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব হয়নি।

২৬ জানুয়ারিতে মুজাহিদগণ বাসুসা অঞ্চলেও একটি সফল অপারেশন চালিয়েছেন। এ হামলায় পুটল্যান্ড প্রশাসনের উচ্চপদস্থ এক সেনা অফিসার ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। সেই সাথে আরও অন্তত সেনা ও ১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

কেমন ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

নাম তাঁর খাদীজা। কুনিয়াত 'উম্মু হিন্দ' এবং লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ। জন্ম 'আমুল ফীল' বা হস্তীবর্ষের পনের বছর আগে মক্কা নগরীতে।

জাহিলী যুগেই পূতপবিত্র চরিত্রের জন্য 'তাহিরা' উপাধি লাভ করেন তিনি। আবু হালা ইবন যারারাহ আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক বিন আবিদ আল-মাখযুমীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। (শারহুল মাওয়াহিব, আল-ইসতিয়াব) তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা।

.

পিতা বা স্বামীর মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক কুরাইশ বংশের অনেকের মত খাদীজাও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলছেন, "খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।" অংশীদারী বা মজুরী বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন আল-আমীন। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তাঁর ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে আল-আমীন মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

.

হযরত খাদীজা ﷺ একবার কেনাবেচার জন্য সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন।
এক পর্যায়ে খাদীজা লোক মারফত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'এর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যদি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান, অন্যদের তুলনায় খাদীজা তাঁকে দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন। মুহাম্মাদ ﷺ রাজী হলেন।

.

খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সঙ্গে করে মুহাম্মাদ ﷺ চললেন সিরিয়া। পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন: 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মায়সারা বললেন : 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন : 'এখন এই গাছের নীচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল ﷺ তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে

চলেছেন, আর দু'জন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো। বাড়ী ফিরে বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়সারা তাঁর মনিব খাদীজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি ভদ্র মহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন। মায়সারার মুখে সবকিছু শুনে খাদীজা নিজেই রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব, হামযাসহ রাসূলুল্লাহর (সা) খান্দানের আরো কিছু ব্যক্তি খাদীজার বাড়ী উপস্থিত হলেন। খাদীজাও তাঁর খান্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা মোহর ধার্য্য হয়।

এভাবে হযরত খাদীজা হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এটা নবুয়াত প্রকাশের পনের বছর পূর্বের ঘটনা। সে সময় তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থাকলেও সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী রাসূলুল্লাহর ﷺ বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ।

বিয়ের পনের বছর পর হযরত নবী করীম ﷺ নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি খাদীজাকে (রা) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবহিত করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা তাঁর সকল ধন-সম্পদ তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াকফ করেন। রাসূল ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদীজার দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল ﷺ যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত। কারণ, তিনি রাসূলকে ﷺ সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।' (তাবাকাত-৩/৭৪০)

নবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খাদীজাও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদীজাও হাসি মুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর নবুওয়াতের দশম বছরে দশই রামাদান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হযরত খাদীজা মক্কায় ইনতিকাল করেন। জানাযা নামাযের বিধান তখনো প্রচলিত হয়নি। সুতরাং বিনা জানাযায় তাঁকে মক্কার কবরস্তান জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়। হযরত নবী করীম ﷺ নিজেই তাঁর লাশ কবরে নামান। (আল-ইসাবা : ৪/২৮৩)

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। হযরত রাসূলে কারীমের ﷺ পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর ছয় সন্তান। প্রথম সন্তান হযরত কাসিম। অল্প বয়সে মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর ﷺ কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হযরত যয়নাব। তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জন্মলাভ করেছিলেন, তাই 'তাইয়্যেব ও তাহির' লকব লাভ করেন। অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া। পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম। ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা)। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান ।

হযরত নবী কারীমের ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজার স্থান সর্বোচ্চে। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী নাযিলের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা- সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন— তিনি নবী হবেন। (মুসনাদে আহমাদ-৪/২২২)

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর ﷺ ওপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন, চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ পরামর্শদাত্রী। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিয়ের পর সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ বিন হারিসা ছিলেন তাঁর প্রিয় দাস। তাকেও তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়িদকে বেশী ভালোবাসতেন, তাই তাঁকে খুশী করার জন্য তাকে আযাদ করে দেন।

মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। একবার তিনি বরতনে করে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য কিছু নিয়ে আসছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলকে ﷺ বললেন, 'আপনি তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ও আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন।' (বুখারী)

হযরত রাসূলে করীম ﷺ প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর পরও ভোলেননি। হযরত খাদীজার (রা) ওয়াফাতের পর তাঁর বোন হালা একবার রাসূলে কারীমের ﷺ সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই নবীজি ﷺ বলে উঠলেন 'হালা এসেছো'? তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যখনই হালা আসতেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ মানসপটে তখন খাদীজার স্মৃতি ভেসে উঠেছিল।

হযরত আয়িশা বলেন, "যদিও আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি, তবুও তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা হতো। অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হতো না। কারণ, নবী কারীম ﷺ সবসময় তাঁর কথা স্মরণ করতেন। মাঝে মাঝে হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে ﷺ রাগিয়ে তুলতেন। একবার আয়িশা (রা) বলে ফেললেন, 'আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন যিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।' জবাবে নবী কারীম ﷺ বললেন, 'কক্ষনো না। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফির ছিল, তখন সে মুসলমান। কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে

আসেনি, তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। আমাকোন পশু জবেহ হতো, তিনি তালাশ করে তাঁর বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশত পাঠিয়ে দিতেন।"

রাসূল ﷺ বলতেন, "আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" আমরা মনে করি হযরত খাদীজার মূল্যায়ন এর চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না।

হযরত খাদীজার ফজীলাত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে - ধরাপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নারী মরিয়ম বিনতু ইমরান ও খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ। হযরত জিবরাঈল (আ) বসে আছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে। এমন সময় খাদীজা আসলেন। জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বেহেশতী মহলের সুসংবাদ দিন।' (বুখারী)

লেখক - উসামা মাহমুদ

২৭শে জানুয়ারি, ২০২২

ফিলিস্তিনি বাড়িঘর ধ্বংস ও উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত : পূর্ব তিমুরে হস্তক্ষেপ করলেও ফিলিস্তিনে নিরব কথিত জাতিসংঘ

অধিকৃত জেরুজালেমের ব্যাপকভাবে বাড়িঘর ধ্বংস করে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করছে দখলদার ইসরাইল।

গত ২৫ জানুয়ারি আল-তুর এলাকায় বাড়িঘর ধ্বংস করার সময় ৯ জন ফিলিস্তিনিকে গুলিতে আহত করে এবং ৩ জনকে ধরে নিয়ে যায় সন্ত্রাসী ইসরাইল। এ সময় সাংবাদিকদের উপরও হামলা চালায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

এর আগে বাড়িটি থেকে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়। হামলা চালানো হয় মহিলাদের উপর। পুরুষরা প্রতিবাদ জানালে কয়েকজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

আল-তুর এলাকায় দখলদার ইসরাইলের জন্য একটি রোড প্রকল্প হাতে নিয়েছে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করবে আমেরিকা। এ লক্ষ্যে এ এলাকায় ২৪০টিরও বেশি ফিলিস্তিনি বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরাইল।

এছাড়াও, আল-আরাকিব মরু এলাকায় একটি ফিলিস্তিনি গ্রামে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে ইসরাইল। সম্প্রতি আরবে তিব্র শীতে পড়েছে। আর এ শীতেই ফিলিস্তিনিদের ঘরছাড়া করেছে বর্বর ইসরাইল। গুড়িয়ে দিয়েছে গ্রামের অসংখ্য তাবু।

ইসরাইল ১৯৮০ সাল থেকে জেরুজালেমে ইহুদিদের জন্য বসতি নির্মাণ শুরু করে। তখন থেকেই ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে মুসলিমদের ভূমি দখলকারী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। যা এখন পর্যন্ত চলছে। বিপরীতে গড়ে তুলতে অসংখ্য ইহুদি বসতি। বর্তমানে জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ৭ লাখ ইহুদি জোর পূর্বক অবৈধভাবে বসবাস করেছে।

জোর পূর্বক ভূমি দখল ও বাড়িঘর ধ্বংস করে দখলদারিত্ব স্থাপন করা জাতিসংঘের তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনে পুরোপুরি অবৈধ ও অন্যায়।

তবুও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেনি জাতিসংঘ।

উল্লেখ যে, জাতিসংঘ খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়ার দখলদারিত্বের অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ দিতে থাকে। ১৯৯৯ সালে ইন্দোনেশিয়া সরকার বাধ্য হয় এলাকাটি ছেড়ে দিতে। পরে এলাকাটিকে স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ এশিয়া, আফ্রিকাসহ পুরো বিশ্বজুড়ে যেখানেই ইহুদি-খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন পড়েছে, সেখানেই নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে।

কিন্তু আরাকান, কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ব্যাপারে বরাবরই দু'একটা ঠুনকো বিবৃতি মিডিয়ায় ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে মুসলিমদের ধোঁকা দিয়েছে। এছাড়া বাস্তবসম্মত সমাধানের কোন পদক্ষেপ নেয়নি কথিত এ সংস্থাটি।

জাতিসংঘের এসব ধোঁকা থেকে মুসলিম জাতিকে দীর্ঘ দিন ধরেই সচেতন করে আসছেন উম্মাহ দরদি আলিমরা। তাই এসব সংস্থা বা পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সমাধান কামনা না করে মুসলিমদের ভূমি মুসলিমদেরই উদ্ধার করার বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের কথা সবসময়ই বলছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

------

১. Israeli forces injure 9 Palestinians, arrest 3 others while demolishing Karama family home in Jerusalem-

https://tinyurl.com/2p9ymspd

২. ভিডিও লিংক-

https://tinyurl.com/2v55at6n
https://tinyurl.com/2p87xrf3
https://tinyurl.com/yuejp45j

৩. For 197th time, Israeli occupation forces demolish Al-Araqib Bedouin village- https://tinyurl.com/2p8tkske

---

ইসরাইলকে নিয়ে তুরস্কের নতুন যুগের সূচনা হতে পারে: এরদোয়ান

ধীরে ধীরে মুসলিমদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে সেক্যুলার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আসল চেহারা। ইহুদীদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে সে বলেছে, "ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি হারজোগ ফেব্রুয়ারির শুরুতে তুরস্ক সফর করবে। এই সফরের মধ্যদিয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।"

তুর্কি সংবাদমাধ্যম 'Mepa News' এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারির শুরুতেই তুরস্ক সফরে আসতে যাচ্ছে ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি হারজোগ। ইতিমধ্যে, ইসরাইল এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে এরদোয়ান বলে, "আমরা এই ক্ষেত্রে ইসরায়েলের সাথে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।"

প্রকৃতপক্ষে, মুসলিমদের পবিত্র ভূমি ও আল-আকসার দখলদার ইহুদিদের সাথে তুরস্কের এই বন্ধুত্ব অনেক পুরনো হলেও, তা ছিল এতদিন পর্যন্ত অনেকটাই লোকচক্ষুর আড়ালে। তুরস্ক মাঝে মাঝেই ইসরায়েল ইরদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এবার তুরস্কের ইহুদিপ্রীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আনারই স্পষ্ট বার্তা দিল মিঃ এরদোয়ান।

এরদোয়ান আরও জোর দিয়ে বলেছে যে, তারা ফিলিস্তিনী মুসলিমদের রক্ত প্রবাহকারী ও পবিত্র ভূমির দখলদার ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হারজোগের সফরকে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্লেষকরা তাই বলেছেন, এসকল ঘটনা ধীরে ধীরে বিশ্ববাসীর কাছে সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। তাছাড়া বিশ্ববাসী ধীরে ধীরে ২টি শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বলেও মনে করেন অনেকে।

২৬শে জানুয়ারি, ২০২২

ইয়েমেনে প্রতিরোধ বাহিনী একিউএপি'র অন্যতম সামরিক কমান্ডারের শাহাদাত বরণ

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (একিউএপি) থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলায় প্রতিরোধ বাহিনীটির সামরিক ইউনিটের একজন অন্যতম সিনিয়র কমান্ডার শহিদ হয়েছেন (ইনশাআল্লাহ)।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের মিডিয়া শাখা আল-মালাহিম ফাউন্ডেশন সম্প্রতি দুই পৃষ্ঠার একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনীটির অন্যতম সামরিক নেতা আবু উমাইর আল-হাদরামির (রহ.) শাহাদাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর হামলায় শহিদ (ইনশাআল্লাহ) হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ইসলাম প্রতিরোধ বাহিনীটির অন্যতম এই নেতা স্থানীয়দের কাছে সালেহ বিন সেলিম নামে পরিচিত। তবে সহযোদ্ধা ও বিশ্বের কাছে তিনি আবু উমাইর আল-হাদরামি নামেই অধিক পরিচিত। জানা যায় যে, গত বছরের ১৪ নভেম্বর প্রতিরোধ বাহিনীটির এই মহান নেতা ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ড্রোন হামলার শিকার হন।

অতীতের খোরাসান থেকে বর্তমান ইয়েমেন যুদ্ধ:

হৃদয় বিদারক এ ঘটনায় আল কায়েদার পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে শাইখের শাহাদাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আল-কায়েদার এই সিনিয়র নেতা ৮০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময়ই তিনি তৎকালীন আল-কায়েদার নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা আমীর শাইখ ওসামা বিন লাদেনের সহযোগীও ছিলেন।

আফগানিস্তানে দখলদার সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের পরে, শাইখ আল-হাদরামি দক্ষিণ ইয়েমেনে নিজের কার্যক্রম শুরু করেন। এসময় তিনি কিছু সময়ের জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পূণরায় জিহাদের পূণ্যভূমি আফগানিস্তানে হিজরত করেন। এসময় তিনি শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্'র সাথে যুক্ত হন এবং আফগানিস্তানে অবস্থান করেন।

তিনি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এবং ২০০১ সালে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

এরপর তিনি ও আরও কয়েকজন মুজাহিদ বাধ্য হয়ে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করেন। তখন কয়েকটি দেশ পাড়ি দিয়ে তাঁরা দুই পবিত্র মসজিদের ভূমিতে পৌঁছেন। কিন্তু এখানে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আলে-সৌদ সরকার তাদেরকে বন্দী করে এবং আল-হাইর কারাগারে বন্দী করে রাখে। পরে এক বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তাদেরকে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার (একিউএপি) মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর তিনি ইয়েমেনে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে মুজাহিদদেরকে নেতৃত্ব দেন। সেই সাথে মুজাহিদদের বীজিত অঞ্চলের আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার মুজাহিদদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে "বিপজ্জনক জিহাদি" বলে মনে করে। কেননা আল-কায়েদা পশ্চিমা বিশ্বের অভ্যন্তরে ক্রুসেডারদের টার্গেট করে যেসব অভিযানগুলো পরিচালনা করেছে, তাঁর সিংহভাগের নেতৃত্বই দেয়া হয়েছে আরব উপদ্বীপ থেকে।

উত্তপ্ত সোমালিয়ার রণাঙ্গন : প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একদিনের হামলায় ৩২ এরও বেশি গাদ্দার সেনা খতম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর বর্তমানে ব্যাপক বিস্তৃত অভিযান চালাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা আশ-শাবাবের এসকল অভিযানে শুধুমাত্র গত একদিনেই তিন ডজনেরও বেশি গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, গত ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার, সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের গোলাম সরকারের গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একে একে ৬টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদগণ।

সূত্রমতে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঐদিন তাদের সবাচাইতে সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব শহরে। সেখানে গাদ্দার সেনাদের পুরো একটি দলকে ঘিরে ভারি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে হামলা চালান বীর মুজাহিদরা। এতে দেশটির গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার ও সামরিক বাহিনীর এক কমান্ডার সহ ৭ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে। সেই সাথে এই অভিযানে আরও ১২ গাদ্দার সেনা আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক যানও ধ্বংস করেছেন।

সূত্রটি আরো নিশ্চিত করেছে যে, এদিন মুজাহিদগণ রাজধানী মোগাদিশুতেও ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর একটি চালানো হয়েছে রাজধানীর বারিরী শহরে, যেখানে মুজাহিদদের হামলায় ২ সেনা নিহত এবং তৃতীয় এক সেনা আহত হয়েছে। সেই সাথে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গাদ্দার সেনাদের একটি মোটরবাইকও।

রাজধানীতে মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালিয়েছেন হাওয়াদালী শহরে। সেখানে হামলাটি চালানো হয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সকে টার্গেট করে। সূত্রটি জানিয়েছে, এই হামলায় স্পেশাল ফোর্সের বিপুল সংখ্যক সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রাজধানীতে মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন 'বাকারাহ' নামক একটি বাজারের কাছে, যাতে কর্নেল পদমর্যাদার এক গাদ্দার সোমালি অফিসার এবং সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের অন্য একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন যুবা রাজ্যের কালবায়ু শহরে। সেখানে মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৫ গাদ্দার সেনা হাতাহত হয়।

একইভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যে এদিন একটি বরকতময় অপারেশন আঞ্জাম দেন বীর মুজাহিদগণ। যেখানে আরও ৩ গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে।

সোমালিয়ার ইসলামি ভূমি দিন দিন ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। শত্রুসেনাদের একে একে নির্মূল করে মুজাহিদরা তাদের শরিয়াহ শাসিত নিরাপদ অঞ্চলের সীমানা অতি দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন।

এরাব স্কুল প্রাঙ্গণে নামাজ আদায় করায় হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলে মুসলিম শিক্ষার্থীরা

ভারতে মুসলিমদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে হিন্দুত্ববাদীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ বেড়েেই চলেছে। উদুপির কলেজে হিজাব পড়ে আসায় মুসলিম ছাত্রীদের ক্লাসে ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে এবার কর্ণাটকে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা কোলার জেলার একটি স্কুলে ঢুকে পড়ে এবং মুসলিম ছাত্রদের স্কুল প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে। চিৎকার চেচামেচি করে ভয় ভীতি দেখাতে থাকে।

গত ২৩ ডিসেম্বর তারিখ রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুসলিম ছাত্রদের একটি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখা যায়। একই ভিডিওতে খানিক পরেই দেখ যায় হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের চিৎকার করতে এবং স্কুল পরিচালকদের ভয় দেখায়।

চাংপ্পা সরকারি কন্নড় মডেল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে স্কুল প্রাঙ্গণের ভিতরে নামায পড়ছে। কেননা নামাজ ইসলামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। স্কুলের মত ৩৭৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬৫ জন ছাত্রই মুসলিম। তাই স্কুল প্রাঙ্গনে মুসলিম ছাত্রদের নামাজ পড়াটা খুবই স্বাভিবিক।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে নামাজে'র মত বিধান পালনেও বাধা দিচ্ছে।

অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদকে রক্ষা করতে, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য হিন্দু শিক্ষার্থীদের ঠিকই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, স্কুলপ্রাঙ্গনে মুসলিম বিদ্বেষী ও মুসলিম গণহত্যার শপথ পর্যন্ত নেওয়ানো হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের রোষানলে ও চাপে নামাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য, এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদনও চেয়েছে ডিসি। হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের দ্বারা সৃষ্ট হট্টগোলের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর, জেলার ডেপুটি কমিশনার উমেশ কুমার ডেপুটি ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয়।

স্কুলের হিন্দু শিক্ষিকা উমা দেবী বলেছে, “এটা আমার অজান্তেই হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা এটা হতে দেব না। আমাদের জন্য সব শিক্ষার্থী সমান। আমরা কাউকে নামাজ বা কিছু করতে বলিনি।"

তবে স্কুলের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি বলছে যে, মহামারীর পরে স্কুলটি পুনরায় খোলার পর স্কুল প্রাঙ্গনের মধ্যে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতে মুসলিমদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব বা শাসনক্ষমতা না থাকার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা এখন ইসলামের বিধি বিধান পালনেও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। অথচ, হাজার বছরের মুসলিম সাশনামলে না কোন হিন্দুকে জুলুমের স্বীকার হতে হয়েছে আর কাউকে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীদের এই আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে উপমহাদেশের ম্যুসলিমদেরকে তাই নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন উম্মাহ দরদী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

১। Karnataka: Hindutva goons prevent students from offering namaz - https://tinyurl.com/33tr3m4f

২। ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/2p83cy5n

হরিদ্বারে মুসলিমদের জমি কেনায় নিষেধআজ্ঞা ও মুসলিম নির্যাতন

ভারতের হরিদ্বার স্থানটি বিশ্ববাসীর নজরে আসে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী জ্যোতি নরসিংহানন্দের নেতৃত্বে উগ্র হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের মুসলিম গণহত্যার আহ্বানের কারণে। উগ্র সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশের ধারাবাহিকতায় এবার হরিদ্বার শহরে মুসলিমরা সম্পত্তি ক্রয় করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হরিদ্বারের কানখাল এবং মায়াপুর এলাকায় মুসলমানদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কানখাল এবং মায়াপুর জায়গা দু'টি বিশ্ব হিন্দুদের পরিদর্শন করার তীর্থস্থান।

হরিদ্বার প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজেন্দ্র নাথ গোস্বামী বলেছে যে, স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, এমনকি ধর্মীয় স্থানগুলিতে বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিদিন শত শত মুসলমান হরিদ্বারে আসে।

একটি হিন্দি দৈনিকে কর্মরত সাংবাদিক দিলশাদ আলীর মতে, গঙ্গা নদীতে ডুব দেওয়ার পর হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মাথা ন্যাড়া করা সকল নাপিতই মুসলমান। এই নাপিতরা তাদের গ্রাম এবং হরিদ্বারে প্রতিদিন যাতায়াত করে।

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা হরিদ্বারে নদীর গভীরতা নির্ণয়, বৈদ্যুতিক এবং মোবাইল মেরামতসহ অন্যান্য সমস্ত কাজও করেন। এই টেকনিশিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ ভাড়া করা জায়গা থেকে কাজ করেন, অন্যরা হিন্দুদের মালিকানাধীন দোকানে কাজ করেন।
"কানভার" বা "বহঙ্গী", যা "গঙ্গা জল" বহন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এগুলো হরিদ্বার সংলগ্ন বিজনোর এবং জ্বালাপুরের মুসলমানরা তৈরি করেন।

কট্টরপন্থী হিন্দু ধর্মীয় নেতারা ভারতে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালানোর জন্য মুসলমানদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে। তারা শুধুমাত্র এই শহরেই নয়, সমগ্র ভারত থেকে মুসলিমদের নির্মূল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। হরিদ্বারে নরসিংহানন্দ ও তার সঙ্গীরা যে শুধু মুসলমানদের গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্ববান জানিয়েছে তা-ই নয়, তারা পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেও মুসলিম গণহত্যায় অংশগ্রহণের আবেদন জানায়।

তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল, প্রধানমন্ত্রী মোদী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেউই এই ধর্মান্ধদের নিন্দা করেনি যারা মুসলমানদের গণহত্যার জন্য আবেদন করে। বিপরীতে, উভয়েই নীরবতা বজায় রেখেছে যেন কিছুই ঘটেনি যদিও বিষয়টি বিশ্বব্যাপী রিপোর্ট করা এবং আলোচিত হয়েছে। তাদের নীরবতাকে মুসলিম গণহত্যার সমর্থন হিসেবেই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

ভারতের হরিদ্বার জেলায় একটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য রাজ্যে হরিদ্বার হল একমাত্র জেলা যেখানে প্রচুর মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, জেলার মোট জনসংখ্যা ২০ লাখের বেশি।

ইসলামী ধর্মপ্রচারক ও সুফি সাধক আলাউদ্দিন আলী আহমেদ সাবির, যিনি সাবির কালিয়ারী নামে পরিচিত, এর সমাধির কারণেও জেলাটি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে বিখ্যাত। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক বাবা ফরিদ গঞ্জশকরের বড় বোনের ছেলে, সাবির কালিয়ারি, ১৩শতকে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর, বিজনোর এবং সাহারানপুরের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে পড়ে এমন এলাকাগুলি সহ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক অনুসারী তৈরী করেছেন। .

বিপুল সংখ্যক মুসলিম থাকলেও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে হরিদ্বার জেলায় মুসলিমদের জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নেই। যদিও মুসলমানরা জেলার জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশেরও বেশি এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।

বিপরীতে, খ্রিস্টান এবং শিখদের মতো অন্যান্য সম্প্রদায়, যারা এই জেলায় ক্ষুদ্রতর, তাদের স্কুল থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিখদের জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট কলেজও স্থাপন করা হয়েছে।

গুলবাহার খান, একজন ছাত্র যিনি নরসিংহানন্দ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন, বলেছেন যে স্থানীয় স্কুল ও কলেজে অনেক হিন্দু স্টাফ মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। তবুও মুসলমানদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের কাছেই যেতে বাধ্য।

একজন সমাজকর্মীর মতে, গত কয়েক বছরে জ্বালাপুর কলেজে অধ্যয়নরত ১২জন মুসলিম মেয়েকে ভয়ভীতি দেখিয়ে হিন্দু ছেলেরা বিয়ের নামে ধর্ষণ করেছে।

তিনি বলেছিলেন যে, মুসলিম রোগীরা বিশেষ করে গাইনিক রোগীরা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং প্রায়ই স্থানীয় ডাক্তারদের খারাপ আচরণের শিকার হন। ইসলামিক খিলাফা ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিমরা অভিবাবকহীন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যে হিন্দুরা এক সময়

মুসলিমদের তোষামদী করে চলত, তারাই এখন মুসলিমদের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত বানানোর স্বপ্ন দেখছে।

এসব কিছুর বিপরীতে তাই নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের জান-মাল রক্ষায় প্রস্তুত হওয়ার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করছেন ইসলমিক চিন্তাবীদগণ।

লেখক : **মাহমুদ উল্লাহ্**

আবারো ভারতকে মুসলিম মুক্ত করার সংকল্প : এবার 'হিন্দু সুরক্ষা সেনা'র শপথ

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এখন প্রকাশ্যেই মুসলিম মুক্ত ভারত গড়ার শপথ নিচ্ছে। প্রস্তুতি হিসেবে মুসলিমদের বয়কট করছে। গুম,খুন, হয়রানী করে ভয় দেখাচ্ছে। নানান অজুহাতে মুসলিমদের বয়কট, পিটিয়ে মারার মত জঘন্য মনমানসিকতাও তৈরি হয়ে গেছে। মুসলিমদের হত্যার করার শপথ নেওয়ার বেশ কয়েকটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবার হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী 'হিন্দু সুরক্ষা সেনা'র সদস্যরা ভারতকে মুসলমান মুক্ত করার এবং মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা বর্জনের শপথ নিয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে চারদিকে গোল হয়ে দাড়িয়ে শপথ বাক্য পড়ানো হচ্ছে।

তারা বলছে, "আমরা কোরবা ছত্তিশগড়ের বাসিন্দারা শপথ নিচ্ছি যে, আমরা ভারতকে একটি উগ্র হিন্দু জাতি হিসাবে গড়ে তুলব। আমরা আরো সংকল্প করছি যে, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দু ভাইদের সামাজিক এবং আর্থিক বিষয়ে সাহায্য করব। আমরা আমাদের বাড়িতে কাজে শুধুমাত্র হিন্দু ভাইকে রাখব, যাতে আমাদের হিন্দুত্ববাদী সমাজ আরও শক্তিশালী হয়। আজ থেকেই শপথের বিষয়গুলো আমরা অনুসরণ করা শুরু করব।" এরপর 'জয় শ্রীরাম' বলে শপথ শেষ করা হয়।

পূর্বেও ভারতের ছত্তিশগড়ের সরগুজায় হিন্দুত্ববাদীদের একটি সমাবেশে মুসলিমদের বয়কট করার শপথ নেওয়া হয়েছিল।

ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষী ভাষণ বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর অনেকদিন থেকেই আগ্রাসী হয়ে উঠছে। নিজেদের এই পরিস্থিতির কারণ খোঁজ ও সেটি কাটিয়ে উঠার উপায় অনুসন্ধান করা ব্যতীত এমন বিপর্যয় থেকে মুসলিমদের মুক্তি মিলবে না বলেই মনে করনে বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র :

১। Members of Hindutva group Hindu Surksha Sena while pledging to rid India of

Muslims and boycott Muslim owned businesses. https://tinyurl.com/2e6t7xzc

---

২৫শে জানুয়ারি, ২০২২

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের অভিযানে কমান্ডার সহ ১১ গাদ্দার সোমালি সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর পৃথক ৩টি সফল অভিযান চালিয়েছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর এক কমান্ডার সহ কমপক্ষে ১১ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ এজেন্সীর তথ্যসূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ জানুয়ারি দক্ষিণ সোমালিয়ার বাল'আদ শহরে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যা পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে পরিচালনা করা হয়েছিল। এতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সেনা নিহত হয়। এছাড়াও আরও ৫ এরও বেশি গাদ্দার সেনা আহত হয়।

একই রাজ্যের ওয়েনলুউইন শহরেও এদিন সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালান ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যেখানে মুজাহিদদের লাগানো বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের ফলে অন্তত ২ সেনা সদস্য আহত হয়।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যেও একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যাতে 'ডেনেগাই' নামক এক সেনা অফিসার গুরুতর আহত হয়।

---

২৪ ঘন্টার মধ্যেই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় হতাহত ১৪ এরও বেশি গাদ্দার পাকি সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটিতে অভিযানের তীব্রতা বাড়িয়েই চলছেন। সেই সুবাদে গত ১৮ জানুয়ারি এক দিনেই দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬টি অভিযান চলিয়েছেন দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফি:) এক টুইট বার্তায় নিশ্চিত করেছেন জে, প্রতিরোধ বাহিনীর মুজাহিদগণ গত ১৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সি, ট্রাল, পেশওয়ার ও ডেরা ইসমাইল খান জেলায় ঐ অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে পেশওয়ারের হায়াতাবাদ ও বাডাহবীর এলাকায় মুজাহিদগণ দুটি অভিযান চালিয়েছেন। সূত্রমতে বাডাহবীরে মুজাহিদগণ গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। এতে ৩ গাদ্দার পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। সেই সাথে গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একইভাবে পেশোয়ারের হায়াতাবাদেও একটি পুলিশ পোস্টে গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে আরও ২ পুলিশ সদস্য আহত হয় এবং তাদের পোস্ট ধ্বংস করা হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারারুগাহ সীমান্তে গাদ্দার সেনাদের একটি টহল দলকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ বোমা হামলা চালালে তা ঘটনাস্থলেই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা সদস্য আহত হয়।

এদিন পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানে এসএইচওর গাড়িতে এবং কু-ট্রাল এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই হয় মুজাহিদদের।

মুখপাত্র খোরাসানির মতে, উভয় স্থানে মুজাহিদদের হামলায় ৬ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। তবে এরমধ্যে কু-ট্রালে সবচাইতে ভয়াবহ লড়াই হয়। যেখানে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিদেশিদের দালাল সেনা সদস্যদের সাথে যুদ্ধ চলে মুজাহিদদের। এতে নাপাক বাহিনীর গাদ্দার সেনাদের পাশাপাশি ২ জন বীর মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ)।

অপরদিকে বাজোর এজেন্সিতে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর স্নাপার হামলাও চালান মুজাহিদগণ। যার মাধমে এক লেভি অফিসারকে হত্যা করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ।

এভাবেই দেশ ও উম্মাহর স্বে গদ্দারি করা সেনা ও প্রশাসনকে উপজুক্ত শিক্ষা দেওয়ার কাজ অব্যাহত রেখেছেন টিটিপি'র বীর মুজাহিদগণ, যাতে করে অদুর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলেও আফগানের ন্যায় একটি সফল ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

২৪শে জানুয়ারি, ২০২২

মুসলিমদের বাড়িঘর এবং অটোরিক্সায় আগুন দিল সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপি

ভারতের মধ্যপ্রদেশের খান্ডওয়া জেলায় গত (২০/০১/২২) বৃহস্পতিবার রাতে দুটি মুসলিম পরিবারের বাড়ি ও একটি অটোরিকশায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল ভিএইচপি আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

ঘটনার একদিন আগে স্থানীয় এক হিন্দু ব্যক্তি - 'ইয়ে হিন্দুও কা কলোনি হ্যায়, ইয়াহা মুসলিম নেহি চাহিয়ে' (এটি হিন্দুদের কলোনি, আমরা এখানে মুসলমান চাই না) বলে মুসলিম বিদ্বেষী হুমকি দিচ্ছিল। আর এর পরদিনই হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপি'র সন্ত্রাসীরা আগুন লাগিয়ে দিল।

খান্ডোয়া পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দলটি কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তির উপর আক্রমণ করে। যাতে বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আগুন লাগনোর ঘটনার কিছুদিন আগেই আরেকটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিদ্বেষী ঘটনা ঘটেছে। মধ্যপ্রদেশের উজ্জাইন রেলওয়ে স্টেশনে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তার সাথে থাকা হিন্দু ভ্রমণ সঙ্গীর কারণে 'লাভ জিহাদ'-এর অভিযোগ তুলে বজরং ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এর গুণ্ডারা। পরে আজমীরগামী ট্রেন থেকে মুসলিম যুবককে টেনে হিঁছড়ে নামিয়ে মারধর করে। পরে তাদের পুলিশের কাছে নিয়ে যায়।

সরকারি রেলওয়ে পুলিশের সুপার নিবেদিতা গুপ্ত আইএএনএসকে বলেছে যে, শেখ এবং মহিলাটি পারিবারিক বন্ধু এবং বহু বছর ধরে একে অপরকে চেনেন। "লাভ জিহাদের অভিযোগকারী বজরং দলের লোকেরা তাদের থানায় আনার পরে, আমরা তাদের বিবৃতি রেকর্ড করেছি এবং যেহেতু তারা উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক এবং কোন অপরাধ ছিল না, তাই তাদের যেতে দেওয়া হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় সন্ত্রাসী নেতা কুন্দন চন্দ্রাবত আইএএনএসকে বলেছে, তারা নাকি তথ্য পেয়েছিল যে একজন মুসলিম পুরুষ একজন হিন্দু মহিলাকে তার সাথে নিয়ে ভ্রমনে যাচ্ছে। আর এতেই উগ্র হিন্দু দলটির কর্মীরা তাদেরকে আটক করে।

ওই মুসলিম যুবক ছোট একটি ইলেকট্রনিক দোকানের মালিক, আসিফ শেখ নামে পরিচিত তিনি। আর হিন্দু মহিলাটি একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা।

মহিলাটি উগ্র হিন্দুদের বলছিল "তোমাদের একটা ভুল বোঝাবুঝি আমার জীবন নষ্ট করে দিতে পারে। আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কাজ করি, আমি বাচ্চাদের পড়াই।"

রেল পুলিশ জানিয়েছে, তারা বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। অথচ, উগ্র হিন্দুরা মুসলিম যুবককে হয়রানী, গালাগাল, টানা হেঁছড়া ও মারধর করেছে। তারা এমনকি সুযোগ পেলে ঐ মুসলিমকে খুন পর্যন্ত করে দিত। কেননা লাভ জিহাদের অভিযোগে পূর্বেও বহু মুসলিমকে হিন্দু সন্ত্রাসীরা হতাহত করেছে। তবু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন উগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

তবে যদি মুসলিমরা কোন হিন্দুকে বিনা অপরাধে এমন হয়রানী, মারধর করার শুধু উদ্যোগও নিতো তাহলে প্রশাসন, হলুদ মিডিয়া, দালাল বুদ্ধিজীবীরা কেমন উচ্চবাচ্য করতো- তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তাই মিডিয়া ও কথিত সুশীল এবং এই ধোঁকাপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার ধোঁকা বুঝে মুসলিমদেরকে তা থেকে বেড়িয়ে এসে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামষ্টিক অবস্থানকে সুসংহত করার কথা বলা হচ্ছে বিশ্লেষক মহল থেকে।

তথ্যসূত্র:

১। MP: A Week After VHP Men Dragged Muslim Man From Train, House and Auto-rickshaw of Muslims Burnt in Khandwa, FIR Lodged https://tinyurl.com/2p8c87vv

২। ভিডিও লিংক – https://tinyurl.com/2p8tphsh

https://tinyurl.com/55ua8k46

মালিতে ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার রকেট হামলা : হতাহত ১০ ক্রুসেডার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির উত্তরাঞ্চলে দখলদার ফ্রান্সের একটি সামরিক ঘাঁটিতে একাধিক মর্টার হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ১ ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, উত্তর মালির গাও রাজ্যে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক ঘাঁটিতে বেশ কিছু মর্টার হামলা চালান আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম'এর বীর মুজাহিদিন। যার ফলে দখলদার ফরাসি বাহিনীর ১ ক্রুসেডার সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও ৯ ফরাসি দখলদার সেনা আহত হয়েছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দখলদার 'বোরখান' বাহিনীর অংশ হিসেবে মালি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফরাসি সৈন্যদের লক্ষ্য করে মর্টার হামলা চালানো হয়েছে। যাতে এক সৈন্য নিহত হয়েছে। বিবৃতিতে নিহত উক্ত সৈন্যের নাম 'আলেকজান্ডার মার্টিন' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একই এলাকায় কিছুদিন পূর্বে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন চালান আল-কায়েদা যোদ্ধারা। উক্ত অভিযানে ৪ ফরাসি দখলদার সেনা হতাহত হয়।

এভাবেই পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে চলছে দখলদার ও ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে আল-কায়েদা মুজাহিদদের বিজয়াভিযান। বিশ্লেষকদের মতে, ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং দখলদার পশ্চিমা ক্রুসেডার শক্তি ও তাদের স্থানীয় দোসরদের নির্মূল করতেই বিরামহীন ত্যাগ ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদিন।

শাম | শরনার্থী শিবিরে শীতে জমে শিশুর করুণ মৃত্যু

সিরিয়ায় আলেপ্পো শহরের একটি শরনার্থী কেম্পে তীব্র শীতে রক্ত জমাট বেধে মুহাম্মদ জুনায়েদ নামে এক ছোট্ট সিরায়ান শিশু মারা গেছে। এর আগেও অনেক সিরিয়ান শিশু শীতে জমে মারা গেছে।

সিরিয়ায় শীতের তীব্রতায় এখন এমন যে পানি জমে যায়। বাস্তুচ্যুত সিরিয়ান মুসলিমরা এখানে পলিথিন দিয়ে গাদাগাদি করে বসবাস করছেন। এই শীতে নিজেদের উষ্ণ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা। কারণ, এখন সিরিয়ায় তুষারপাত হচ্ছে। শীত-তুষার সব মিলিয়া চরম মানবেতর জীবন-যাবন করছে তারা।

২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে এক দফায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন আলেপ্পো ও ইদলিব থেকে। এ সংখ্যাটি অন্তত ৯ লাখেরও বেশি। উপরন্তু, রাশিয়া-ইরান ও সিরিয়ান সরকার কসাই বাশার আল আসাদের বাহিনী বেসামরিকদের ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণের ফলে খোলা আকাশের নিচে- গাছের নিচে, তুষারে ভরা মাঠে- ঠাঁই গাড়তে বাধ্য হয়েছেন হাজার হাজার মুসলিম।

বাস্তুচ্যুত এসব মুসলিমদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সবচেয়ে বেশি কষ্ট তাদেরই সহ্য করতে হচ্ছে। মানুষে মৌলিক ৫টি অধিকারের সবগুলোই এখানে উপেক্ষিত।

কথিত নারীবাদী, সুশীল সমাজ, জাতিসংঘ নারী অধিকারের মুখরোচক স্লোগান দিলেও, সিরিয়ার মুসলিমদের পক্ষে ঠুনকো বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোন কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি তারা। আর আরেক মানবতার ফেরিওয়ালা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র অ্যামেরিকা তার প্রক্সি বাহিনীকে সাহায্য করার নামে মুসলিমদের তেল সম্পদ চুরি ও পাচার করছে; সেই সাথে বোমা মেরে বেসামরিক মুসলিম হত্যাও তারা সমানতালে চলিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, তথাকথিত এইসব মানবতাবাদী, সুশীল সমাজ এবং জাতিসংঘ মুসলিমদের পক্ষে কোন পদক্ষেপ না নেওয়াটা অবাক করার কোন বিষয় নয়। বরং এসব সংস্থাগুলো আগ্রাসী ক্রুসেডারদের একে পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করএ থাকে। তাদের কেউ অংশ নিচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক লড়াইয়ে আর অন্যরা অংশ নিচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক লাড়াইয়ে।

এজন্য এসব এসব কথিত মানবতাবাদীদেরকে ও জাতিসংঘেকে বন্ধু নয়, বরং শত্রুজ্ঞান করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

১। Little Mohammed Junaid died due to severe cold in Zughra camp in the countryside of Jarablus, north of Aleppo, Syria.
- https://tinyurl.com/3uxmm7f9

২৩শে জানুয়ারি, ২০২২

আমরা মরে গেলেও পর্দার বিধান রক্ষা করবো : আফগান জনগণের প্রতিজ্ঞা

হিজাব পোড়ানোর প্রতিবাদে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে আজ ২৩ জানুয়ারিও বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ আফগানরা। এসময় তাঁরা পশ্চিমাদের পোষা নারীদের তীব্র নিন্দা করেন, যারা নিজের দ্বীন ও মান-মরিয়াদা ভুলে কিছুদিন আগেই হিজাব ও বোরকা পুড়িয়েছিল।

পশ্চিমা দালাল ঐ ইসলামবিদ্বেষী নারীবাদীদেরকে কিন্তু পশ্চিমা আগ্রাসনের সময় আফগান নারীদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের দাবিতে ভুলেও কোনদিন রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, আজ ২৩ জানুয়ারিতেও আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে হিজবা ও বোরকা পোড়ানোর প্রতিবাধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আফগান জনগণ। গত কয়েক দিন ধরেই রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই এসবের নিন্দা করে আসছেন আফগান জনগণ।

দেশটির সাধারণ জনতা বিক্ষোভ থেকে এই স্লোগান দিচ্ছেন যে, *"আমরা মরে গেলেও পর্দা ও মাথার স্কার্ফ রক্ষা করবো।"* এসময় তারা এও জানান যে, আমরা আফগানিস্তানে একটি ইসলামী প্রশাসনকে সমর্থন করি। এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্র, তাই এখানে ইসলামই হবে সমুন্নত।

এবিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ এএফপিকে বলেন, "কারো জন্যই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সিস্টেমকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়।"

মুজাহিদ (হাফি:) আরও বলেন, ইসলামের অবমাননা বা কোন বিধান নিয়ে যারা কটাক্ষ করবে এবং যারা দেশের আইন লঙ্ঘন করবে, তাদের আটক ও বন্দী করার অধিকার সরকারের রয়েছে।

পাক-তালিবান যোদ্ধাদের দুইদিনের অভিযানে ২০ গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যাতে ২০ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী তাঁর অ্যাকাউন্টে লিখেন যে, মুজাহিদগণ গত ১৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের বান্নু ও ডেরা ইসমাইল-খান জেলায় ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে ঐদিন মধ্যরাতে খাইবার পাখতুনখোয়া রাজ্যের বান্নু জেলায় দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি ব্যারাক টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে। এতে ৪ পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয় এবং বাকি গাদ্দাররা পালিয়ে যায়।

এদিন ডেরা ইসমাইল খান জেলাও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে টিটিপি মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয় গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি চেক পোস্ট। এই হামলার মাধ্যমে মুজাহিদগণ আরও ২ পুলিশ সদস্যকে গুরুতর আহত করেন।

এরপর গত ১৭ জানুয়ারি রাজধানী ইসলামাবাদ সহ দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এলাকায় আরও ৪টি সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে মুজাহিদগণ তাদের একটি অভিযান চালান উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মির-আলী সীমান্তের কেন্দ্রীয় বাজারে। যেখানে গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার মাধ্যমে ২ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে গাড়িটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মির-আলী সীমান্তে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। এবার গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ১ পুলিশ অফিসার নিহত এবং আরও ২ পুলিশ সদস্য আহত হয়।

এরপর রাত ১২টার দিকে বাজোর এজেন্সির সালারজাই সীমান্তে পুলিশ চেক পোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা দুই ঘণ্টা ধরে চলে। এই অভিযানে ৩ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ পুলিশ সদস্য আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর চেকপয়েন্ট এবং ইলেকট্রনিক সিস্টেমে আগুন লাগিয়ে দেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ একটি কালাশনিকভ এবং শত শত বুলেট গনিমতের মাল হিসেবে পান। তবে এই যুদ্ধে একজন মুজাহিদও শহীদ হন (ইনশাআল্লাহ)।

একই রাতে রাজধানী ইসলামাবাদের করাচি মার্কেট এলাকায় একটি চেকপোস্টে গাদ্দার পুলিশ সদস্যদের উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে অন্তত ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং অন্য ২ পুলিশ সদস্য আহত হয়।

তবে গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর সাথে গুলি বিনিময়ের সময় জারার ও ওমর (রহ.) নামে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ২ জন বীর মুজাহিদও শাহাদাত লাভ করেন (ইনশাআল্লাহ)।

টিটিপির মুখপাত্র বলেন, আমরা তাদের মতো বীরদের জন্য গর্বিত। মুজাহিদরা তাদের মতো বীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। যারা শরিয়াহ্ শাসন ফিরিয়ে আনতে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম নিধন ও ইসলাম বিদ্বেষের পুরস্কার হিসেবে মনিরুল ও বনজ কুমারসহ ৭ পুলিশের পদন্নোতি

বাংলাদেশি মুসলিমদের বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে, নাটক সাজিয়ে, সাদা পোষাকে তুলে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন, স্বার্থ উদ্ধার না হলে হত্যা করা। এদেশে হিন্দুত্ববাদীদের অবস্থান পাকাপোক্ত করা। মুসলিমদের গুম,খুন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা পুলিশ বাহিনীর নিত্য দিনের কাজ। এসব কাজের পুরস্কার হিসেবে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) গ্রেড-২ পদে ৭ জনকে পদোন্নতি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালাল হাসিনার কথিত আওয়ামী সরকার।

গত ২২ জানুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সরকার স্বাক্ষরিত এক স্মারকে এ তথ্য জানানো হয়।
অতিরিক্ত আইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হল—পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। এই মনিরুলই কথিত কাউন্টার টেররিজম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নবী অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ও ইসলামপ্রিয় যুবকদের গুম-গ্রেফতার ও হত্যায় সে ছিল সবচেয়ে বেশি তৎপর।

এছাড়া পদোন্নতি পাওয়া আরেক বিতর্কিত অফিসার হল পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই'র প্রধান হিন্দুত্ববাদী বনজ কুমার মজুমদার।

উল্লেখ্য, এই তালিকার প্রায় সকল অফিসারেরই ভারত প্রীতি ও ইসলাম বিদ্বেষের রেকর্ড খুব শক্তিশালী। গুঞ্জন আছে যে, ভারত ও র'এর সরাসরি সুপারিশেই তাদের এই পদোন্নতি হয়ে থাকতে পারে।

মুসলিমদের শাসন ব্যবস্থা না থাকায় এই বর্বর পুলিশ বাহিনী একের পর এক অন্যায়ভাবে গুম, খুন, চাঁদাবাজি,রাহাজানী করে যাচ্ছে। অনেক মুসলিমদেরকে বিনা অপরাধে কারাগারে আটক করে রেখেছে। এসমস্ত দালালদের হাতে থেকে কোন মুসলিমই নিরাপদ নয়।
আর এসব সন্ত্রাসী অফিসারদেরকে পদোন্নতি সহ নানা প্রেরণা দিয়ে যারা দিন দিন মুসলিমদের জান-মাল-ইজ্জত ও আব্রুর নিরাপত্তাকে আরো হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে, সেই ভারতভক্ত দালাল রাজনৈতিক ও সরকারি হর্তাকর্তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করে জনগণকে দ্বীনে হক্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন উম্মাহ দরদী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

মনিরুল ইসলাম, বনজ কুমারসহ পুলিশের অতিরিক্ত আইজি হলেন ৭ জন
https://tinyurl.com/38c4vsz5

ইসলামবিদ্বেষী কিছু নারীর হিজাব পোড়ানোর কঠোর শাস্তি দাবিতে আফগান নারীদের বিক্ষোভ

সম্প্রতি আফগানিস্তানে পশ্চিমাদের পোষা কিছু বুদ্ধিহীন পশ্চিমা অনুসারী নারী এক্টিভিস্ট হিজাব পুড়িয়ে শরয়ী বিধান পর্দা ও মুসলিম নারীদের অবমাননা করেছে। যেই পর্দার বিধান মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মুসলিম নারীদের পবিত্রতা রক্ষায় দিয়েছেন।

এসব বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে হিজাবের সমর্থনে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বিক্ষোভ করেছেন আফগান নারীরা। সমাবেশ থেকে বিক্ষোভকারী নারীরা তালিবান সরকারের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, 'আমরা চাই আমাদের সরকার যেন ইসলামের পবিত্রতা রক্ষায় কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন। সেই সাথে ইসলামের বিধান ও নারীদের অবমাননাকারীদের শরয়ী আদালতের সম্মুখীন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এধরণের স্পর্ধা দেখাতে না পারে।'

গত ২০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকেই আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এমন দাবি তুলেন আফগান নারীরা। এরপর শুক্রবারেও জুম'আর নামাজের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্দার বিধান ও নারীদের অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন মুসল্লিরা। এসময় রাজধানীর আব্দুল হক স্কোয়ারেও মিছিল করেন মুসলিমরা। তাঁরা জানান যে, পশ্চিমাদের অনুসারী ও কিছু পোষা নারীরা হিজাব পুড়িয়ে লক্ষ লক্ষ আফগানদের জাতীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবমাননা করেছে।

বিক্ষোভকারী আফগান জনগণ বলেন, হিজাব মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার পক্ষ হতে দেওয়া একটি ফরজ বিধান। যেই বিধানটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আফগানরা পালন করে আসছে।

আন্দোলনকারীদের অন্যতম একজন মৌলভী রশিদ বলেন, যারা ইসলামী পবিত্রতার প্রতি অন্ধ দৃষ্টি রাখছে, ইসলামি শরিয়ার অবমাননা করছে তাদেরাে কঠোর হস্তে থামাতে হবে।

সমর গুল নামে আরেকজন প্রতিবাদী বলেন, "এটা ইসলামি ভূমি এবং এখানে একমাত্র ইসলামি আইনই বলবৎ থাকবে। শুধু আমরা পুরুষরাই নই, বরং শহরের অন্য প্রান্তেও আজ শত শত নারী হিজাবের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন।"

বিক্ষোভকারীরা সমাবেশ থেকে একটি বিবৃতিও জারি করেন। যেখানে তারা ইমারতে ইসলামিয়ার কর্তৃপক্ষকে দেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। সেই সাথে যারা ইসলামের কোন বিধানের অপমান করে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

রাজধানী কাবুলের আব্দুল হক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকেও এমন দাবি জানানো হয়। সেখানে তারা পশ্চিমাদের পোষা কিছু বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী কর্তৃক ইসলামের পবিত্র বিধান পর্দার অবমাননা ও ইচ্ছাকৃতভাবে হিজাবে আগুন দেওয়া বেশ কিছু মহিলার বিচারের দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, কয়েকদিন আগে কাবুলের নিউ সিটিতে এক বিক্ষোভের সময় কয়েক মহিলা হিজাবকে আরব সংস্কৃতি বলে আখ্যা দেয়। এসময় এসব বুদ্ধিহীন নারীরা হিজাবে আগুন দেয়। পশ্চিমাদের পোষা এই নারীদের এমন উদ্ধত আচরণ দেশ-বিদেশে অবস্থানরত আফগানদেরকে খুবই ব্যথিত করেছিল।

২২শে জানুয়ারি, ২০২২

কাশ্মীরে যুদ্ধাপরাধের জন্য ভারতীয় সেনা প্রধান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিচারের উদ্যোগ কতটা কার্যকর?

ব্রিটেনভিত্তিক এক আইন সংস্থা কাশ্মিরে 'যুদ্ধাপরাধের' দায়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে গ্রেফতারের জন্য ব্রিটিশ পুলিশের কাছে আবেদন করেছে।

স্টোক হোয়াইট নামের এই আইন সংস্থাটি তাদের আবেদনে জেনারেল নারাভানে ও অমিত শাহের নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হাতে কাশ্মিরে অধিকারকর্মী, সাংবাদিক ও বেসামরিক নাগরিকদের নির্যাতিত, অপহৃত ও হত্যার শিকার হওয়ার বিপুল প্রমাণ জমা দিয়েছে।

কাশ্মিরের পরিস্থিতি নিয়ে সংস্থাটির প্রতিবেদনে প্রায় দুই হাজার সাক্ষীর বক্তব্য যোগ করা হয়। ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই সাক্ষীদের বক্তব্য নেয়া হয় এবং এতে কাশ্মিরে সরাসরি যুদ্ধাপরাধ ও নিপীড়নের দায়ে অনুল্লিখিত শীর্ষস্থানীয় আরো আট ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, কাশ্মিরে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা জিয়া মোস্তফা ও মানবাধিকার কর্মী মুহাম্মদ এহসান আনতুর পরিবারের পক্ষ থেকে এই তদন্ত ও গ্রেফতারির আবেদন করা হয়। জিয়া মোস্তফাকে গত বছর হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিচার বহির্ভূতভাবে খুন করে। অপরদিকে চলতি মাসে এহসান আনতুকে গ্রেফতারের পর ভারতীয় কারাগারে তার ওপর নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারত তাদের এজেন্ডা অর্থাৎ অখন্ড ভারত বাস্তবায়নের জন্য কাশ্মীরে গণহত্যা চালাচ্ছে। এবং ইতোমধ্যে হিন্দুত্ববাদী ভারত গোটা দেশে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত ধাপ থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে আছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, পশ্চিমারা ভারতের মিত্র- তাই তারা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু স্বার্থ হাসিলের জন্য বা লোক দেখানোর জন্যই এমন বিচারের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। আর এতে মুসলিমদের খুব বেশি আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের ন্যায়বিচার আদায়ের দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে বলে মত দিয়েছেন অনেকেই।

তথ্যসূত্র:

১। কাশ্মিরে-যুদ্ধাপরাধ-ভারতীয়-সেনাপ্রধানকে-গ্রেফতারের-আবেদন

https://tinyurl.com/2s36psr7

এবার মুসলিমদের কবরস্থান দখলে নিতে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের ঘৃণ্য আগ্রাসনে মুসলিমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। নামাযের জায়গা দখল করার পর এবার মুসলিমদের কবরস্থানগুলোকেও দখল করে নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চাতারা জেলায় একটি কবরস্থানের জমিকে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সন্ত্রাসীরা খেলার মাঠ দাবি করে সেখানে মুসলমানদের কবর দেওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। মুসলিমদের উপর সেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায়। হিন্দুত্ববাদীরা অনবরত পাথর ছুঁড়তে থাকলে সেখানে অনেক মুসলিম গুরুতর আহত হন।

সাব ডিভিশনাল অফিসার চাতরা (এসডিও)মুসলিমদের কবরস্থানের জন্য ৫০% জমির অনুমতি দিয়েছিল, সেখান থেকে মুসলমানরা মাত্র ২৫% জায়গা পেয়েছে। এখন সেই ২৫% জায়গাকেও হিন্দুত্ববাদী দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

এর আগে গুরুগায়ে প্রশাসনের পক্ষ্য থেকে মুসলিমদের নামাযের জন্য ২৭ টি স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা সে স্থানগুলোতে ভলিবল খেলার কথা বলে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক জুমায় সেখানে উগ্রবাদী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছিল।

ভারতে মুসলিমরা বেঁচে থাকতে হিন্দু সন্ত্রাসীদের জন্য নামাযও পড়তে পারছে না, আবার মারা যাওয়ার পর কবরের জায়গাটুকু হিন্দু সন্ত্রাসীরা দখল করে নিচ্ছে। তাই এখন মুসলিমদের সেকুলারদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মিথ্যে স্বপ্নে বিভোর না হয়ে বাস্তবতাকে উপলব্দি করা উচিৎ বলে মনে করছেন অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। Bajrang Dal claimed playground on Muslim's graveyard, they tried to stop burial of Muslim. Including SHO, people injured in stone pelting https://tinyurl.com/3u3za8ye

---

ভারতে মুসলিমদের গণহত্যার দিকে এগুচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা: অ্যামনেস্টি

ভারতীয় মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। যা বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। অমুসলিম সংস্থাগুলো মুসলমানদের পক্ষে কাজ না করলেও এখন এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে মুসলিম গণহত্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

গেরুয়া সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে মুসলিমদের গণহত্যার ডাক দিয়েছে। হরিদ্বারের যে সমাবেশে মুসলিমদের হত্যার ডাক দেওয়া হয়েছিল তার নাম ছিল ধর্ম সংসদ। এসব সমাবেশ থেকে ধর্ম রক্ষার নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উসকে দেওয়া হচ্ছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার জেনোসাইড ওয়াচের বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ব মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ইসলামফোবিক নীতি'র তীব্র সমালোচনা করেছে। তার এই নীতির কারণেই মুসলিমদের গণহত্যার জন্য প্রকাশ্য উসকানি দেওয়া হচ্ছে। মূলত নরেন্দ্র মোদির সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতাতেই ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত এক সভায় বিশেষজ্ঞরা মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সন্ন্যাসীদের এই বিষ উগরানোকে মোদি সরকারের ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেছে। জেনোসাইড ওয়াচের প্রেসিডেন্ট ডক্টর গ্রেগরি স্ট্যান্টন বলেছেন, উত্তর ভারতের হরিদ্বার শহরে গত মাসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীরা মুসলিমদের গণহত্যার ঘোষণা দেয়। অবশ্যই এই গণহত্যামূলক উসকানি মন্তব্যের নিন্দা করার বাধ্যবাধকতা মোদির রয়েছে।কিন্তু তারপরও নিন্দা করা তো দূর, মোদি এ বিষয়ে একটি কথাও বলেনি! রোহিঙ্গা মুসলিমদের যেভাবে গণহত্যা করে দেশছাড়া করা হয়েছিল, ভারতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সেটাই করতে চায় বলে আশংকা প্রকাশ করেছে মার্কিন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ গোবিন্দ আচার্য। তিনি বলেন, ব্যাপক হারে মুসলিমদের হত্যা করে ভারতে হিন্দু আধিপত্যবাদের সূচনার চেষ্টা হচ্ছে।

মোদির দলের নেতা এবং উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বিবিসিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ধর্ম সংসদের প্রকাশ্য উসকানি সমর্থন করেছিল। গোবিন্দ আচার্য বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পর্বতের চূড়া স্পর্শ করেছে। হরিদ্বারে বিদ্বেষী সমাবেশে হিন্দু মহাসভার নেতারা বলেছিল ২০ কোটি মুসলিমকে হত্যা করতে হিন্দুদের হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র। কেবল হরিদ্বার নয় দিল্লিতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে একইভাবে বিদ্বেষ উগড়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষী সমাবেশে অংশ নিয়ে মুসলিমদের হত্যা করার শপথ নিয়েছে। তারা সকলেই মুসলিমদের হত্যা করতে পণ করেছে। আজ ভারতে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে, স্কুল শিক্ষার্থীদের পর্যন্ত মুসলিমদের খুন করার শপথ শিক্ষা দিচ্ছে। তারা শপথ নিয়েছে, 'হয় মারব নয় তো মরব'। মুসলিমদের হত্যা করে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার শপথ করানো হচ্ছে স্কুলপড়ুয়াদের।

গণহত্যা প্রসঙ্গে জেনোসাইড এক্সপার্ট প্রফেসর স্ট্যান্টন বলেন, 'গণহত্যা অকস্মাৎ কোনও ঘটনা নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া। এই গণহত্যা প্রসঙ্গে গুজরাট দাঙ্গার কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহিংসা শুরু হয়েছিল ২০০২ - এ। মোদি তখনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তখন যা শুরু হয়েছিল, আজও চলছে। এছাড়া তিনি রুয়ান্ডার গণহত্যার পূর্বেও সতর্ক করেছিলেন।

স্ট্যান্টন স্পষ্ট বলেন, নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এই ধরনের বিদ্বেষ মোদি জমানায় প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাকে লালন করা হচ্ছে। জেনোসাইড ওয়াচ সেই ২০০২ সাল থেকে ভারতে আসন্ন গণহত্যা'র সতর্কতা জারি করে আসছে। তখন গুজরাটে মুসলিমদের গণহত্যা করা হয়েছিল। বর্তমানেও যেভাবে কাশ্মীরে মুসলিমদের অসহায় করা হয়েছে, অনলাইনে মুসলিম মহিলাদের যেভাবে নিলামে তোলা হয়েছে, এগুলো সরকারের বিশেষ প্রশ্রয়ে হচ্ছে বলে মার্কিন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) তার বার্ষিক প্রতিবেদনে মুসলিমসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করেছে।

তার বিশ্ব প্রতিবেদন ২০২২-এ এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'এ সরকার কিছু বিজেপি নেতা কর্তৃক মুসলমানদের অপমান এবং সহিংসতাকারী বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। সাথে পুলিশের ব্যর্থতা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে মুসলমানদের এবং সরকারের সমালোচকদের দায়মুক্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে'। ভারত সরকার মুসলিম সাংবাদিক, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী এবং এমনকি কবিদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে।

ভারতীয় দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীর (আইআইওজেকে) সম্পর্কে এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২১ সালের প্রথম নয় মাসে নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে ১৪৩টি মৃত্যু এবং ১০৪টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের অভিযোগ রেকর্ড করেছে'।

মুসলিম বিশ্লেষক, সংগঠন থেকে শুরু করে অমুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর মাঠ প্রস্তুত করছে। হিন্দুরা প্রকাশ্যেই মুসলিম মুক্ত করে অখণ্ড ভারতে তাদের কল্পিত দেবতা রামের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিচ্ছে। তাই ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলছেন, মুসলিমদের উচিৎ মতানৈক্য ভুলে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ত্যাগ করে হিন্দুত্ববাদী ঝড়ের কবলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া।

তথ্যসূত্র:
ভারতকে মুসলিম গণহত্যার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: অ্যামনেস্টি
https://tinyurl.com/45jy5b8v
Predicted genocide in Rwanda, I warn same could happen in India: Dr Gregory Stanton
https://tinyurl.com/2t7pmvw3
মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন করেছে ভারত
https://tinyurl.com/2x9rw5eh

India is in 8th stage of genocide, just one step away from extermination: Genocide Watch founder Prof Stanton
https://tinyurl.com/2p8ja52t

২১শে জানুয়ারি, ২০২২

নাইজেরিয়ায় ফের আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ৩০ এরও বেশি দস্যু

উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ায় চলতি মাসে দ্বিতীয় বারের মত বড় ধরনের হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ১৫ এরও বেশি দস্যু নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলিয় কাদুনা রাজ্যে গত ১৬ জানুয়ারি বড়ধরণের একটি হামলা চালানো হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৫ এরও বেশি দস্যুকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সাথে আহত করা হয়েছে নিহত দস্যুদের সংখ্যার চাইতেও অধিক সংখ্যককে।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, রাজ্যটির দামারি শহরে পরিচালিত এই অভিযানের সময় দস্যুদের ১৪ টিরও বেশি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

অপরদিকে অভিযান শেষে প্রতিরোধ যোদ্ধারা বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল ও অস্ত্র অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পাশাপাশি অনেক নগদ অর্থ ও কয়েকটি মোবাইল তাঁরা গনিমত লাভ করেন।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন ফি বিলাদ আস-সুদান (আনসারু) বরকতময় এই হামলার দায় স্বীকার করে একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেই সাথে দলটি তাদের বরকতময় এই অভিযান শেষে প্রাপ্ত গণিমতেরও কিছু ছবি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য যে, আনসারু সম্প্রতি এক বিবৃতীতে আল-কায়েদার সাথে অফিসিয়ালি নিজেদের সম্পর্কের জানান দিয়েছে। এরপর এটি ছিল নাইজেরিয়ায় আনসারুর দ্বিতীয় হামলা।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট এই প্রতিরোধ বাহিনীটি দীর্ঘদিন ধরে নাইজেরিয়ায় চলে আসা বিশৃঙ্খলার নিষ্পত্তি করতে সম্প্রতি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি আঞ্চলিক মিলিশিয়া গ্রুপ ও দস্যুদের উপরও হামলা চালাতে শুরু করেছেন। এসব সন্ত্রাসী মিলিশিয়াদের জুলুমের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন দেশটির জনগণ। এভাবে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধারা জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দেশটির ভবিষ্যত কর্তৃত্বের বিকল্প হিসাবে নিজেদেরকে উপযুক্ত প্রমাণ করছেন।

গাদ্দার পাকি আর্মির ঘাঁটিতে টিটিপি মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলা

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'টিটিপি' গত ১০-১৫ জানুয়ারি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কয়েকটি ঘাঁটির উপর বেশ কিছু বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন। যাতে কমপক্ষে ২০ গাদ্দার সেনা হতাহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র কর্তৃক গত ১০ জানুয়ারি জারি করা টুইটার বার্তা থেকে জানা যায়, প্রতিরোধ যোদ্ধারা খাইবার প্রদেশের ডেরা ইসমাইল-খান জেলায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। যাতে ১ সেনা সদস্য নিহত এবং অন্য ১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। সেই সাথে প্রতিরোধ যোদ্ধারা দুটি অস্ত্রও গনিমত পেয়েছেন।

এরপর ১২ জানুয়ারি মুখপাত্রের জারি করা অপর এক বার্তা থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের গোরগোরা সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান। হামলায়

মুজাহিদগণ RPG7 এবং অন্যান্য হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেন। মুজাহিদদের এই হামলায় অন্তত ৩ গাদ্দার সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে ১৩ তারিখে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়, টিটিপির মুজাহিদগণ উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও বান্নু জেলায় ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। এর মধ্যে ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ৩ গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

অপরদিকে বান্নু জেলার মান্দাই এলাকায় এক গাদ্দার এম.আই অফিসারকে গুলি করেন মুজাহিদগণ। এতে ঐ গাদ্দার অফিসার গুরুতর আহত হয়।

অন্যদিকে ১৪ জানুয়ারি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানান, মুজাহিদগণ খাইবার ও জানি-খাইল জেলায় শত্রুদের গাড়িবহরে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

যাতে এক এফ.সি কর্মকর্তা ও এক সেনা সদস্য আহত হয়, সেই সাথে অন্য এক সেনা সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে মুহাম্মদ খোরাসানী ১৫ তারিখে জারি করা বিবৃতিতে বলেন, মুজাহিদগণ উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এফসি কর্মীদের একটি গাড়িতে সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। যাতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় গাড়িতে থাকা কমপক্ষে ২ সদস্য নিহত এবং অপর ১ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

একই এলাকায় গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৩ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং অন্য ২ সৈন্য আহত হয়।
এদিন জেলাটির আসাদ-খাইল এলাকায় গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি টহল দলকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

২০শে জানুয়ারি, ২০২২

বুরকিনা ফাঁসোতে মুসলিম বীর যোদ্ধাদের হামলায় ৫ ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর ইয়াতেঙ্গা অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যাতে ১ ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, গত ১৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার, বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলীয় ইয়াতেঙ্গা অঞ্চলে দখলদার ফরাসি সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় সাঁজোয়া যানটিতে থাকা ১ ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং অপর ৪ ক্রুসেডার সেনা আহত হয়।

সূত্রমতে, ক্রুসেডার বাহিনীর উপর হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন ক্রুসেডারদের একটি সামরিক বহর রাজ্যটির উয়াহিগুয়া বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

সূত্রটি এও নিশ্চিত করেছে যে, বরকতময় এই হামলার একদিন আগেও ফরাসি সেনাদের লক্ষ্য করে উয়াহিগুয়া বিমানবন্দরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'এর বীর যোদ্ধারা কয়েক রাউন্ড রকেট হামলা চালিয়েছেন। যেগুলো বিমানবন্দরের ভিতরে ঘিয়ে আঘাত করেছিল। শত্রু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হওয়ায় উক্ত হামলায় হতাহতের সঠিক তথ্য জানা যায়নি।

পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার পর স্থানীয় মিডিয়াগুলো ফরাসি সৈন্যদের উপর হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে ফ্রান্স এখনও এবিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন বিবৃতি প্রকাশ করেনি।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রথমবারের মত বুরকিনা ফাঁসোর সীমান্তে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালানো শুরু করেছিল। এরপর ২০১৯ সাল থেকে দেশটির স্থল পথে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তাদের আকাশ ও স্থলপথের কোন অভিযানই সফলতার মুখ দেখেনি।

বিপরীতে আল-কায়েদা যোদ্ধারা এখন বুরকিনা ফাঁসোর সীমান্ত ছাড়িয়ে গিনি, টোগো ও আইভোরি-কোস্টেও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। অচিরেই হয়তো জোড়পূর্বক খ্রিস্টানায়িত এসব অঞ্চল নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকায় এক বিশাল ও সমৃদ্ধ ইসলামি ইমারত কায়েম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকগণ।

ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদে ব্যাপক আগ্রাসী অভিযানে নেমেছে দখলদার ইসরাইল

৭০ বছরের আশ্রয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকায় ৭ দশক ধরে বসবাসরত এক ফিলিস্তিনি পরিবারকে উৎখাতে তাদের বসত বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি, ঐতিহাসিকভাবে ওই জমির মালিক নাকি ইহুদিরা।

পরিবারটিকে উৎখাতের সময় বিপুল পরিমাণ সেনা ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এ সময় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ১৮ বাসিন্দাকে। বাড়িটি ধ্বংস করার সময় বাড়ির বাইরে থাকা সাংবাদিক ও সমর্থকদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছুড়ে সেনারা, যাতে কেউ ছবি তুলতে না পারে।

৭০ বছর ধরে এই জমিতে বসবাস করে আসছিল ফিলিস্তিনি পরিবারটি। অথচ এই ভূখণ্ডকে নিজেদের দাবি করে পুরো বাড়িটি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী।

এ বাড়িটি ধ্বংস করার পর আরও একটি পরিবারকে উচ্ছেদ করতে সহিংস অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে পরিবারের সদস্যদের, পরে ঐ বাড়িটিও ধ্বংস করে দেয় বর্বর ইসরাইলিরা।

এছাড়াও জেরুজালেমের অন্য আরেকটি পরিবাবারের বাড়ি ধ্বংস ও কয়েকটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসী ইহুদি বাহিনী।

অথচ সন্ত্রাসী ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা যখন পাথর নিক্ষেপ করে, তার বিরুদ্ধে ঠিকই জাতিসংঘ সহ পশ্চিমা দেশগুলো সরব থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসী ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কখনোই কোন পদক্ষেপ নেয়না জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব।

অন্যদিকে মুসলিম দেশসমূহও ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন জোর প্রতিবাদ জানায়নি। উল্টো এসব দালাল শাসকগোষ্ঠী ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

এ অবস্থায় মুসলিমদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন ও আল-আকসা উদ্ধারে নববী মানহাজ অনুসরণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন বিকল্প দেখছেন নাউম্মাহ দরদী আলিমগণ। সেইসাথে ইসরাইলের আগ্রাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সকল মুসলিমকে অবগত করতে সচেতন মহলকে সাধ্যানুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

------

১. HRW: Israel’s demolition of Palestinian family house in Sheikh Jarrah is “war crime”-
https://tinyurl.com/yckzrv9y

২. In overnight raid, Israeli forces demolish 18-member Palestinian family house in Jerusalem-
https://tinyurl.com/5n872cka

ভারতকে দেবভূমি আখ্যা দিয়ে ইসলামিক স্থাপনা ভেঙ্গে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা

মুসলিম শাসনের ৬০০ বছরে মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি সভ্য, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ভারতজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিমদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্য ও তার সাথে রয়েছে বিভিন্ন ইসলামিক স্থাপনা। আর এখন সেই ইতিহাসকে বিকৃত করতে, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার বৈধতা দিতে, ইসলামিক স্থাপনাগুলো "ল্যান্ড জিহাদ" তথা ভূমি জিহাদ আখ্যা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তারা একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছে মুসলিমদের স্থাপনা ও নিদর্শনগুলো।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' হিমাচল প্রদেশে মুসলিমদের আরেকটি স্থাপনা ধ্বংস করেছে, যার ভিডিও ঐ সংগঠনের সন্ত্রাসীরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে শেয়ার করেছে। এটি ১৫ দিনের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় ঘটনা, যেখানে দলটির গুন্ডারা "ল্যান্ড জিহাদের" হাস্যকর অজুহাত তুলে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করেছে।

ভিডিওটি মূলত কমল গৌতমের এক সন্ত্রাসীর, যে ঐ সন্ত্রাসী সংগঠনের একজন 'কর্মী'। ঐ গৌতম তার ফেসবুক পোস্টে ভিডিও শেয়ার করেছিল। সন্ত্রাসী গৌতম তার পেইজটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রচার করার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

ভিডিওটির ক্যাপশনে গৌতম মুসলিমদের হুমকি দিয়েছে যে, "দেবভূমিতে ভূমি জিহাদ সহ্য করা হবে না। প্রতিটি স্থাপনার একই ফল হবে। হিমাচলের হিন্দু নায়করা ইসলামিক জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে...দেবভূমির প্রতিটি কোণ মুক্ত করব। দেবভূমি থেকে ভূমি জিহাদ মুছে ফেলবো। ভারতকে আওরঙ্গজেবের সন্তানদের থেকে মুক্ত করুন। অন্যথায়, আপনি দেবভূমির যেখানেই যান শিবাজিকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন।"

ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/2p8pbu98

এর আগে, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আরেক সদস্য হরিশ রামকালী, অন্যান্য কর্মীদের সাথে নিয়ে আরেকটি মুসলিম স্থপনা ভেঙ্গে দিয়েছিল। যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছিল।

ভারতকে হিন্দুত্ববাদীরা দেবভূমি দাবি করছে, যার কুফল ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। হিন্দুরা মুসলিমদের মসজিদগুলোকে বিভিন্ন চক্রান্ত করে ভেঙ্গে মন্দির বানাচ্ছে। আর তাদের দেবতা যেহেতু কাল্পনিক, সে হিসেবে যেকোন স্থানকেই দেবের জন্মভূমি,সমাধি ইত্যাদি দাবি করে। আর এসব ঠুনকো অজুহাত তুলেই তারা মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যেকোন মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামিক স্থাপনাকেই ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত করে যাচ্ছে।

তাই নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্থাপনা তথা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তন্ত্র-মন্ত্রের ধোঁকায় না পড়ে মুসলিমদেরকে নববী মানহাজের অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন সচেতন উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। Hindutva goons vandalise another shrine in Himachal Pradesh https://tinyurl.com/5f2crmsf

---

তুর্কি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার শহিদী হামলা, হতাহত ৪৩ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে যে, দেশটিতে দখলদার তুর্কি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী বিস্ফোরণ ঘটেছে। যাতে অন্তত ২০ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ এজেন্সি নিশ্চিত করেছে যে, দখলদার তুর্কি-প্রশিক্ষিত সোমালি মিলিশিয়াদের ইউনিটের এক সমাবেশ লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। হামলাটি চালানোর সময় গাদ্দার সেনারা ক্যাম্পের সামনে একত্রিত হয়ে চা খাচ্ছিল।

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব এক বিবৃতিতে হামলার দায় স্বীকার করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এটি দখলদার তুর্কি-প্রশিক্ষিত মিলিশিয়া ইউনিটকে লক্ষ্য করে একটি শহিদী হামলা ছিল। যার মাধ্যমে শত্রুদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের সামরিক কমান্ডার জানিয়েছেন, মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ উক্ত শহিদী হামলায় ২০ এরও বেশি তুর্কি-প্রশিক্ষিত সোমালি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। সেইসাথে নিহতের চেয়েও বেশি সংখ্যক (২০+) সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে, রাজধানী মোগাদিশুতে তুরস্কের একটি সামরিক ঘাঁটির প্রবেশদ্বারে দুপুরের কিছুক্ষণ পর উক্ত বোমার বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণে কতজন তুর্কি সামরিক প্রশিক্ষক হতাহত হয়েছে তা এখনও জানা যায় নি।

উল্লেখ্য, এদিন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে কমপক্ষে ২ সেনা নিহত হয় এবং তৃতীয় এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

১৯শে জানুয়ারি, ২০২২

মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যের পরপরই কর্ণাটকে মুসলিম যুবককে খুন

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে হিন্দুদের জিঘাংসাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংঘগঠনগুলো নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্যে বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ফলে মুসলিমদের উপর হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে।

গত ১৭/০১/২২ রোজ সোমবার সন্ধ্যা। কর্ণাটকের গদগ জেলার নারগুন্দের দুই মুসলিম যুবক সমীর (১৯) এবং শামসীর (২১)বাড়ী ফিরছিলেন। তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সন্ত্রাসীরা তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় ১৯ বছর বয়সী সমীর মঙ্গলবার সকালে হুবলির কর্ণাটক ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (KIMS) হাসপাতালে গুরুতর আহত হয়ে মারা যান। শামসীর এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যে সন্ত্রাসীরা সাঙ্গারওয়ারার কাছে নারাগুন্ডা স্টেট ব্যাংকে অপেক্ষা করছিল, তারা সমীর এবং শামসীরের বাইক থামিয়ে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

হোসেন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন যে, আরএসএসের সন্ত্রাসীরা ছুরি দিয়ে সমীরের বুকে ছুরিকাঘাত করে। তারা শামসীরকেও মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে।

হুসেন আরও বলেছিলেন যে, মুসলিমদের উপর এই মারাত্মক আক্রমণটি সোমবার নারাগুন্ডে বজরং দল দ্বারা আয়োজিত একটি সমাবেশের পরপরই ঘটে, যেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলা হয়েছিল।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নারাগুন্ড তালুকের প্রাক্তন সচিব সঞ্জু নালভাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। এভাবে সে মুসলমানদের হত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে।

পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সে এসব কথা বললেও, তার ব্যাপারে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। মিডিয়া তাদের সন্ত্রাসী, উগ্র বলে গালি দেয়নি। কথিত সুশীল সমাজ,বুদ্ধিজীবীরাও চুপ করে থাকে।

অথচ, উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার মিথ্যে অভিযোগে আটক করা অনেক মুসলিমকে বিনা বিচারে এখনো কারাগারে বন্দী থাকতে হচ্ছে। মুসলিমরা ইসলামের কথা বললেই মিডিয়া উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী বলে গালি দিচ্ছে।

মুসলিমদের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, শাসন ক্ষমতা না থাকায়, হিন্দুরা মুসলিমদের উপর চড়াও হয়েছে। তাই মুসলিমদের হারানো ঐক্য ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপর জোড় দিয়ে থাকেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। Soon after Hindutva hate speech, 19-year-old Muslim man killed in Karnataka https://tinyurl.com/v5r5wskb

---

কেনিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অভিযানে ১৫ ক্রুসেডার হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার ফলশ্রুতিতে ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ' এর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জানুয়ারি দুপুরে দেশটির কুফ্ফার সৈন্যদের একটি টহলরত দলকে ঘিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে দেশটির অন্তত ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হওয়ার খবরটি জানা যায়।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তাদের বীর মুজাহিদগণ বরকতময় উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন। যা কেনিয়ার উপকূলীয় লামু রাজ্যের তাহসিলি এলাকায় সেনাদের একটি টহলদলকে ঘিরে চালানো হয়েছিল।

অভিযান শেষে মুজাহিদরা প্রচুরসংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক আমলে জোড়পূর্বক ব্যপক খ্রিস্টানিকরণ মিশন চালিয়ে যেসকল এলাকাকে খ্রিস্টান প্রধান বানানো হয়েছিল, কেনিয়া তার মধ্যে অন্যতম। এখানে মুসলিমদের উপর ব্যাপক দমনাভিযান চালায় ইসলামবিদ্বেষী খ্রিস্টান শাসকশ্রেণী। কেনিয়ার মতো এমন এলাকাগুলতে তাই তাদের অভিযান জোরদার করেছে আল-কায়েদার নেতৃত্বাধিন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীসমূহ।

১৮ই জানুয়ারি, ২০২২

৮ বছরের কাশ্মীরি মুসলিম বালিকা আসিফা বানুর ধর্ষকরা আজ কোথায়?

আজ থেকে চার বছর আগে ১৭ই জানুয়ারী ২০১৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে কাঠুয়ার রাসানা গ্রামে ৮ বছর বয়সী কাশ্মীরি মুসলিম মেয়ে আসিফা বানুকে গণধর্ষণের পর তাকে হত্যা করা হয়।

পরবর্তীতে রিপোর্টে উঠে আসে যে গণধর্ষণের কারণে ছোট্ট এই শিশুটির জরায়ু নষ্ট হয়ে যায়। আর ধর্ষণের পর পাথর দিয়ে তার মাথা থেঁতলে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পুরো ঘটনার সাথে জড়িত থাকে সেখানকার স্থানীয় একটি মন্দিরের পুরোহিত সানজি রাম, পুলিশ অফিসার দীপক খাজুরিয়া এবং আরেক পুলিশ অফিসার পরভেশ কুমার। ২০১৯ সালের ১০ জুন এদেরকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এছাড়া তিলক রাজ (হেড কনস্টেবল), আনন্দ দত্ত এবং সুরেন্দ্র ভার্মাকে প্রমাণ নষ্ট করার দায়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো যে দেশে পশু হত্যাকারীদের বিচার হয় এবং এমনকি পশু হত্যার দায়ে যে দেশে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করা হয় সে দেশে শিশু হত্যাকারীদের কোনও বিচার হয় না। সম্প্রতি ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দুইজন হত্যাকারী আনন্দ দত্ত (প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর) এবং তিলক রাজকে (হেড কনস্টেবল) জামিনে মুক্তি দেয়।

বিশ্লেষকদের মতে, হিন্দুত্ববাদীদের এ ধরণের মামলার বিচার করা আমাদের মুসলিমদের চোখে ধূলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথ্যসূত্রঃ DOAM- Muslim Girl Gang-Raped and Brutally Murdered
লিংকঃ https://tinyurl.com/2p97ypef

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে নিহত কয়েক ডজন ক্রুসেডার, গনিমত ১২টি সাঁজোয়া যান

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা কেনিয়ায় একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযানগুলোতে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অসংখ্য ক্রুসেডার সেনা নিহত ও আহত হচ্ছে।

আল-আন্দালুস রেডিও স্টেশন জানিয়েছে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত দু'দিনে পর পর কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন কেনিয়াতে। যার মধ্যে ২টিই চালানো হয়েছে সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী কেনিয়ার মান্দিরা রাজ্যে। হামলা ২টিতে কমপক্ষে ৪ কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও অসংখ্য ক্রুসেডার।

১৭ জানুয়ারি সোমবার আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব জানিয়েছে যে, তাদের বীর যোদ্ধারা মান্দেরা রাজ্যের বানিসা গ্রামে উক্ত হামলা ২টি চালিয়েছেন। যার প্রত্যেকটিতেই অন্তত দুই ক্রুসেডারকে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে এই হামলার কয়েকদিন পূর্বে, অর্থাৎ গত ১৩ জানুয়ারি কেনিয়ার মান্দিরা রাজ্যেই এবছেরর সবচাইতে বড় ও সফল অভিযানটি চলিয়েছেন আল-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা রাজ্যটির তাজাবো জেলায় উক্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযানটি চালিয়েছেন। যেখানে ক্রুসেডার সেনাদের একটি সামরিক বহর ঘিরে মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা হামলা করেন। এতে কয়েক ডজন ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয় এবং অন্যরা জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঐ গাদ্দার ভীরু সেনারা সামরিক বহরের ১২টি সাঁজোয়া যান ছেড়েই পলায়ন করলে এসব সাঁজোয়া যান এবং একটি ট্রাক ভর্তি ভরি অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | শ্রীলঙ্কায় মুসলিমদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলছে সিংহলিজ বৌদ্ধদের হামলা

শ্রীলঙ্কায় মুসলিম সম্প্রদায় বহুকাল থেকেই বর্ণবৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার, যার মাত্রা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপকহারে বেড়েছে। বিভিন্ন ডানপন্থি সিংহলিজ সংগঠন প্রায়ই মুসলিমদের বাড়িঘরবাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে থাকে।

শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকশে ২০১৯ সালের নভেম্বরে ক্ষমতায় আসার পেছনে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের নিরঙ্কুশ সমর্থন ছিল। তাই তাদের এসব অত্যাচার অবিচারে প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন আছে বলেই মনে করেন বেশিরভাগ বিশ্লেষক।

এমনকি মহামারির সময় দেশটির সরকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াদের লাশ স্বজনদের কাছে দাফনের জন্য হস্তান্তর করেনি। কিছু দেহ জোরপূর্বক পোড়ানো হয়। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিদের নিরাপদে দাফনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ সে সময় প্রচার করে, মৃতদেহ দাফন করলে ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হতে পারে।

এ ছাড়া গত বছর শ্রীলঙ্কা সরকার বোরকা নিষিদ্ধের প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসে। তাদের দাবি, মুখ ঢাকা যেকোনো পোশাক জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। একজন বোরকাকে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে। মুসলিমদের ইসলামিক শিক্ষার মাদ্রাসা বন্ধেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সরকারের অন্য অনেক সিদ্ধান্তও সরাসরি সংখ্যালঘু মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে বলে মনে করা হয়।

গত নভেম্বরে রাজাপাকশে দেশটির আইনে কিছু পরিবর্তন আনার জন্যে 'টাস্কফোর্স ফর ওয়ান কান্ট্রি, ওয়ান ল' গঠন করেছে। এর ফলে বিবাহ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিশেষ আইন বলে কিছু থাকবে না।

সন্ত্রাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু জনানরাসা, যে মুসলিমবিরোধী হিসেবে পরিচিত, সে মুসলিমদের উপর হামলাকে বৈধতা দিতে বলেছে, "ধর্মীয় সমস্যা সৃষ্টি করার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ৫০০ টির ওপর সংগঠন আছে। এ ছাড়া কিছু ইসলামিক সংগঠন ওহাবিজম ও সালাফিজম প্রচার করছে।"

এদিকে রিজার্ভে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কারণে শ্রীলঙ্কা ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করছে। মুসলিম কমিউনিটির নেতারা বলছেন, পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘোরাতে মুসলিমবিদ্বেষ ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কে দেওয়া হচ্ছে।

হেজাজ হিজবুল্লাহ নামের একজন মুসলিম মানবাধিকার আইনজীবী প্রায় ২০ মাস যাবৎ সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে কারাগারে আটক রয়েছেন। প্রসিকিউটর তার বিরুদ্ধে সমাজে অস্থিরতা ও ঘৃণাসূচক মতাদর্শ প্রচারের মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তিনি মুসলিম তরুণদের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর খেপিয়ে তুলতেন।

হেজাজের স্ত্রী মারাম খলিফা তার স্বামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে জানান, তার স্বামী একজন স্পষ্টভাষী মানুষ। তিনি সব সময় মুসলিম ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কাজ করতেন।

তিনি আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কেবলই একটি সতর্কবার্তা তাদের প্রতি, যারা বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্য নিয়ে কথা বলে।

উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কায় মুসলিমরা বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যের শিকার হলেও এব্যাপারে কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বরাবরই নিশ্চুপ। সারা বিশ্বজুড়েই মুসলিমদের উপর বিভিন্ন জাতির চালানো অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারেও জাতিসংঘ, কথিত সুশীল সমাজ বা হলুদ মিডিয়া - এরা সবাই নির্বাক ভূমিকা পালন করে থাকে। যদি মুসলিমরা অত্যাচার করত, তখন ঠিকই চিৎকার চেঁচামেচি করত আর মানবাধিকারে বুলি আউড়াতো। এমনিতেও তারা মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ তুলে মুসলিমদের সন্ত্রাসী, উগ্র বলে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালায়।

তাই এসব মিথ্যা প্রচারণার পর্দা থেকে বেড়িয়ে এসে নির্যাতিত মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে মুসলিদেরকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন উম্মাহ দরদী আলেম সমাজ।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীলঙ্কায় মুসলিমদের করুণ পরিণতি: কবরের মাটিও জোটেনি অনেকের
https://tinyurl.com/3wkysj5d

১৭ই জানুয়ারি, ২০২২

নাইজেরিয়ায় বেড়েছে আল-কায়েদার হামলা, একই অভিযানে নিহত ১০ গাদ্দার সেনা

সম্প্রতি নাইজেরিয়ায় হামলা বাড়িয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন ফি বিলাদ আস-সুদান। তবে এটি আঞ্চলিকভাবে 'আনসারু' নামেই অধিক পরিচিত। এই দলটি কিছুদিন পূর্বে লিখিত অফিসিয়ালি এক বিবৃতিতে আল-কায়েদার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে।

দলটি মূলত অনেক আগে থেকেই নাইজেরিয়ায় হামলা চালিয়ে আসছে। তবে আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হওয়ার পর তাঁরা হামলার পরিধি বাড়িয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। প্রতিরোধ বাহিনীটি আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মত একটি হামলার দায়ও স্বীকার করেছে।

আঞ্চলিক সূত্র অনুসারে, আনসারু সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ার জামফারা এবং কাদুনা রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন গাদ্দার আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায় যে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা সীমান্তবর্তী কিলওয়া অঞ্চলে তাদের এই বীরত্বপূর্ণ হামলাটি চালিয়েছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উক্ত হামলার শিকারে পরিণত হয় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। অভিযান শেষে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গনিমতও অর্জন করেন প্রতিরোধ বাহিনীর মুজাহিদগণ।

পরে দলটির অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে উক্ত অভিযান শেষের ঘটনাস্থলের কিছু ছবিও সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

অপর একটি সূত্রমতে, আনসারু সম্প্রতি সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি সীমান্তবর্তী রাজ্য দুটির সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলির উপরও আক্রমণ শুরু করেছে। যেসব মিলিশিয়ারা স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দাদের নানাভাবে হয়রানী করে আসছিল।

https://alfirdaws.org/2022/01/17/55191/

মোগাদিশুতে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলা, সরকারি মুখপাত্র সহ হতাহত অন্তত ১৫

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির সরকারি মুখপাত্র সহ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক কর্মকর্তা নিহত ও গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ জানুয়ারি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর মক্কাতুল-মুকাররেম এলাকায় যাওয়ার পথে এই হামলাটি সংঘটিত হয়। হামলাটি মোগাদিশুর পুতুল সরকারের মুখপাত্র মোহাম্মদ ইব্রাহিমের গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

সরকারি সূত্র জানায়, একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ শরীরে বোমা বেঁধে এই শাহিদী হামলাটি চালিয়েছেন। তবে আশ-শাবাব সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদগণ হামলাটি একটি বোমা দ্বারাই চালিছেন। উক্ত বোমা বিস্ফোরণের কারণে মুখপাত্র ইব্রাহিম গুরুতর আহত হয়। পরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐ হামলাটি ছাড়াও রাজধানীর মোগাদিশু, হাইরান, যুবা ও বকুল রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আরও ৫টি হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদগণ। এতে সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ কমপক্ষে ১৪ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ঠুনকো অভিযোগে মুসলিম বাইক চালককে গ্রেফতার করল হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশ

উত্তর প্রদেশের সম্বল ট্রাফিক পুলিশ মোহাম্মদ আশরাফ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ট্রাফিক পুলিশ অফিসার অন্যায়ভাবে জরিমানা দেওয়ায় তিনি রাগ প্রকাশ করেন। আর এই ঠুনকো অজুহাতকেই ট্রাফিক পুলিশের সাথে 'দুর্ব্যবহার' আখ্যা দিয়ে তাকে আইপিসির ঐ ধারায় গ্রেপ্তার করে মুসলিমবিদ্বেষী পুলিশ।

ঘটনা ছিল এমন - আশরাফ বাইক চালাচ্ছিল। সাব-ইন্সপেক্টর হরেন্দ্র সিং জাট এবং তার দল আফরাফকে চাঁদৌসি ক্রসিংয়ে থামায়। কিন্তু, হেলমেট না পরার জন্য পুলিশ সদস্য তাকে জরিমানা করে, তবে সেই জরিমানা ছিল নির্ধারিত জরিমানার চেয়ে অধিক। এটি নিয়ে ক্ষুব্ধ আশরাফ পুলিশের সাথে তর্ক করে। এক পর্যায়ে পুলিশকে তিনি বলেন, যা ইচ্ছা করেন, যত ইচ্ছা অন্যায়ভাবে জরিমানা করেন। যখন আমাদের ক্ষমতা হবে তখন বুঝাবো।

এই ভিডিওটি শেয়ার করে, বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র মুসলিমদের তাচ্ছিল্য করে লিখেছে, "এটি উত্তরপ্রদেশের ৮০% হিন্দুদের লড়াই এসমস্ত ২০% মানুষের বিরুদ্ধে।"

মুসলিমরা যখন মুখসধারি হিন্দুদের ধোঁকায় পরে নিজেদেরকে বিভক্ত ও দুর্বল করেছে, উগ্র হিন্দুরা তখন গোপনে তাদের তলয়ারে শান দিয়েছে। আর আজ তাদের শক্তি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন গোটা ভারত জুড়ে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর প্রকাশ্য হুমকি দিচ্ছে ঐ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

আর মুসলিমদের সামান্য কারণেই হিন্দুত্ববাদী পুলিশরা আটক করছে। মিথ্যে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছে, বিনা বিচারে আটকে রাখছে বছরের পর বছর। তাই মুসলিমদের উচিৎ মতানৈক্য ভুলে হিন্দুত্ববাদীদের জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

তথ্যসূত্র:

১। 'Will teach you a lesson once our govt comes to power': Md Ashraf arrested for threatening UP traffic police in viral video - https://tinyurl.com/y42m4m92

আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা অব্যাহত থাকবে: তালেবান মুখপাত্র

আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন যে, নতুন প্রশাসন আফগানিস্তানের দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা শুরু করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তনগুলি আনার জন্য নতুন প্রশাসন কাজ শুরু করেছিল, তা এখন শেষ হয়েছে।

মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষে পড়া-লেখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। তালেবান প্রশাসন ২০২২ সালের মধ্যেই মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল খোলার পরিকল্পনা করছে। যা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।

তিনি আরও বলেন, মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে নিষেধ করা হয় নি। বরং এটি আমাদের সামর্থ্যের বিষয় ছিল। আমরা মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছি। আমরা বর্তমানে এতে অনেকটাই সফল

হয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ এবং ছাত্রীবাসের অভাব। যেখানে আমাদের মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পর নিরাপদে থাকতে পারেন। এবং পড়া-লেখা করতে পারেন।

তালিবান প্রশাসন মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয় বলে উল্লেখ করে মুজাহিদ যোগ করেন যে, তাঁরা এই বছরের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

মুজাহিদ তাঁর বক্তব্য আরও যোগ করেন যে, তালিবন প্রশাসনে নারীরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে এখন পূর্বেকার সরকারের তুলনায় আরও নিরাপদে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৬ই জানুয়ারি, ২০২২

মালি থেকে ইউরোপীয় আরও একটি দেশের সেনা প্রত্যাহার: বাড়ছে আল-কায়েদার হামলা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যোদ্ধাদের এসব হামলার মুখে ভেঙে পড়ছে ইউরোপীয় ক্রুসেডার জোটের অর্থনীতি। ফলে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও জার্মানির পর এবার সুইডেনও ঘোষণা করেছে যে, তারা মালি থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করবে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'অ্যান লিন্ডে' জানিয়েছে যে, তারা এই বছরের শেষ নাগাদ ইউরোপীয় ক্রুসেডার যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত "তাকুবা" মিশন থেকে তাদের বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবে।

মালিতে মুজাহিদদের হাতে দীর্ঘ ৯ বছরের যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করেছে ইউরোপীয় ক্রুসেডার জোট। মুজাহিদদের শক্তি খর্ব করা ও বিজয় অভিযান রুখা তো দূরের বিষয়, এখন এই জোট নিজেদের ইজ্জত নিয়ে আফগানিস্তানের মতো মালি থেকেও পালানোর চেষ্টা করছে। ইউরোপীয় জোটের এই পলায়ন দেখে মালির পুতুল সরকার নিজেদের ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে গাদ্দার সরকার রাশিয়ার ভাড়াটিয়া সৈন্যদেরকে মালির তপ্ত মুরুর বুকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এতেও রেহাই নেই গাদ্দার সরকারের। মালিতে রাশিয়ান সেনাদের আগমনের কয়েক দিনের মাথাতেই এই ভাড়াটিয়া সৈন্যরাও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ২টি সফল হামলার শিকার হয়েছে। যাতে হতাহত হয়েছে কয়েক ডজন দখলদার রাশিয়ান সেনা।

এদিকে নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে 'লিন্ডে' বলেছে যে, মালিতে রাশিয়ান ভাড়াটিয়া বাহিনীকে মোতায়েন করার ফলে তারা জাতিসংঘ মিশনে থেকেও সরে আসতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মালিতে ক্রুসেডার 'তাকুবা' মিশনের অধীনে সুইডেনের ১৫০ জন এবং কুফফার জাতিসংঘের মিশনের 'MINUSMA'-এর অধীনে ২৫০ জন সৈন্য রয়েছে।

ক্রুসেডার পশ্চিমা শক্তিগুলি মালিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিজয় অভিযান রুখতে পারেনি। বরং এখন তা আরও শক্তিশালী এবং পুরো আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মুজাহিদদের এই বিজয় অভিযান রুখতে ২০১৩ সালে ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করেছিল পশ্চিমারা। যা এখন মুখথুবড়ে পড়েছে।

১৫ই জানুয়ারি, ২০২২

এবার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণার দাবি জানালো পুরীর উগ্র শঙ্করাচার্য

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতা ও সাধু সন্নাসীরা প্রকাশ্যভাবে একেরপর এক মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করছে। এবার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণা করার দাবি জানিয়েছে পুরীর কথিত শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ।

ঐ উগ্র হিন্দু আরও বলেছে, ভারত যদি নিজেকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘাোষণা করে, তবে ভারত থেকে প্রেরণা নিয়ে বিশ্বের ১৫টি রাষ্ট্র নিজেদের হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণা করবে। তার দাবি মতে, "৫২টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে নেপাল, মরিশাস, ভুটান সমেত ১৫টি দেশ নিজেদের হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণা করতে সম্মত হয়েছে। যদি ভারত নিজেকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘাোষণা করে, তবে তার থেকে প্রেরণা নিয়ে ওই দেশগুলি সেই পথে হাঁটবে।"

গঙ্গাসাগর মেলায় শাহী স্নানে অংশ নেওয়ার ফাঁকে সংবাদ সম্মেলন করে শঙ্করাচার্য। গত বৃহস্পতিবার (১৩-০১-২২) সেই সম্মেলনে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণা করার ঐ দাবি তাোলে সে।

মুসলিমদের মানব রচিত গণতন্ত্রের মারপ্যাচে ফেলে শত দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে এক সময়ের শক্তিধর মুসলিমরা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বলতার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় উপমহাদেশে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। তাদের দাবিমতে, যেখানে কোন মুসলিম থাকবে না। মুসলিমদের অবদানও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চাইছে তাঁরা মুছে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষা সিলেবাসে মুসলিম ব্যক্তিদের লুটেরা, সন্ত্রাস হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারত হবে তাদের কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্র, যার দাবি তারা এখন প্রকাশ্যেই করছে।

এই সমস্যা সমাধানে তাই মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র

১। ভারত নিজেকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘাোষণা করুক, দাবি জানালেন পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ।
https://tinyurl.com/yhxynju5

ইসলামিক শিক্ষা প্রদান ও কোরআন রাখার কারণে উইঘুর মুসলিম নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড

দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রতিবেশী শিশুদের ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া ও কোরআন রাখার কারণে এক উইঘুর মুসলিম নারীকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে বর্বর চীনা কমিউনিস্ট প্রশাসন। শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে এবং কোরআন শিখা ও শিখানোর কারণেই চার বছর আগে এক মাঝরাতে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় নাস্তিক চীনারা।

পূর্ব তুর্কিস্তানের চাংজি হুই জেলার বাসিন্দা ৫৭ বছর বয়সী বৃদ্ধা মুসলিম নারী হাসিয়াত এহমাত। ২০১৭ সালের মে মাসে চীনা কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করার পর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাত ও গোপনীয়ভাবে কোরআন রাখায় আরও সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছে সশায় ওই মুসলিম নারীর।

মানাস কাউন্টির বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ যখন ধর্মীয় গ্রন্থ জব্দ করছিল, তখন হাসিয়াত এহমাতের কাছে দুই কপি কোরআন পাওয়া গেছে। পরে মাঝরাতে পুলিশ তার বাসায় ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। এমনকি তাকে পোশাক বদলানো কিংবা প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে নেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

এছাড়াও উইঘুর ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে চীনা কর্তৃপক্ষ। ২০১৭ সাল থেকে ১৮ লাখ উইঘুর ও তুর্কি সংখ্যালঘুকে পূর্ব তুর্কিস্তানের বিভিন্ন বন্দিশালায় আটক রাখা হয়েছে। কথিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের নামে এসব মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে নিষ্ঠুর চীনারা, দেওয়া হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের প্রশিক্ষণ।

জুলুম নির্যাতনে এরা এদের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস হালাকুদেরকেও হার মানিয়েছে বলে মনে করেন অনেকে।

উল্লেখ্য, দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের ঘটনা অনেকদিন ধরেই গোপন করে রেখেছিল বর্বর চীনারা। জিনজিয়ান নাম দেওয়া এই স্থানের মুসলিমদের জন্য একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। দাঁড়ি রাখা, বাোরখা পরা, আরবী ভাষায় চর্চা বন্ধ করা হয়েছে। নিষেধ অমান্য করলেই গ্রেপ্তার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দিচ্ছে সরকার। বিশ্বেজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠলেও চীনের দাবি, উইঘুর মুসলিমদের চীনের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতেই এমন উদ্যোগ।

বিশ্ববাসীকে তাই উইঘুর মুসলিমদের এমন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসার এবং তাদের পক্ষে জোরদার আওয়াজ উঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া ও কোরআন রাখায় উইঘুর নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড
https://tinyurl.com/2p8k5ek4
https://tinyurl.com/2p8rv87z

১৪ই জানুয়ারি, ২০২২

ভারতে আর এক ধাপ পরেই শুরু হবে মুসলিম গণহত্যা: অধ্যাপক স্ট্যান্টন

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে মুসলিম গণহত্যার দিকে যাচ্ছে। যার ঘোষণা এখন হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতারা প্রকাশ্যভাবেই দিচ্ছে। মুসলিমদের জাতিগত নির্মূল প্রক্রিয়ার পূর্ব ধাপগুলো সম্পন্ন করে মূল নিধন পর্বে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

এ ব্যাপারে প্রফেসর গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টন গত সোমবার (১০/০১/২২) টুইটারে ভারতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু হওয়ার ব্যাপারে জরুরী সতর্ক বার্তা দিয়েছেন।

জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক স্ট্যান্টন বলেছেন, ভারত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গণহত্যা চালানোর ৮ম ধাপে আছে। আর এক ধাপ পরেই শুরু হবে মুসলিম গণহত্যা। প্রফেসর স্ট্যান্টন হলো "গণহত্যার ১০ ধাপ" তত্ত্বের স্থপতি এবং অলাভজনক সংস্থা জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংগঠন গণহত্যার পূর্বাভাস জানায় এবং গণহত্যা-সহ অন্যান্য সব উপায়ে মানুষ হত্যা প্রতিরোধে কাজ করে।

জাস্টিস ফর অল অর্গানাইজেশনের আয়োজিত একটি ভার্চুয়াল ইভেন্টে প্রফেসর স্ট্যান্টন বলেছেন, ভারত গণহত্যা, নিপীড়নের ৮ম পর্যায়ে রয়েছে; নির্মূল করা থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। তিনি আরও বলেছেন, দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি "এটি (গণহত্যা) করতে পারলে খুব খুশি হবে"।

হিন্দু চরমপন্থী গোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার জন্যও মোদীর সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক স্ট্যান্টন। তিনি আরএসএসকে হিটলারের প্রতিষ্ঠিত নাৎসি সংগঠনের সাথে তুলনা করেছেন। এই নাৎসি বাহিনী অগণিত মানুষকে হত্যা করেছিল।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই হিন্দুত্ববাদী উগ্র সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের গণহারে হত্যা করার প্রকাশ্য আহ্বান জানাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের হত্যা করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিচ্ছে। বিভিন্ন বয়সের হিন্দুদের

প্রকাশ্যে মুসলিম হত্যার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। মুসলিমদের বয়কটের শপথ নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে মুসলিমদের অনাগত দিনগুলো আরো ভয়াবহ আকার করছে।

তাই ইসলামি বিশ্লেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিমদের এখন চিন্তা করা উচিৎ তাদের খুন করতে হিন্দুত্ববাদীরা তরবারি ধার দিয়ে দিচ্ছে, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সুতরাং তারা কি এখন হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবে নাকি খুন হওয়ার জন্য প্রহর গুণবে?

তথ্যসূত্র:

India is in 8th stage of genocide, just one step away from extermination: Genocide Watch founder Prof Stanton
https://tinyurl.com/2p8ja52t

তেলেঙ্গানায় আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ইতিহাস থেকে মুসলিমদের মুছে ফেলার আহ্বান

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছে বহুবার। তবে তার এবারের ঘোষণা আগের যেকোন বারের চেয়ে একটু বেশিই উগ্র। সে বলেছে, শিগগিরই নিজাম ও ওয়াইসির নাম মুছে ফেলা হবে।

তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে এক সমাবেশে ভাষণে উগ্র হিন্দু নেতা হেমন্ত বলেছে, “আমাদের একটি নতুন ভারত গড়তে হবে, যেখানে কোনও ওয়াইসি, আওরঙ্গজেব, বাবরের জন্য কোনও স্থান থাকবে না এবং যেখানে কেউ নিজামের ইতিহাস পড়বে না এবং যদি কেউ ইতিহাস পড়ে তবে সে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ইতিহাস পড়বে।"

মুসলিমদের ইতিহাস মুছে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়ে সে মুলত মুসলিম গণহত্যার আগুনে ঘি ঢালছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া সে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ এবং ভারত-দখলকৃত কাশ্মীরের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা বাতিলেরও প্রশংসা করেছে। এ

মুসলিমদের গাফলতের সুযোগ নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের মুসলিদের অবদান সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যেন পরবর্তী প্রজন্ম জানতেই না পারে যে, এই ভারতে এক সময় মুসলিমদের রাজত্ব ছিল। ইসলামি শাসন ব্যবস্থাই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতকে সভ্যতা ও ন্যায়নীতির শিক্ষা দিয়েছিল।

আর হিন্দুত্ববাদীরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখছে যেখানে কোন মুসলিম থাকবে না। মুসলিমদের অবদান মুছে ফেলতে ইসলামিক নাম পরিবর্তন করে হিন্দুয়ানী নামকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষা সিলেবাসে মুসলিম ব্যক্তিদের

লুটেরা, সন্ত্রাস হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারত হবে তাদের কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্র, যার কথা তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে।

তবে হিন্দুত্ববাদীরা যাই বলুক বা করুক, বিজয়ের শেষ হাসি মুসলিমরাই হাসবেন বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। কিন্তু এর জন্যে নববী মানহাজের অনুসরণ করে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই বলে মনে করেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

১। Names of Nizam and Owaisi will be eliminated: Assam CM Himanta Biswa's hate speech in Telangana

- https://tinyurl.com/2xh7ncnu

- https://tinyurl.com/yysp7erh

১৩ই জানুয়ারি, ২০২২

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জানুয়ারি ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

ডাউনলোড করুন

https://alfirdaws.org/2022/01/13/55148/

১২ই জানুয়ারি, ২০২২

মুসলিমদের 'জারজ' সম্বোধন বিজেপি মন্ত্রীর, ফেসবুকে আযানকে শিয়ালের ডাকের সাথে তুলনা

ভারতে লোকসমাগমে প্রকাশ্যে মুসলিমদের জারজ বলে গালি দিয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী বিজেপির এক মন্ত্রী। তার ভাষায়- মুসলিমরা বিশৃঙ্খল; তাদেরকে সন্ত্রাসী আইনে মিথ্যা মামলা দিয়ে আটক ও হয়রানি করার কথাও বলেছে ঐ হিন্দু সন্ত্রাসী।

ভারতে প্রকাশ্যেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিঘাংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হলেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। আর তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না যেনেই তারা মুসলিমদেরকে জারজ বলে গালি দেওয়া দুঃসাহস পাচ্ছে।

এদিকে, ভারতের রানা ঘাটে দিবাকর ঘোষ নামে ফেসবুক আইডি থেকে ১১/০১/২২ মঙ্গলবার ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পাঁচ ওয়াক্তের আযানকে শিয়ালের ডাকের সাথে তুলনা করে অবমাননাকর এক পোস্ট দিয়েছে। পোস্টে প্রিয়নবী (সা:) এর সুন্নত দাড়ি নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা রানা ঘাটে বিক্ষোভ করেছেন।

এদিকে, জিশান খান নামের ৩২ বছর বয়সি এক মানসিক ভারসাম্যহীন মুসলিম যুবককে 'জয় শ্রীরাম' বলতে ও একইসঙ্গে থুতু চাটতে বাধ্য করেছে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ শহরের বিজেপি কর্মীরা।

সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, ধানবাদের বিজেপি বিধায়ক রাজ সিনহা এবং ধানবাদের সাংসদ পি এন সিং। তাদের উপস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় কথিত বুদ্ধিজীবীরা বিস্ময় প্রকাশ করছে। যদিও এটাই বিজেপি'র আসল রূপ, তবুও ঐ কথিত বুদ্ধিজীবীরা বিস্ময় প্রকাশ করে ঘটনার গভিরতা আড়াল করার চেস্তাই হয়তো করছে।
ঐ ঘটনার একটি ভিডিও সা েশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত তা ভাইরালও হয়েছে।

জিশান খানের ভাই রেহান জানান, তাঁর ভাই জুমুআ'র নামায পড়তে মসজিদে গিয়েছিল। কিন্তু সে কখন মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল তা খেয়াল করেননি তারা।

তিনি আরও বলেন, এক সময়ে চেন্নাইতে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ করতে পারেনি। তখন থেকেই তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। হঠাৎ হঠাৎ ওর মুড বদলে যায়।

ভারতে মুসলিম নির্যাতন এখন চরম মাত্রায় পৌছে গেছে, এখন কেবল নিধনযজ্ঞ শুরু হওয়াই বাকি। মুসলিমদের মধ্যে কোন ঐক্য ও শাসন-কর্তৃত্ব না থাকার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম ও মুসলিদের উপর আঘাত করতে এক মূহুর্তের জন্যও চিন্তা করছে না। মুসলিমদেরকে তাই ঘুরে দাঁড়াতে হলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেরাই হিন্দুত্ববাদীদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে বলে মোট অধিকাংশ বিশ্লেষকের।

তথ্যসূত্র:

১। বিজেপি নেতার মুসলিমদের জারজ গালি দেওয়ার ভিডিও https://tinyurl.com/4a5f6kmm

২। আযানকে শিয়ালের ডাকের সাথে তুলনা ফেসবুকে হিন্দু যুবকের পোস্ট https://tinyurl.com/2p8mhchj

৩। মানসিক ভারসাম্যহীন মুসলিম যুবককে 'জয় শ্রীরাম' বলতে ও একইসঙ্গে থুতু চাটতে বাধ্য করেছে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ শহরের বিজেপি কর্মীরা। https://tinyurl.com/2p82jjnz

---

সিরিয়া | এক বছরে নারী ও শিশুসহ দুই শতাধিক মুসলিমকে হত্যা রাশিয়ার

রাশিয়া ও আসাদের শিয়া জোট বাহিনী (ইরান, রাশিয়া ও আসাদ) প্রায় এক দশক ধরে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে আসছে সিরিয়ায়।

২০২১ সালে বর্বর জোটের হামলায় নিহতের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস, সিরিয়া।

পরিসংখ্যানে জানা যায়, এক বছরে ২২৫ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী জোট বাহিনী। তাদের মধ্যে ৬৫ শিশু ও ৩৮ জনই নারী। গুরুতর আহত হয়েছেন ৬১৮ জন, যার মধ্যে ১৫১ জন শিশু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আহতদের বেশিরভাগই এমন যে - কারো হাত নেই, কেউবা হাত-পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে সারাজীবনের জন্য।

আমেরিকার বিরোধী হওয়ায় রাশিয়াকে অনেক নাদান মুসলিম রাশিয়াকে বন্ধুসুলভ দেশ মনে করে ভুল করে। অথচ, অগণিত নবী ও রাসুলদের পূণ্যভূমি শামে সন্ত্রাসী রাশিয়ার জোট মুহুর্মুহু হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে পুরো জনপদ। হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। লাখ লাখ মুসলিম ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে দেশে দেশে।

বর্তমানে শরনার্থী শিবির ও বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হওয়া সিরিয়ানরা চরম মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

এ বর্বরতা চলা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা 'অবিশ্বাসীদের সংঘ'- মানে জাতিসংঘ এরা ঠুনকো বিবৃতি প্রদান ছাড়া কোন কার্যকর পদক্ষেপই নেয়নি। ের থেকে এটাই প্রয়ানিত হয় যে, পশ্চিমা দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে যতই বিবাদ থাকুক না কেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে এরা সবাই এক।

তাছাড়া, কবে নাগাদ জোট বাহিনীর বর্বরতা শেষ হবে তা-ও জানা নেই কারো।

উল্লেখ্য যে, শামের মুসলিমদের সাথে রাশিয়া বা ইরান কারোই কোনরকম বিরোধ বা যুদ্ধ ছিল না। এমনকি শামের মুসলিমরা একটি ঢিলও ছুড়েনি রাশিয়ায়। এরপরও শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ায় হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সিরিয়ায় এসে হামলা চালিয়ে রাশিয়া হত্যা করে যাচ্ছে অগণিত বেসামরিক মুসলিমকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুসলিমদের হত্যা করলে কারো কাছে কৈফিয়ত বা কোন মাশুল দিতে হয় না বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো সিরিয়াতেও গনহত্যা চালাচ্ছে রাশিয়া।

এই অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমকে এগিয়ে এসে ইসলাম ও মুসলিমদের উদ্ধারে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

------

১. In 2021, WhiteHelmets teams documented the deaths of more than 225 civilians including 65 children and 38 women- https://tinyurl.com/2p8mhchj

---

মাদ্রাসা ছাত্রকে নৃশংস কায়দায় খুন করলো হিন্দুত্ববাদীরা

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা কল্পিত রাম রাজ্য কায়েমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মুসলিম হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। এতদিন বিভিন্ন অজুহাত তুলে মুসলিদের হত্যা করলেও, এখন শুধু মুসলিম হিসেবে চিনহিত করতে পারলেই আক্রমণ করা হচ্ছে। বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্থান কোথাও মুসলিমদের জান মাল ইজ্জত আব্রু হিন্দুদের হামলা থেকে নিরাপদ নয়। এমনকি ট্রেনে একা ভ্রমণও ভারতের মুসলমানদের জন্য নিরাপদ নয়।

দারুল উলূম নদওয়াত লখনউ-এর ছাত্র উবায়দুল্লাহ তার বাড়িতে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত হিন্দুরা তাকে নির্মমভাবে খুন করেছে।

গত ০৯/০১/২২ আসানসোল স্টেশনে উবায়দুল্লাহর শরীরে একাধিক ক্ষত সহ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর আগেও আরো কয়েকজন মুসলিমকে ট্রেনে পিটিয়ে খুন করেছিল উগ্র হিন্দুরা। তার মধ্যে ২০১৭ সালে হিন্দুত্ববাদীরা জুনায়েদকে খুন করার ঘটনাটি অনেক আলোড়ন তৈরী হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীরা হিন্দু হওয়ায় এখনও তার পরিবার সরকারের কাছ থেকে বিচার পায়নি।

এদিকে, ভারতের কোলারে স্থানীয় একজন মুসলিম তার পরিবার নিয়ে উসমান শাহ দরগা জিয়ারত করে ফিরছিলেন। টের হলির কাছে আসার পরেই একদল উগ্র হিন্দু যুবক তাদের উপর আক্রমণ করে। মুসলিম পরিবারকে উদ্ধার করতে আসা লোকজনকেও নির্মমভাবে আক্রমণ করে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা।

ভারত জুড়ে যত্রতত্র মুসলিমদের উপর হামলার কারণ হিসেবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের লাগামহীন মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য এবং যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের অন্তরে পুষে রাখা মুসলিমদের প্রতি জিঘাংসাকে দায়ী করছেন বিশ্লেষক উলামায়ে কেরাম। এর পাশাপাশি মুসলিমদের অনৈক্য আর গাফিলতিরও সমান দায়ভার দেখেন সম্মানিত উলামাগণ।

তবে হিন্দুত্ববাদীরা এখন যেভাবে প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে, তাতে করে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের আগ্রাসনকে প্রতিহতের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

১। Ubaidullah student of Darul Uloom Nadwat Lucknow was brutally killed by unknown persons
https://tinyurl.com/bdzkuyrh

২। Hindu Youths People who came to rescue of the family have also been brutally attacked Hindutva goons
https://tinyurl.com/mvphxcb4

১১ই জানুয়ারি, ২০২২

শাম | রাশিয়ান বিমান হামলায় ২ শিশুসহ নিহত ৩ মুসলিম

সিরিয়ার ইদলিব শহরে দখলদার রাশিয়ান বিমান বাহিনী গত কয়েকদিনে ৩২ টি বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে ২ শিশুসহ একজন নারী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৮ জন শিশুসহ ১৭ জন বেসামরিক মুসলিম।

গত দুই সপ্তাহে (জানুয়ারির শুরু থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত) এসব হামলা চালায় সন্ত্রাসী রাশিয়া-আসাদ জোট বাহিনী। হামলার লক্ষ্য বস্তু করা হয় আবাসিক এলাকা, মুরগির ফার্ম, কারখানা ও পানি সরবরাহ কেন্দ্রে।

তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনেও নারী ও শিশু হত্যা গুরুতর অপরাধ। এরপরও নিহত হওয়া ব্যাক্তিরা মুসলিম হবার কারণে জাতিসংঘ বা পশ্চিমা মানবাধিকার সংস্থা বিনবা হলুদ মিডিয়া - কারো কোন মাথাব্যথা নেই। অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও বিচারের আওতায় আনা যায় না রাশিয়া-আসাদ জোটকে। কিন্তু মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঠিকই আগ্রাসন চালানো হয়েছে ইরাকে। হত্যা করা যায় লাখ লাখ নারী-শিশুকে।

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইরাকে হামলাকারী পশ্চিমারা, ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালালো সন্ত্রাসী ইসরাইল, সিরিয়ায় আগ্রাসন চালানো রাশিয়া জোট, মুসলিমদের ভারত থেকে মুছে ফেলার হুমকি এবং কাশ্মীরে আগ্রাসন চালানো হিন্দুত্ববাদী ভারতকে কোন রকম বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে না। বুঝা যায় যে, এটি কোন কাকতালীয় বিষয় নয়, এর পিছনে রয়েছে তীব্র ইসলাম বিদ্বেষ।

তাই মুসলিমদেরকে নিজেদের নবীর দেখানো পথ অনুসরণ করে এই দসকল আগ্রাসী দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে থাকেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

======

১. During the first week of 2022, two kids and a woman were killed and 17 others were injured incl 8 kids by 32 Russian air raids on NW Syria - https://tinyurl.com/24cf87fh

---

বিজয়ের অগ্রাভিজান | চার দিনে ৩টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা আশ-শাবাবের মুজাহিদরা গত ৪ দিনে সোমালিয়ার ৩টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এসময় পশ্চিমা গোলামদের সাথে কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, আশ-শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা মঙ্গলবার সকালে নতুন করে একটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। রাজধানী মোগাদিশু থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তরে কালিমো শহরে ভরি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে আশ-শাবাব যোদ্ধারা। এসময় সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর সাথে প্রচন্ড লড়াই হয় মুজাহিদদের।

তবে গাদ্দার সেনারা প্রদিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের হামলার সামনে বেশিক্ষণ টেকে থাকতে পারি নি। ফলে দিনের প্রথমভাগেই শহরটির প্রধান সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন আশ-শাবাব যোদ্ধারা। এরপর অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই 'কালিমো' শহরের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নিতে সক্ষম হন আশ-শাবাব মুজাহিদগণ। স্থানীয় একটি মিডিয়া জানিয়েছে যে, এসময় অন্তত ২ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে, এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়ে পালিয়েছে।

এদিকে গত ৭ জানুয়ারি, সোমালিয়ার বাহদো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন হারাকাতুশ-শাবাব মুজাহিদিন। শহরটি বিজয় অভিযানের পূর্বে ধুষমারবব শহরের উপকণ্ঠে সোমালি গাদ্দার সেনাদের সাথে তীব্র লড়াই হয় আশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। স্থানীয়দের মতে, শাবাব যোদ্ধাদের শক্তিশালী আক্রমণের সামনে পরাজিত হয় সোমালি সেনারা। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিনা লড়াইয়ে বাহদো শহরের দিকে এগিয়ে যান এবং শহরটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

অপরদিকে বাহদো শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ২ দিন পর অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি, মুজাহিদগণ পুণরায় জালাজদুদ রাজ্যে অভিযান চালান। এবার মুজাহিদদের লক্ষ্য ছিল রাজ্যটির 'আদাকিবির' শহর বিজয়। সেই লক্ষ্যে মুজাহিদগণ ঐদিন বিকালে শহরটি ঘেরাও করেন, এবং গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ভারি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা হামলা

চালান। যখন জালাজদুদ প্রশাসনের সাথে ভয়াবহ লড়াই শুরু হয় আশ-শাবাব যোদ্ধাদের। পরে গাদ্দার সৈন্যরা কোনরকম জীবন বাঁচাতে শহর ছেড়ে পালাতে সক্ষম হয়।

আর প্রতিটি শহর থেকে গাদ্দার সেনাদের পলায়নের এসব শহরে তাওহীদের কালিমা খচিত বিজয়ের পতাকা উত্তলন করেন মুজাহিদগণ।
এই পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকগণ এখন আসা প্রকাশ করছেন যে, আফগানিস্তানের মতো সোমালিয়ার মুজাহিদরাও হয়তো সকলের ধারনার অনেক আগেই দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।

গণহত্যার প্রস্তুতি | ভারত থেকে মুসলিমদের নির্মূলের আহ্বান হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবোধানন্দের

ভারতকে রাম রাজ্য বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিমদের খুন করার মিশনে নেমেছে হিন্দুরা, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও জিঘাংসা এখন তারা প্রকাশ করছে একদম খোলাখুলি ভাবেই।

ধারাবাহিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবার প্রকাশ্যে মুসলিমদের নির্মূল করার কথা ঘোষণা করেছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রপন্থী প্রচারক প্রবোধানন্দ গিরি।

ঐ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বলেছে, "মানবতাকে বাঁচাতে, ইসলাম এবং যারা কুরআন বিশ্বাস করে তাদের নির্মূল করতে হবে।"

প্রবোধানন্দ কিছুদিন আগে ধর্ম সংসদে খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিল। সে ভারতীয় মুসলিমদেরকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের মতোই গণহত্যা করার কথা বলেছিল।

আর এইবার সে আরও কঠোর ভাষায় বললো, "আমরা ভারতের প্রতিটি জিহাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব এবং তাদের উপস্থিতি থেকে দেশকে পরিষ্কার করব।"
তার মতে "যে কুরআন বুঝে বা বিশ্বাস করে, সেই জিহাদি।"

হিন্দুত্ববাদী এই উগ্র নেতা প্রকাশ্যে তার অনুসারীদেরকে "কুরআন বোঝে" এমন প্রত্যেক মুসলিমকে হত্যা করতে বলেছে।
সে আরো বলেছে, “প্রত্যেক হিন্দুর উচিত বাড়িতে অস্ত্র রাখা। আপনি যখন তা করবেন, আপনি রাম এবং কৃষ্ণের আশীর্বাদ পাবেন। 'জিহাদিদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে আপনার এখন অস্ত্র দরকার।”

হরিদ্বারে মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণা সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এবং মুসলিমদের মায়ানমারের মত গণহত্যা চালানোর আহ্বান করায় প্রবোধানন্দকে গাজিয়াবাদে হিরো উপাধি দিয়েছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

২ জানুয়ারী ইউপির গাজিয়াবাদে স্বামী প্রবোধানন্দ গিরিকে শহরের মধ্য দিয়ে বিশাল রাস্তা জুড়ে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। গাজিয়াবাদ ধর্ম সংসদেও প্রবোধানন্দ তার হিন্দুত্ববাদী অনুসারীদেরকে "প্রথমে আক্রমণ" করার জন্য সরাসরি আহ্বান জানিয়েছে।

তখন মঞ্চ থেকে গাজিয়াবাদ ধর্ম সংসদের একজন আয়োজক জিজ্ঞেস করে, "সবাই কি প্রস্তুত (এটি করতে)?" হিন্দু জনতা "জয় শ্রী রাম!" স্লোগান দিয়ে সাড়া দেয়।

উল্লেখ্য, আরেক উগ্র হিন্দুত্ববাদী পিঙ্কি চৌধুরী ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মকে বিষ আখ্যায়িত করে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা উচিত বলে মন্তব্য করেছিল।

মুসলিমদের নিরবতা ও নির্লিপ্তটার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা এভাবেই তাদের অনুসারীদেরকে মুসলিম গণহত্যার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করে তুলছে।

অথচ, মুসলিমরা এখনো নিজেদের মাঝে ছোটখাট বিষয় নিয়েই মতানৈক্যে লিপ্ত রয়েছে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই বার বার সতর্ক করছেন মুসলিমদেরকে অবশ্যই এটা অনুধাবন করতে হবে যে, তাদেরকে নির্মূল করতে একদল লোক সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই তাদেরকে ছোটখাট বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সমাগত ভবিষ্যতের বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিংক - https://youtu.be/K33u_DlWqlM

২। Clean India of Jihadis, Whoever Understands Quran is One': UP Hate Speech Event https://tinyurl.com/yckmb3zu

---

দখলদার মার্কিন সেনাদের হাতে নিখোঁজ শিশুকে খুঁজে বের করল তালিবান

গত বছরের ১৪ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিন। সেসময় দখলদার মার্কিন বাহিনী ও তাদের গোলামরা তড়িঘড়ি করে আফগান ছাড়ার চেষ্টা করে। তখন কাঁটাতারের উপর দিয়ে মার্কিন সৈন্যদের কাছে ২ মাসের এক শিশুকেও হস্তান্তর করা হয়। মার্কিন সেনাদের হাতে শিশুটিকে দেওয়ার পর সে নিখোঁজ হয়।

এই ঘটনার ৫ মাস পর নিখোঁজ শিশুটিকে খুঁজে বের করেন তালিবান প্রশাসনের নিরাপত্তা বাহিনী।

নিখোঁজ শিশুটির বাবার নাম মির্জা আলি। এই ব্যক্তি ১০ বছর ধরে দখলদার মার্কিন দূতাবাসে আগ্রাসী শত্রুদের নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কাজ করেছিল। ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিন যখন কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেন, তখন সে ও তার স্ত্রী নিজের ৫ সন্তানেকে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালানোর জন্য কাবুল বিমানবন্দরে যায়।

কিন্তু ১৯ আগস্ট বিমানবন্দরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন মির্জা আলী দ্রুত পালানোর জন্য তার ২ মাসের সন্তান সুহেলকে কাঁটাতারের উপর দিয়ে মার্কিন সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করে। যেমনটি বিশ্ব মিডিয়ার ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

এদিকে মার্কিনীদের উক্ত গোলাম মির্জা আলী বিমানবন্দরে যাওয়ার পর ছেলে সুহেলকে আর খুঁজে পায়নি। কেননা আলীর পরম বিশ্বস্ত মার্কিন সেনারা মিডিয়ার সামনে নিজেদের মহানুভব হিসাবে প্রকাশ করলেও মিডিয়ার অন্তরালে তারা ২ মাসের শিশুটিকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়।

অপরদিকে তালিবান প্রশাসন দেশের প্রতিটি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কাবুলে হওয়া বিশৃঙ্খলার সুষ্ঠ তদন্ত করতে অনুসন্ধান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। পরে এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টার মাধ্যমে তালিবানদের নিরাপত্তা বাহিনী সেই ২ মাসের ছোট্ট সুহেলকে খুঁজে বের করেন।

শিশুটিকে উদ্ধার করার পর জানা যায়, দখলদার মার্কিন বাহিনী শিশুটিকে বিমানবন্দরে ফেলে চলে যায়। তখন ২৯ বছর বয়সী হামিদ সাফি নামক একজন ট্যাক্সিচালক শিশুটিকে বিমানবন্দরে খুঁজে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে যান। পরে তালিবানদের নিরাপত্তা বাহিনী বিষয়টি জানার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং অল্প সময়ের জন্য আটকে রাখেন। সাফি জানান, তিনি সুহেলকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করতে চেয়েছেন।

আফগানিস্তানের তালিবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, সুহেলকে উদ্ধারের পর কাবুলে তার আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে যে ছোট ছেলেটিকে শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে, যেখানে তার পরিবার রয়েছে।

একই তারিখে, কাঁটাতারের উপর দিয়ে মার্কিন সৈন্যদের কাছে হস্তান্তরের সময় একটি মেয়ের ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তালিবানরাই উক্ত মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। এবং পরে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেন।

এই ঘটনা থেকে সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে, "আমেরিকার শত্রু হওয়ার চাইতে বন্ধু হওয়া অধিক বিপদজনক।"

১০ই জানুয়ারি, ২০২২

কেনিয়ায় আরও তীব্র হয়ে উঠেছে আশ-শাবাবের হামলা, একদিনে ৪ অফিসারকে হত্যা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার লামু অঞ্চলে ক্রুসেডার পুলিশ বাহিনীর ওপর একটি হামলা চালিয়েছে আল-শাবাব। যাতে ৪ পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা আশ-শাবাব সম্প্রতি কেনিয়ায় একটি হামলা চালিয়েছেন। যা দেশটির কুফ্ফার পুলিশ বাহিনীর একটি টহল দলকে লক্ষ্য করে চালানো হয়।

লামু অঞ্চলের হিন্দ এলাকার মধ্যবর্তী একটি রাস্তায় অ্যামবুশ করে উক্ত হামলাটি চালানো হয়। সেই সাথে পুলিশ অফিসারদের বহনকারী গাড়ি লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চার ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে আশ-শাবাব যোদ্ধারা। এই হামলার মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই ৪ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। তবে হামলায় অন্য কয়জন পুলিশ হতাহত হয়েছে তা জানা যায় নি।

উল্লেখ্য যে, আশ-শাবাব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়া এবং সীমান্ত বরাবর তাদের হামলার প্রবণতা বাড়িয়েছেন। এসব হামলায় তাঁরা সরকার ও সেনা বাহিনীর কেন্দ্র, যোগাযোগ লাইন এবং সামরিক বাহিনীর লজিস্টিক রুটকে লক্ষ্য করছেন। একই সময়ে, কেনিয়াতে অবস্থিত পশ্চিমা ক্রুসেডার বাহিনীর কেন্দ্র এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলিও লক্ষ্যবস্তু করছেন তাঁরা।

এটি অনুমান করা হয় যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চল কেন্দ্র করে, ভবিষ্যতে কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে এর কার্যকারিতা আরও বাড়াবেন। সেইসাথে নিজেরদের ইসলামি ইমারতের সীমানা আরও প্রসারিত করবেন।

ভারতে মুসলিমদের বয়কট করার শপথ গ্রহণ

ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষী ভাষণ বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর আগ্রাসী হয়ে উঠছে। নানান অজুহাতে মুসলিমদের বয়কট, পিটিয়ে মারার মত জঘন্য মনমানসিকতাও তৈরি হয়ে গেছে। হিন্দুরা এখন এটাই বিশ্বাস করে- মুসলিম মানেই আমাদের পূর্ব শত্রু, তাদেরকে যেকোনো মূল্যে নির্মূল করতে হবে। মুসলিমদের হত্যার করার শপথ নেওয়ার বেশ কয়েকটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবার ভারতের ছত্তিশগড়ের সরগুজায় হিন্দুত্ববাদীদের একটি সমাবেশে মুসলিমদের বয়কট করার শপথ নেওয়া হয়েছে।
গত ০৬/০১/২২ বুধবার নেওয়া ওই শপথের বেশ কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ শপথে বলা হয়, "আমরা হিন্দুরা মুসলিম দোকানদারের কাছ থেকে কোনো কিছু কিনব না। তাদের কাছে আমাদের জমি বিক্রি অথবা ভাড়া দেব না। পারিশ্রমিকের বিনিময়েও আমরা তাদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করব না।' আমরা যদি আমাদের জমি মুসলিমদের লিজ দিয়ে থাকি, আমরা তা অবিলম্বে ফিরিয়ে নেবো। আজ থেকে আমরা মুসলিমদের কাছে শ্রমিকের এবং অন্য কাজের জন্য যাব না। গ্রামে বা আমাদের এলাকায় যে ফেরিওয়ালা আসে আমরা প্রথমে তার ধর্ম যাচাই করব, সে যদি হিন্দু হিসাবে শনাক্ত হয় তবে কেনাকাটা করব, অন্যথায় নয়।"

'জয় শ্রী রাম' এবং 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগান দিয়ে ওই শপথ কর্মসূচি শেষ হয়। লোকেরা ওই কর্মসূচিতে জড়ো হয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে।

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী নেতা এবং মুখপাত্র ইয়েতি নরসিংহানন্দের নেতৃত্বে হরিদ্বারে তিন দিনের বিদ্বেষমূলক সমাবেশের পরে মুসলিমদের উপর হয়রানি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে।

ভারতে মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের থেকে মুসলিমদের বয়কট করার শপথ নেওয়া হচ্ছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে মুসলিমদের সকল মতানৈক্য ভুলে যেতে হবে। একত্রিত হয়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মোকাবেলা করতে হবে। এমনই আহ্বান জানিয়েছেন উম্মাহ দরদী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিঙ্ক: https://tinyurl.com/3e8mzwbf

২ ভারতে মুসলিমদের বয়কট করার শপথ গ্রহণ

-https://tinyurl.com/2p8fppts

-https://tinyurl.com/yckweh55

-https://tinyurl.com/497z2uyd

-https://tinyurl.com/2jckkx5c

২০২১ সাল : ভারতজুড়ে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী হামলার তালিকা

২০২১ সাল বিদায় নিয়েছে, তবে রেখে গেছে বহু বেদনার স্মৃতি, হয়েছে অনেক অপরাধের সাক্ষী। ভারতে সংখ্যালঘুদের উপর বিদ্বেষমূলক অপরাধের ভয়ানক উত্থান ২০২১ সাল প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষভাবে মুসলিমদের উপর হিন্দু সন্ত্রাসীদের আক্রমণ বেড়েছে বহুগুণে। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে সংখ্যালঘুদের খুন করার মিশনে নেমেছে হিন্দুরা। হিন্দু সন্ত্রাসীদের এমন বিদ্বেষমূলক অপরাধগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছে সাবরাং ইন্ডিয়া নামে একটি গণমাধ্যম।

সাবরাং ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তালিকায় কেবল মিডিয়ায় প্রকাশিত ঘটনা এবং অন্যান্য কিছু সংগঠনের সংকলিত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। তবে এমন বহু ঘটনা থেকে যায় অন্তরালে। এসব ঘটনার সূত্র প্রায় সময়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও। আর এই ভিডিওগুলো ছড়ায় অপরাধে জড়িত হিন্দু সন্ত্রাসীরাই। তারা নিজেদের জঘন্য এসব অপরাধের ভিডিও নিজেরাই বড়ত্বসহকারে অনলাইনে প্রকাশ করে। কারণ তাদের গ্রেফতার হওয়ার ভয় নেই, জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়ার আশংকা নেই। সরকার, পুলিশ, মিডিয়া থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত সবাই-ই তো হিন্দুত্ববাদীদের লোক। এদের প্ররোচনা ও আশ্বাসেই মুসলিমদের উপর প্রকাশ্যে গণহত্যা চালানোর ঘোষণা দিতে পারে হিন্দুরা। তাদের বক্তব্যে উৎসাহিত হয়েই হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের খুন করেও

নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। এ কারণে ভারতে মুসলিমদের উপর হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। ভারতে ২০২১ সালে মুসলিমদের উপর হামলার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

নামাজে বাধা প্রদান:

১৫-নভেম্বর: গুজরাটের আহমেদাবাদের বস্ত্রাপুর লেক গার্ডেন পার্কের যে জায়গায় মুসলিমরা নামাজ আদায় করে থাকেন, সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সদস্যরা গঙ্গা জল দিয়ে পবিত্র করার নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গুজরাটের ভিএইচপি সেক্রেটারি অশোক রাভাল দাবি করে, ভিএইচপি কর্মীরা জায়গাটিকে পরিশুদ্ধ করতে পার্কে গিয়েছিল। তারা মন্ত্র পড়ে এবং 'গঙ্গা জল' ছিটিয়ে দেয়। রাভালের দাবি 'পরিশুদ্ধকরণ' অনুষ্ঠানটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য করা হয়েছিল। সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিতে আরও বলে, নিয়মিত নামাজ আদায়ের ফলে শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা এই জমির অংশীদারিত্ব দাবি করবে।

২০২১ অক্টোবর-ডিসেম্বর: গুরুগ্রামে গত কয়েক মাস ধরে প্রতি শুক্রবার হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো জুমার নামাজে বাধা প্রদান করে আসছে। আগে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে নামাজ আদায় করা যেত। মুসলিমরা বলছেন, গুরুগ্রামের মুসলিমদেরকে ধর্ম পালনের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিত খোলা মাঠে জুমার নামাজে বাধা সৃষ্টি করছে। গত বছর গুরুগ্রাম প্রশাসন জুমার নামাজের জন্য ৩৭ টি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ক্রমাগতভাবে ঐসব স্থানেও মুসলিমদের নামাজে বাঁধা দিতে থাকে। এখন নামাজ আদায়ের স্থান কমিয়ে ২০ এর নিচে আনা হয়েছে। মুসলিমরা জানান, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণের সুযোগ না দেয়ায় খোলা মাঠে নামাজ আদায় করতে বাধ্য হন মুসলিমরা। স্থানীয় বাসিন্দা মুহাম্মাদ আদিব বলেন, মসজিদের জন্য নগর পরিকল্পনায় কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। তিনি বলেন, গুরুগ্রাম প্রসারিত হলেও মুসলিমদের একটি মসজিদ নির্মাণের জায়গাও দেওয়া হয়নি। অথচ, হিন্দুদের জন্য মন্দির আর শিখদের জন্য গুরুদ্বার বানানোর জন্য ঠিকই জমি বরাদ্দ দিচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশের বর্বরতা:

ডিসেম্বর: এ মাসের শুরুতে ব্যাঙ্গালোর ব্যাটারায়নাপুরা থানায় হরিশ কেএন নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ২৩ বছর বয়সী মুসলিম তৌসিফ পাশাকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করেছিল। তৌসিফ বলেন, 'হরিশসহ তিনজন কনস্টেবল আমাকে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে কমপক্ষে ৩০ বার আঘাত করে। আমি ক্লান্ত হয়ে তাদের কাছে পানি চাইলে তারা আমাকে প্রস্রাব দেয়। তারা আমার দাড়িও কেটে দিয়েছে। দাড়ি আমার ঈমানের অংশ, তাই এটা না কাটার জন্য আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তারা বলেছিল যে, এটি (পুলিশ স্টেশন) কোনো ধর্মীয় কেন্দ্র নয়। তারা আমাকে দিয়ে থানার ময়লা পরিষ্কারের কাজও করিয়েছে।'

২রা ডিসেম্বর: বেঙ্গালুরুতে সালমান নামে একজন মুসলিম যুবককে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন চালানো হয়। এতে তার হাতে মারাত্মক ইনফেকশন হয়। ফলে হাতটি কেটে ফেলতে হয়েছে।

৮ই নভেম্বর: ২২ বছর বয়সী আলতাফকে কাসগঞ্জ পুলিশ তুলে নিয়ে খুন করে। ২৪ ঘন্টা পর পুলিশ দাবি করে যে, সে আত্মহত্যা করেছে। আলতাফের বিরুদ্ধে একটি হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করার মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। পরে মেয়েটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে, আলতাফকে মেয়েটি বিয়ে করতে চেয়েছিল।

৬ই আগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরে বাঙালী মুসলিম পুলিশ কনস্টেবল সুরফ হোসেনকে মারধর করা হয়। পুলিশ তার চাচাকে খুঁজতে আসে। সুরফ পুলিশের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানা চাইলে তারা তাকে লাঞ্ছিত করে, বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে মারধর করে। তারপর হাত ও কোমরে বেঁধে তাকে উলঙ্গ করা হয়।

২৭ই মে: বুলন্দশহরে গরু জবাইয়ের অভিযোগে হিন্দুরা এক মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ৪২ বছর বয়সী আকিল কুরেশির বাড়িতে গিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে তাকে ফেলে খুন করে। মুহাম্মদ আকিল কুরেশির আট বছর বয়সী মেয়ে সুমাইয়া বলেছে যে, ঘটনাটি ঘটার সময় সে ছাদে ছিল। পুলিশ তার বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল এবং তিনি অস্বীকার করলে তারা তাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর শুরু করে আটকে রাখে। তারপর তাকে পা ধরে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। শিশু মেয়েটির সামনেই তার বাবাকে নির্মমভাবে খুন করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

মে: এ মাসের শেষ দিকে ১৭ বছর বয়সী একজন মুসলিম সবজি বিক্রেতা উন্নাও থানা পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করে। মুসলিম ছেলেটি উন্নাওয়ের বাঙ্গারমাউ এলাকায় নিজ বাড়ির বাইরে সবজি বিক্রি করছিল, এ সময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে।

১৭ মে: ১৭ বছর বয়সী বালক ফয়সাল হুসাইনকে করোনা নিয়ম লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগে তুলে নিয়ে যায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পরে পুলিশি নির্যাতনে সে মারা যায়। পুলিশ মৃত্যুর ঘটনাকে হার্ট অ্যাটাক বলে দাবি করে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখা যায়, ফয়সাল হুসাইনের মাথা ও কানের নিচে গুরুতর আঘাত ও শরীরে অন্তত ১২ আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ ঘটনায় কনস্টেবল বিজয় চৌধুরী এবং সীমাবত এবং হোম গার্ড সত্য প্রকাশ নামে তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে বরখাস্ত করা হলেও গ্রেফতার করা হয়নি।

১৭ মে: দিল্লির ছাতারপুর এলাকার বাসিন্দা ২৯ বছর বয়সী ওয়াসিম খানকে ফতেপুর বেরি থানার পুলিশ নির্মমভাবে মারধর করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি থানার হেল্পলাইনে অন্তত ১০০ বার কল করেছিলেন। এ ঘটনায় তদন্তের নামে তাকে তুলে নিয়ে যায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ওয়াসিম খান জানান, 'দিল্লিতে একটি সহিংসতা শুরু হয়েছিল। সহিংসতাটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়েছিল। এ জন্য আমি হেল্পলাইনে কল করি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, তারা আমার সাথে এমন আচরণ করবে।'

উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতার আক্রমণ:

২৯ই নভেম্বর: ভারতের ঝাড়খণ্ডে কয়েকজন কাশ্মীরি মুসলিম শীতকালীন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করতে এসেছিলেন। এ সময় অন্তত ২৫ উগ্র হিন্দু তাদের উপর আক্রমণ করে, বেদম পিটিয়ে আহত করে। পরে তাদেরকে ‘জয় শ্রী রাম’ ও ‘পাকিস্তান মুর্দাবাদ’ স্লোগান দিতে বাধ্য করে।

২৮ই নভেম্বর: মোঃ আদিল একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। তার বয়স ২২ বছর। হিন্দুরা তাকে নির্মমভাবে মারধর করে। সে ভুল করে ঝাড়খণ্ডের একটি হিন্দু মহল্লায় হাঁটাহাটি করছিল। হামলাকারীরা তার দাড়ি ধরে টানাটানি করে অপমান করে এবং মাথার টুপি খুলে মাটিতে ফেলে দেয়। তার ভাই ইউসুফ আনসারি 'দ্যা টেলিগ্রাফ'-কে জানান, 'আমার ভাই কয়েকদিন ধরে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। হামলার দিন সে মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্য একটি মসজিদে গিয়েছিল।'

১২ই নভেম্বর: ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কয়েকজন নেতার অংশগ্রহণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের অন্তত ৬ হাজার সদস্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক মিছিলের আয়োজন করে। এ সময় মুসলিমদের দোকান, গাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে আগুন জ্বালায় ও হামলা চালায় উগ্র হিন্দুরা।

অক্টোবর: এ মাসের শেষ দিকে একটি মন্দির খোলার সময় কর্ণাটকের বেলাগাভি শহরে এক মুসলিম ব্যক্তির মুরগির দোকান ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামলা করতে চাইলে পুলিশ মামলা নেয়নি। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হলে পুলিশ আক্রমণকারীদের সাথে একটি সমঝোতা করে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি ছিল সকাল ১১টার আগেই দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।

২০ই অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশে হিন্দুদের নবরাত্রি উৎসবের সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এলাকায় সাম্প্রদায়িক পোস্টার লাগায়। তাদের পোস্টারে লেখা ছিল, 'অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ'। পরে ১০ বছর বয়সী মুসলিম শিশুর কথিত উপস্থিতি নিয়ে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম এলাকায় হামলা চালায়।

১০ই অক্টোবর: গুজরাটের আহমেদাবাদের পালদি এলাকায় হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণে দুই মুসলিম কিশোর গুরুতর আহত হয়। একজন ভুক্তভোগীর বাবা বলেছেন, ছেলে দুটিকে কেবল এই কারণে আক্রমণ করা হয়েছিল যে, তারা কুর্তা পায়জামা এবং মাথায় টুপি পরিধান করেছিল। এগুলো পরিধানের ফলে তাদের মুসলিম বলে চেনা যাচ্ছিল। তারা মাদ্রাসা থেকে ফেরার পথে হিন্দুরা তাদের উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এতো বেশি মারধর করা হয়েছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত তারা অজ্ঞান ছিল।

৯ই অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরের কাম্পেল এলাকায় একটি মুসলিম পরিবারকে হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম থেকে স্থায়ীভাবে চলে যেতে নির্দেশ করে হিন্দুত্ববাদীরা। মুসলিম পরিবারটি চলে যেতে অস্বীকার করার পর একদল হিন্দু লোহার রড দিয়ে মুসলিম পরিবারটিকে আক্রমণ করে। পরিবারটি গ্রামের একমাত্র মুসলিম পরিবার বলে জানা গেছে।

৯ই সেপ্টেম্বর: উত্তর প্রদেশের শামিলি এলাকার বাসিন্দা সমীর চৌধুরী (২২)। তাঁর মুসলিম পরিচয় জানার পর বেশ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী লাঠি, রড ও দা দিয়ে কুপিয়ে তাকে খুন করে।

২২শে আগস্ট: মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের গোবিন্দ নগর এলাকায় হিন্দুদের কাছে চুড়ি বিক্রি করার অভিযোগে এক মুসলিম চুড়ি বিক্রেতাকে মারধর করেছে হিন্দুরা। তসলিম নামে ২৫ বছর বয়সী এ যুবককে মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় হিন্দুত্ববাদীদের গ্রেফতার না করে উলটো এই যুবককেই গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

১৬ই মে: হরিয়ানার নুহ জেলায় ২৭ বছর বয়সী আসিফ খান একজন জিম প্রশিক্ষক। তাকে ও তার কয়েকজন চাচাতো ভাইকে তুলে নিয়ে যায় হিন্দুত্ববাদীরা। পরে তাকে পিটিয়ে হত্যা এবং তার সাথে থাকা তার চাচাতো ভাইদের গুরুতর আহত করে উগ্র হিন্দুরা।

১৬ই মার্চ: ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার সিরকা পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামে মোটরসাইকেলের টায়ার চুরি করার অভিযোগে মোবারক খান নামে ২৬ বছর বয়সী মুসলিমকে খুঁটির সাথে বেঁধে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে উগ্র হিন্দুরা।

গো-রক্ষার নামে সন্ত্রাস:

২৮শে সেপ্টেম্বর: মথুরায় দুইজন মুসলিম ব্যক্তিকে গরুর মাংস বহন করার অভিযোগে উগ্র হিন্দুরা মেরে গুরুতর আহত করে। পুলিশ মুসলিম ব্যক্তিদের উগ্র হিন্দুদের কাছ থেকে উদ্ধার করার পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; এবং পরে মুসলিমদেরকেই গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

১২ই সেপ্টেম্বর: রাজস্থান-হরিয়ানা সীমান্তে ১৭ বছর বয়সী এক মুসলিম ছেলেকে হত্যা করে উগ্র হিন্দুরা। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি ছিল, এ যুবক গরু পাচারে লিপ্ত ছিল। পরিবার জানায়, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওই কিশোরকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে হিন্দুরা।

৪ঠা জুন: মথুরা জেলার একটি গ্রামে একজনকে গুলি করে হত্যা ও অপর ৬ জন মুসলিমকে পিটিয়ে আহত করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। হিন্দুদের দাবি ছিল, এই মুসলিমরা গরু পাচার করছিল। সংবাদমাধ্যম জানায়, পাচারের জন্য নয়, তারা আলিগড় থেকে হরিয়ানার মেওয়াতে গরু নিয়ে যাচ্ছিল।

২৩শে মে: উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে মুহাম্মদ শাকির নামে একজন গরুর মাংস বিক্রেতাকে মাংস বহনের কারণে গোরক্ষক পরিচয় দেয়া কয়েকজন লাঠি দিয়ে মারধর করে। পরে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন ভুক্তভোগী। হিন্দুরাও গো-হত্যার নামে একটি মামলা দায়ের করে; এ মামলায় মুসলিম যুবককেই গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

মুসলিম এলাকায় আক্রমণ:

২৩শে মে: গুজরাটের গির সোমনাথের উনা তালুকের নাভা বন্দর এলাকায় দুটি মাছ ধরার নৌকা ধাক্কা খায়। এ ঘটনায় হিন্দুত্ববাদীদের অন্তত ২ হাজার সদস্য মুসলিমদের উপর লাঠি, তলোয়ার, লোহা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সহিংসতা চালায়।

ঘৃণাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে উসকানি:

২৪শে নভেম্বর: হিন্দুত্ববাদী নেতা রাজীব ব্রহ্মর্ষি ফেইসবুক পোস্টে ঘোষণা দেয়, 'হিন্দুস্তানের প্রতিটি কোণায় কোণায় অস্ত্র পৌঁছে যাবে।' সে দাবি করে, নভেম্বর থেকেই বেঙ্গালুরে অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করেছে। এবং সমগ্র ভারতের প্রতিটি ঘরে অস্ত্র পাঠাতে শুরু করেছে। তার দাবি, দেবতাদের হাতে অস্ত্র আছে, তাই মন্দিরে

অস্ত্র রাখার জন্য হিন্দুদের আহ্বান জানায়। সে নিজেকে ‘হিন্দু পুত্র সংগঠন’ নামে একটি সংগঠনের প্রধান বলে হিসেবে দাবি করেছে।

মসজিদ ও নামাজের স্থানকে টার্গেট:

২৩শে নভেম্বর: হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বজরং দলের লোকেরা বল্লবগড়ে একটি মাজার ভাংচুর করে। কোরআন, নামাজের মাদুর ও অন্যান্য জিনিসপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেয়। তারা নিজেরাই ঘটনার ভিডিও ধারণ করে। তাদের বলতে শোনা যায় যে, মাজারে থেকে হিন্দুদের 'জাদু' করা হচ্ছে এবং 'হিন্দু পুরুষদের নপুংসক করার জন্য যৌন ওষুধ রাখা হয়েছে।

২২শে অক্টোবর: ত্রিপুরায় ছয়টিরও বেশি মসজিদ ভাংচুর ও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। হিন্দুরা এটিকে বাংলাদেশে হিন্দু-বিরোধী সহিংসতার প্রতিশোধ হিসেবে দাবি করেছে। গণমাধ্যমে এসেছে, ত্রিপুরা জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দলের মতো হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো মুসলিমদের বেশ কয়েকটি মসজিদ, বাড়িঘর ও দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়াও কৃষ্ণনগর, ধর্মনগর, পানিসাগর, চন্দ্রপুরের মসজিদগুলোতেও হামলা ও আগুন দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা।

১৪ই অক্টোবর: খেদা জেলার ভাত্রাক নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক রোজা রোজি দরগায় হামলা চালিয়ে স্থানটিতে মূর্তি নিয়ে পূজা করে হিন্দুরা। রিপোর্টে বলা হয়, সেখানে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও হস্তক্ষেপ করেনি।

৫ই অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশের নিমুচ জেলায় একটি মসজিদে হামলা চালিয়ে মসজিদ ধ্বংস করে দেয় হিন্দুত্ববাদীরা। পুনরায় নির্মাণ করা হলে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে যায় হিন্দুরা।

২২শে মে: উত্তরপ্রদেশে একটি মসজিদকে অবৈধ স্থাপনা উল্লেখ করে ভেঙে দিয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। মুসলিমরা জানিয়েছেন, বহু বছর আগেই এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

হুমকি:

৪ঠা নভেম্বর:

নরেশ কুমার সূর্যবংশী নামে এক হিন্দু ব্যক্তির ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দিল্লির সন্ত নগর এলাকায় একজন মুসলিম বিরিয়ানি বিক্রেতাকে হুমকি দিতে দেখা যায় তাকে। দীপাবলিতে মুসলিম ব্যক্তি কেন দোকান নিয়ে বসেছেন এজন্য সে দোকানদারকে হুমকি দেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে উগ্র সংগঠন বজরং দলের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছে। হিন্দুদের কোনো অনুষ্ঠানে মুসলিমরা দোকান দিলে আগুন লাগিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। পরে আতঙ্কিত মুসলিমরা দোকান বন্ধ করে দেন।

২রা নভেম্বর: আলিগড়ে মুহাম্মদ আমির নামে এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে হিন্দুরা আক্রমণ করে। এসময় মুসলিম বাবা ও ছেলে দুজনকেই জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে বাধ্য করে। দ্যা টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ এলাকায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়মিতই নির্যাতন করা হয়।

২৬শে অক্টোবর: গুজরাটে বসবাসকারী মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতক দাবি করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়ে একটি মিছিল বের করেছে উগ্র হিন্দুরা। মিছিলে হিন্দু নারীদেরও দেখা যায় যে, তারা স্লোগান দিয়ে মুসলমানদের হুমকি দিচ্ছিল, 'যদি ভারতে থাকতে চাও, তবে জয় শ্রী রাম বলতে হবে।'

১৮শে অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশের ইসলাম নগরে একদল হিন্দু এক মুসলিম যুবতীকে তার বোরকা খুলে ফেলতে বাধ্য করে। একজন হিন্দু বলে, তোর বোরকা খুলে ফেল, তুই আমাদের সম্প্রদায়কে কলংকিত করছিস।

১৪ই অক্টোবর: যতি নরসিংহানন্দ নামে এক মুশরিক হিন্দু নেতা ১০ বছর বয়সী মুসলিম ছেলেকে ধরে নিয়ে মন্দির ঘুরিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। নাবালক ছেলেটি ঘটনাক্রমে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে পড়েছিল। পরে সন্ত্রাসী যতি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ছেলেটি পুলিশকে জানায়, মন্দিরের কাছেই কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) ভর্তি থাকা তার গর্ভবতী বোনকে দেখতে সে এই এলাকায় এসেছিল। উগ্র যতি নরসিংহানন্দর দাবি, ১০ বছরের বাচ্চা ছেলেটি ওখানে গিয়েছিল হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে!

৫ই অক্টোবর: হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০০ লোকের একটি দল ছত্তিশগড়ের কবিরধাম জেলার কাওয়ার্ধা শহরের রাস্তায় খোলা তরবারি ও লাঠি হাতে মিছিল করে। এ সময় তারা মুসলিমদের বাড়িঘর ও যানবাহনে হামলা চালায় ।

ডিসেম্বর: হরিয়ানার পালওয়ালের রসুলপুর গ্রামের রাহুল খান নামে এক মুসলিম যুবককে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে একদল উগ্র হিন্দু। তারা মুসলিম ছেলেটির বাড়িতে এসে তাকে ধোঁকা দিয়ে বাহিরে নিয়ে এলোপাথাড়ি কুপায়। এর কয়েকদিন পরই ছেলেটি মারা যায়। একটি ভিডিওতে দেখা যায় আক্রমণকারী হিন্দুরা বলছে যে, 'হাম হিন্দু হ্যায় হিন্দু, তু মোল্লা হ্যায় মোল্লা।

২০শে অক্টোবর: রুদ্রসেনা নামক একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের এক সদস্য ট্রেনের ভীড়ে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। তার দাবি, মুসলিম ব্যক্তিটি এক হিন্দু মহিলার গায়ে হাত দিয়েছে। মুসলিম ছেলেটি বলেছেন, আমি তো তার দিকে ফিরেও তাকাইনি। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই শেয়ার করেছেন। আক্রমণকারী হিন্দুটি নিজেকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে।

১৫ই আগস্ট: উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হিন্দুরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। হিন্দুদের দাবি কোনো মুসলিম পতাকা উত্তোলন করতে পারবে না।

২৫শে মার্চ: উত্তর পূর্ব দিল্লির খাজুরী খাস এলাকায় এক মুসলিমকে মারধর করে পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগান দিতে বাধ্য করে হিন্দুরা। এ ঘটনার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল।

১৩ই মার্চ: গাজিয়াবাদের একটি মন্দিরে পানি পান করার জন্য প্রবেশ করেছিল এক মুসলিম কিশোর। এ সময় হিন্দুরা তাকে মেরে মারাত্মকভাবে আহত করে। তার সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

সেপ্টেম্বর ১৬: কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সেই বিক্ষোভের নিউজ করার জন্য গেলে উর্দু ডেইলির একজন মুসলিম সাংবাদিককে মারধর করে হিন্দুরা।

২০২১ সালে মুসলিমদের উপর হিন্দু সন্ত্রাসীদের আক্রমণের কিছু তথ্য এখানে এসেছে। এভাবেই সমগ্র ভারতজুড়ে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে হিন্দুরা। মুসলিমদের গণহত্যা চালানোর প্রকাশ্যে হুমকিও দিচ্ছে। কিন্তু তবুও নীরব কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, নিশ্চুপ রয়েছে জাতিসংঘও। কোনো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে এরা এতদিনে সে দেশকে বোমা মেরে ধ্বংসই করে দিত। কিন্তু আজ মুসলিমদের উপর প্রকাশ্যে গণহত্যার ঘোষণা দিলেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না কথিত জাতিসংঘ। কারণ এই জাতিসংঘ মুসলিমদের বন্ধু নয়, বরং চরম শত্রু। এরা মুসলিমদের মুক্তির জন্য কাজ করবে না। মুসলিমদের মুক্তির জন্য নিজেদেরকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতে হবে বলে মনে করেন হক্কপন্থী আলেমগণ।

০৯ই জানুয়ারি, ২০২২

পাক-তালিবানের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করল আরও একটি দল

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'টিটিপি'তে নতুন করে আরও একটি মুজাহিদ গ্রুপ যুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হা.) তাঁর এক টুইট বর্তায় সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

টিটিপির মুখপাত্র বলেছেন যে, পাকিস্তানের বান্নু প্রদেশে জিহাদি কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি দল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদের (হাফি:) প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রদেশটির কেন্দ্রীয় বান্নু জেলার বাসিন্দা কমান্ডার জারার (হাফিজাহুল্লাহ) এর নেতৃত্বে নতুন এই দলটি টিটিপিতে যুক্ত হয়েছে।

মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তায় অন্যান্য মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি পাকিস্তানি অন্যান্য প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, তাঁরাও যেনো তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের বরকতময় কাফেলায় যুক্ত হন, যাতে করে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ভূমিতে ইসলাম বাস্তবায়নে কাজ করতে পারি।

উল্লেখ্য, গত বছর থেকে হিজবুল আহরার ও জামাতুল আহরার সহ প্রায় ১১টি মুজাহিদ দল টিটিপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এই ঐক্যের ফলে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একের পর এক তাঁরা সফল হামলাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

জায়নিস্ট আগ্রাসন | গুলি করে ও গাড়িচাপা দিয়ে ২ ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা

পশ্চিম তীরের একটি শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলি সেনাদের পাশবিক গুলিবর্ষণে ২১ বছর বয়সি ফিলিস্তিনি যুবক বাকির হাশশাষ নিহত হন। এছাড়া একই দিন পশ্চিম তীরের সাফা গ্রাম থেকে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন ২৫ বছর বয়সি যুবক মুস্তফা ইয়াসিন। এ সময় বসতি স্থাপনকারী ইহুদি নাগরিকরা গাড়িচাপা দিয়ে ইয়াসিনকে হত্যা করে।

গত ৬ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে। মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধকে এখন মামুলি ব্যাপারে পরিণত করেছে সন্ত্রাসবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইল। নিজেদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধি করতে নিয়মিতই মাজলুম ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে পাশবিক নির্যাতন।

গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত ২০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। এছাড়াও বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়ে উচ্ছেদ করেছে অংসখ্য ফিলিস্তিনিকে।

বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা,ইউরোপীয় ইউনিয়নের ও জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাইল দখলদারত্ব বৃদ্ধি ও রুটিন মাফিক আগ্রাসন চালাচ্ছে।

অন্যদিকে আরবের গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ইসরাইলের নির্যাতন ও অবৈধ রাষ্ট্রকে বৈধতা দিয়েছে। ফলে মাজলুম ফিলিস্তিনিরা নিজেদের বুকে বর্বর ইসরাইলের বুলেট মেনে নেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোন পথ বাকী রইল না।

মুস্লি নামধারী গাদ্দার শাসকদের পাশ কাটিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে তাই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে থাকেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

======

১. BREAKING| Israeli settler kills Palestinian youth after running over him in ramallah- https://tinyurl.com/2p82t85j

২. Israeli forces shoot dead Palestinian youth during dawn raid near Nablus city- https://tinyurl.com/2byef93p

---

ইরাকে আল কায়েদার প্রত্যাবর্তন; যে ইতিহাস অন্তরালে ছিল এতো দিন!

গত ৭ জানুয়ারি ২০২২ ইংরেজি, আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি মিডিয়া 'জাইশুল মালাহিম আলইলিকত্রুনি' টেলিগ্রাম ও জিহাদি প্লাটফর্মগুলোতে 'কাতায়িবুল কুর্দিস্তান ফিল ইরাক ওয়া ইরান' এর শুরা সদস্য শাইখ আবু রামি আলকুর্দি হাফিযাহুল্লাহ'র একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে। তাতে এই দলের ইতিহাস, আল কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্টতা, কুর্দি মুজাহিদদের জিহাদি কার্যক্রমের ইতিহাস ও বৃহত্তর কুর্দিস্তানজুড়ে আল কায়েদার ইতিহাস তুলে

ধরেছেন। পাশাপাশি আইএস-এর গাদ্দারি ও পদস্খলনের কিছু চিত্রও এতে উঠে এসেছে। আমি সংক্ষেপে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কুর্দি জিহাদিদের ইতিহাস অনেক পুরোনো। কুর্দি যোদ্ধারা বসনিয়ার জিহাদে প্রখ্যাত আরব মুজাহিদ শাইখ আনওয়ার শাবান এর সাথে বসনিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরব ও আফগান ফেরত যোদ্ধাদের হাত ধরেই বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলে বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। যাদের মাঝে জামাআত আনসারুল ইসলাম অন্যতম। এই জামাআতের একটি ব্রিগেডের প্রধান ছিলেন শাইখ উমর বাযিয়ানি হাফিযাহুল্লাহ, যিনি বর্তমান কাতায়িবুল কুর্দিস্তান এর আমীর। ইরানীয় কুর্দি অঞ্চলে জামাআত আনসারুল ইসলামের উপর ইরানের দমন পীড়ন এবং আরও কিছু কারণে দলের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। শাইখ উমর বাযিয়ানি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ও নিজস্বভাবে ইরানীয় কুর্দি অঞ্চলে কাজ শুরু করে দেন। উল্লেখ্য বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলের মাঝে ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের বিশাল অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

ইমারাতে ইসলামীর প্রথম আমলে কিছু সঙ্গীসহ শাইখ উমর বাযিয়ানি আফগানিস্তানে হিজরত করেন। এবং আফগানের কুর্দি মুজাহিদদের সহযোগিতায় আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছান। সেখানে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সাথে সাক্ষাত করে বাইয়াত প্রদান করেন। ঐসময় শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরিসহ কেন্দ্রীয় আল কায়েদা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আল কায়েদা পরিচালিত ঐতিহাসিক আল ফারুক প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, সেখানে তাঁরা শাইখ আবু মুসআব সুরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহ'র কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বরকতময় ৯/১১ অপারেশনের পর শাইখদের নির্দেশে তারা ইরানীয় কুর্দি অঞ্চলে হিজরত করেন। এখানে তিনি কাতিবাতুত তাওহীদ গঠন করেন। এবং বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সাহায্য প্রেরণ, মুজাহিদ সংগ্রহ ও আল কায়েদার সাপোর্টের জন্য কাজ করা শুরু করে দেন।

ইতোমধ্যে ইরাকে শাইখ আবু মুসআব যারকাবি'র কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। তিনি শাইখকে সাপোর্ট করার উদ্দেশ্যে কুর্দি মুজাহিদদের একটি দলকে নিয়ে শাইখ আবু মুসআব যারকাবির সাথে যোগ দেন। তাঁর দল কাতিবাতুত তাওহীদ ও শাইখ যারকাবির কাতিবুল জিহাদ মিলে জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ গঠন করা হয়। তিনি শাইখ যারকাবির নায়েব হিসেবে নিযুক্ত হন। এর কিছুদিন পর-ই এই দলটি শাইখ উসামা'র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে 'আল কায়েদা ইরাক' নাম গ্রহণ করে। এই সময় বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলজুড়ে কাতিবাতুত তাওহীদের বাকি অংশ আল কায়েদা কুর্দিস্তান শাখা নামে কাজ করে যাচ্ছিলেন। যেটি পরবর্তীতে ইরান সরকারের দমন পীড়নের কারণে কাতায়িবুল কুর্দিস্তান নাম গ্রহণ করে। কেননা সে সময় থেকেই ইরান আল কায়েদার উপর কঠোর মনোভাব রাখছিল।

২০০৬ সালে ইরাকের মজলিসে শুরা গঠন হলে তাতে আল কায়েদা ইরাক ও আল কায়েদার কুর্দি শাখাও যোগদান করেন। ২০১২/২০১৩ সালে ইরাক ও শাম-জুড়ে আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়াহ গঠন হলে তারা আল কায়েদার আনুগত্যের শর্তে তাদের অংশ হয়ে যান। উল্লেখ্য দাওলার সদস্যরা দাওলার গঠনের পর থেকেই জানতেন যে গোপনভাবে আল কায়েদার কাছে বাইয়াত রয়েছে, যেটি পরে শাইখ আইমান হাফিযাহুল্লাহ ও দাওলার সাবেক মুখপাত্র আদনানিও স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরই তাদের কাছে বাগদাদি ও আইএসের অন্যান্য নেতাদের ধোঁকাবাজি ও ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে উঠে। আল কায়েদার মুজাহিদিন আইএস থেকে

বের হয়ে যান, এবং পুনরায় কেন্দ্রীয় আল কায়েদার সাথে মিলিত হন। আবারও বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলজুড়ে 'কাতায়িবুল কুর্দিস্তান ফিল ইরাক ওয়া ইরান' নামে কেন্দ্রীয় উমারাহদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন।

আল কায়েদার বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলের মুজাহিদিন বরাবরই কেন্দ্রীয় উমারাহদের সহযোগিতা, মেজবানি ও মুজাহিদিন প্রেরণসহ বড় বড় অপারেশনেও অংশ নিয়েছেন। তারা আফগানিস্তান ও ইরাকে শত শত শহীদ যোদ্ধা প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান পর্যন্ত আল কায়েদার জন্য একটি নিরাপদ পথের ব্যবস্থা করেছেন। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ, শাইখ সুলাইমান আবুল গাইস-সহ বড় বড় কেন্দ্রীয় নেতাদের মেজবানি করেছেন। আইএস এর বিভ্রান্তি ও পরিশেষে পতনের পর আবারো ইরাকসহ বৃহত্তর কুর্দি অঞ্চলেজুড়ে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

লেখক- আব্দুল হামিদ

০৮ই জানুয়ারি, ২০২২

শুক্রবার ছুটি বাতিল ও মদপানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার গাদ্দার আরব আমিরাত সরকারের

মুসলিমদের কাছে শুক্রবার জুমার নামাজের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার দিন। এ হিসেবে শুক্রবার মুসলিম দেশগুলোতে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। তবে, সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়েছে এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার জুমার নামাজের দিনের ছুটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেছে দেশটি। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী সাপ্তাহিক বন্ধ শুরু হবে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে রোববার পর্যন্ত।

সেই সাথে মদপান ও নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশার উপর আইনি নিষেধাজ্ঞাও উঠিয়ে নিয়েছে দেশটি।

গতকাল (৭ জানুয়ারি) আমিরাত কেন্দ্রীয় সরকারের মিডিয়া কার্যালয়ে থেকে বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে সেই আদেশ। বলা হয়েছে, নতুন বছরে দেশজুড়ে সাপ্তাহিক কর্মদিবস হবে সাড়ে ৪ দিন। সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হবে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে রোববার পর্যন্ত।

আদেশে আরও বলা হয়, সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকাল ৯ টা কিংবা ১০ টা থেকে কর্মঘণ্টা শুরু হলেও শুক্রবার শুরু হবে সাড়ে ৭ টার দিকে, শেষ হবে বেলা ১২ টায়।

বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মতো আমিরাতেও শুক্র ও শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। এই দিনটি কর্মদিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দেশটির মুসলিম জনগণ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মুসলিমরা বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম যাতে ইসলামি সংস্কৃতি ও জুমার দিনের তাৎপর্য ভুলে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারে, এ জন্যই শুক্রবারের বন্ধ বাতিল করলো আমিরাতি দালাল শাসকগোষ্ঠী।

উল্লেখ্য যে, গতবছর দখলদার ইসরাইলের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে আরব আমিরাতের দালাল শাসকগোষ্ঠী। এছাড়াও ইয়েমেনে আগ্রাসন চালানো সৌদি জোটেও রয়েছে দেশটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

এজাতীয় ইসলামবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলোর এই দালাল শাসকগোষ্ঠীগুলোকে উৎখাতে বরাবরই প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:
======
১। Speculation of UAE change of weekend generates global headlines- https://tinyurl.com/2p9fp646

মালিতে আল-কায়েদার চিরুনী অভিযানে ১২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত, একজন বন্দী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির গাও রাজ্যের দুগি এলাকায় জেএনআইএম'এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চুরুনী অভিযানে ১২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত ০৪/০১/২২ তারিখ মঙ্গলবার দুপুরে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম ও আইএস সন্ত্রাসীদের মাঝে একটি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম-এর বীর মুজাহিদরা গাও রাজ্যের ডুগি এলাকায় আইএস সন্ত্রাসীদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে একটি চুরুনী অভিযান চালান। পরে সংঘর্ষ শুরু হলে 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ ১২ জন খারেজি আইএস সন্ত্রাসীকে খতম করতে এবং অন্য এক আইএস সদস্যকে বন্দী করতে সক্ষম হন। অবশিষ্ট সন্ত্রাসীরা তখন জীবন বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে অভিযান শেষে মুজাহিদগণ সন্ত্রাসীদের অবস্থান থেকে ৫টি AKM প্যাটার্ন রাইফেল, একটি চাইনিজ টাইপ 56 AK, PKM GPMG, ম্যাগ, কয়েকটি মোটরবাইক সহ বিবিধ জিনিসপত্র উদ্ধার করেন।

উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের কিছু দৃশ্য দেখুন…

https://k.top4top.io/p_21980i6vx0.jpg

https://l.top4top.io/p_21980c51t1.jpg

https://b.top4top.io/p_219884w5w2.jpg

বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি নিক্ষেপ ও রাশিয়াকে হস্তক্ষেপের আহ্বান কাজাখ সরকারের

কাজাখস্তানে গত ২ জানুয়ারি এলপিজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ ক্রমশ বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে।

তবে, নিজ ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে কাজাখস্তানের জনগণের উপর গুলি চালাতে একটুও দ্বিধা করছে না দেশটির সেক্যুলার সরকার। এমনকি ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে রাশিয়া থেকে সেনাবাহিনী চেয়ে এনেছে।

বিক্ষোভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিক্ষোভকারীদের ‘দেখা মাত্র’ গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার। শুক্রবার এক সরকারি আদেশে এ সম্পর্কে বলা হয়, গুলি চালানোর আগে তাদের সতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই সেনা সদস্যদের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নির্বিচারে গুলি নিক্ষেপ করছে সেনাবাহিনী। ভিডিওতে কয়েকজনের লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, এ পর্যন্ত গুলিতে ২৬ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। তবে বাস্তব মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

সেই সাথে রাশিয়ার দালাল কাযাখ সরকার একপর্যায়ে রাশিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে নিজ দেশের নাগরিকদের দমনে রুশ সেনা পাঠাতে। মুসলিম নামধারি এই ইসলামবিদ্বেষী শাসকেরা দুনিয়াজুড়েই তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তাদের বিদেশি প্রভুদের পদলেহন করে। আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐ ভিনদেশি অবিশ্বাসীদেরকে আগ্রাসন চালানোর সুযোগ করে দেয়।

যুগে যুগে সকল জালিমরা নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে জনগণের উপর চালালিয়েছে নিপিড়ন। মানুষের স্বভাবজাত ধর্মই হচ্ছে এসব নিপিড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। তবে জুলুমের বিরুদ্ধ ইসলামহীন আন্দোলন করে নির্যাতনের মাত্রাকে কমানো যাবে না, জা আজ দেশে দশে প্রমাণিত।

একারণে ইসলামি চিন্তাবিদগণ বরাবরই এসব জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে কথিত গণতান্ত্রিক নিষ্ফল আন্দোলনে না গিয়ে নববী মানহাজ অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তথ্যসূত্র:

======

১. Kazakh regime forces are shooting at people in Almaty city last night- https://tinyurl.com/2p86utka

বেনিনে সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় গাড়ি ধ্বংস, নিহত একাধিক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে দেশটির কুফ্ফার সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ২ সেনা নিহত এবং আরও কতক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেনিনের উত্তরে অবস্থিত বুরকিনা ফাঁসো সীমান্তের কাছে, দেশটির কুফ্ফার সেনাবাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। দেশটির আতাকোরা অঞ্চলের পেন্ডজারি জাতীয় উদ্যানের কাছে এই হামলা চালানো হয়েছে। যাতে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও অন্তত ২ সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত আরও অসংখ্য কুফ্ফার সৈন্য, যারা।

এএফপিকে বেনিন সেনাবাহিনীর দেওয়া এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, জিহাদীদের(প্রতিরোধ যোদ্ধা) উক্ত হামলায় ২ সেনা নিহত হয়েছে।
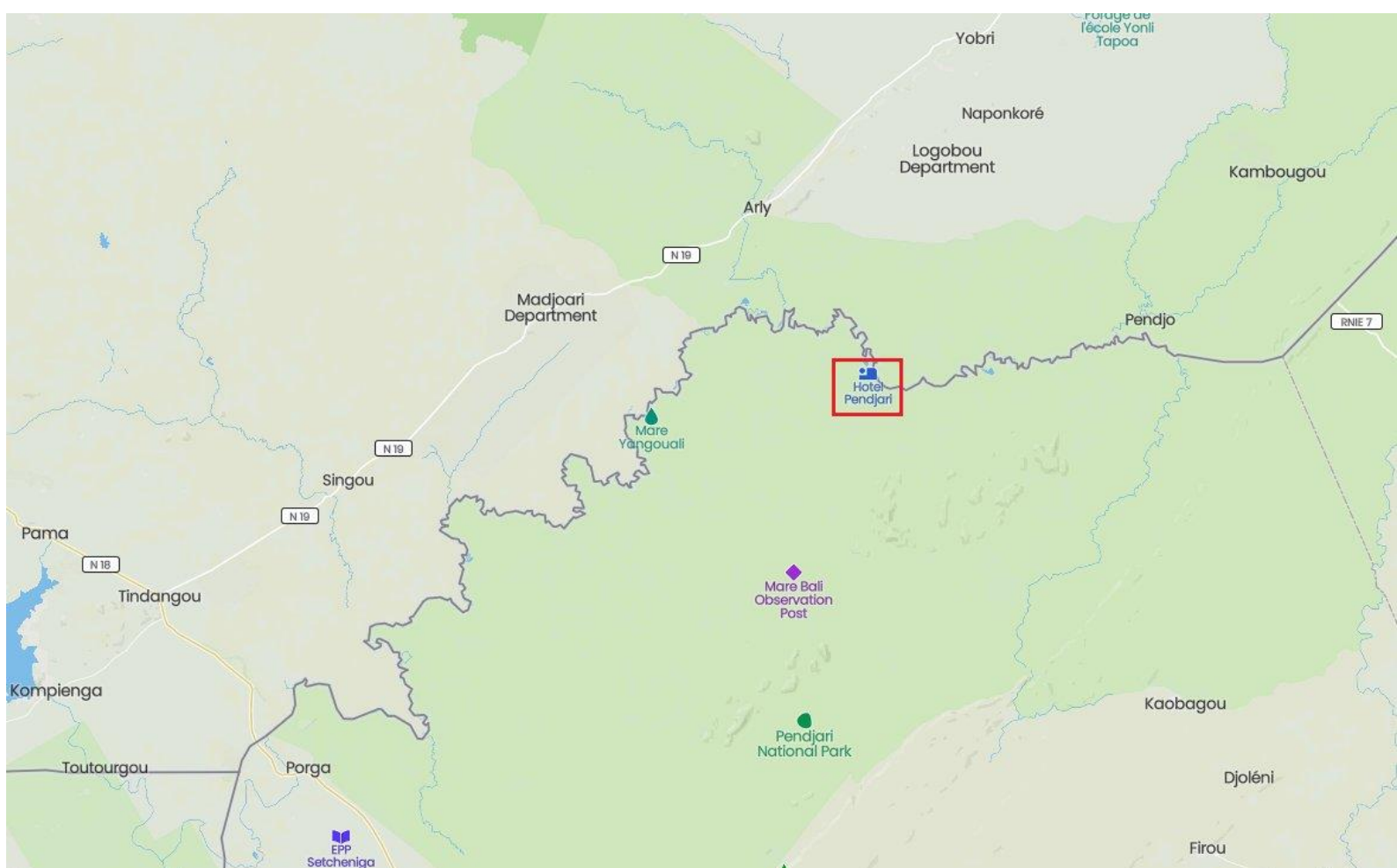
এই হামলার এক সপ্তাহ আগে বেনিনের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিস ট্যালনের দেওয়া এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, জিহাদিদের (ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী) বিরুদ্ধে সেনা বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি উত্তর বেনিনে দেশটির কুফফার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরেও দেশটির কুফফার বাহিনীর উপর ৭টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদরা। যাতে এক ডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

বেনিনে সাম্প্রতিক আক্রমণগুলি এমন একটি সময়ে এসে শুরু হয়েছে, যখন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) মধ্য আফ্রিকার নাইজেরিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর এবং মধ্য আফ্রিকাসহ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই আশা করছেন, ঔপনিবেশিক আমলে যে অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমারা জোড় করে খ্রিস্টান বানানোর মিশন চালিয়ে আলাদা খ্রিস্টান রাজ্য বানিয়েছে, সেই মুসলিম ভূমিগুলো এবার একে একে আবার মুসলিমদের হাতেই ফিরে আসবে। আর বেনিনও এমনই একটি খ্রিস্টানায়িত রাষ্ট্র।

মুমিনদের হৃদয় শীতলকারী ঐতিহাসিক শার্লি হেবদো হামলার সাত বছর

ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি হেবদোতে হামলার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে গত ৭ জানুয়ারি। বিশ্ব মুমিনের প্রাণের স্পন্দন হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) কে নিয়ে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ছবি অঙ্কন করায় ম্যাগাজিনটির অফসে হামলা চালান ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার দু'জন বীর মুজাহিদ।

ঘটনাটি ঘটে ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি, স্থানীয় সময় সকাল ১১:৩০ এ। হামলার কারণ:
দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম বিদ্বেষী এই ম্যগাজানটি বিশ্ব মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন রাসুল মুহাম্মদ (স.) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে আসছিল। যার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

https://ibb.co/pPsTYsV

পরে দুইজন নবী প্রেমিক যুবক ঐ বছরের ৭ জানুয়ারি ম্যাগাজিনটির কার্যালয়ে বন্দুক নিয়ে হামলা চালান। এসময় ঐ যুবকরা ম্যাগাজিনটির সম্পাদক ও নামকরা তিনজন কার্টুনিস্টসহ মানুষরূপী জগতের ১২ জন নিকৃষ্ট রুচির অপরাধীকে জাহান্নামে পাঠাতে সক্ষম হন।

মুমিনদের হৃদয় শীতলকারী বরকতময় উক্ত হামলাটি চালান আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত দুই ভাই, শরিফ এবং সাইদ। ঘটনার দুই দিন পরে ফ্রান্সের সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী কর্তৃক আয়োজিত একটি অভিযানে তাঁরা শহিদ হন।

https://ibb.co/SVRxtgj

বরকতময় এই হামলার প্রায় এক সপ্তাহ পর, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা থেকে ঘটনার দায় স্বীকার করা হয়। এবং বলা হয় আমাদের দুই ভাইয়ের দ্বারা সংগঠিত উক্ত হামলার মাধ্যমে "নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।"

শাইখ নাসের আল-আনসারী, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের অন্যতম নেতা, যিনি হামলার বিষয়ে এক ভিডিও বিবৃতিতে বলেছেন, "আমরা আরব উপদ্বীপের আল-কায়েদা সংগঠন হিসাবে এই অপারেশনের দায় স্বীকার করছি, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন যে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার সর্বোচ্চ আমীর শাইখ আয়মান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ্-এর নির্দেশে এই বরকতময় হামলাটি চালানো হয়েছে।

https://ibb.co/RhVqh0K

বরকতময় এই হামলার প্রথম দিনে এজেন্সিগুলোর সংকলিত তথ্য ছিল নিম্নরূপ:

- প্যারিসে রম্য ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো-এর সদর দফতরে মুখোশধারী এবং সশস্ত্র হামলাকারীরা ৯ সাংবাদিক, দুই পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন প্রযুক্তিবিদ সহ ১২ জনকে হত্যা করেছে।

- প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে হামলাকারীরা তাকবীর উচ্চারণ করে এবং বলে, "আমরা নবীর প্রতিশোধ নিলাম।" দুই প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হামলাকারীরা আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত।

- প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীরা বেশ শান্ত এবং পেশাদার চেহারার ছিল। তারা যেভাবে অস্ত্র ধারণ করছিল তাতে ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু যখন তারা পত্রিকার কেন্দ্রে প্রবেশ করেন, তখন অফিসগুলো কোন তলায় ছিল সে বিষয়ে তারা এতটা নিশ্চিত বলে মনে হয়নি।

- কারণ তারা সেই বিল্ডিংয়ে গিয়েছিল যেখানে ম্যাগাজিনের আর্কাইভ আছে, রাস্তায়, যেখানে শার্লি হেবদো অবস্থিত। কেন্দ্র নয় বুঝতে পেরে তারা দুটি গুলি করে চলে যায়।

- যখন তারা ম্যাগাজিনের বিল্ডিং এ পৌঁছে, তখন তারা দরজা খুলতে একজন মহিলা কার্টুনিস্টকে কোড ব্যাবহার করে প্রবেশ করতে বাধ্য করেন।

- হামলাকারীরা ম্যাগাজিনটির অফিসে প্রবেশ করার পর কর্মচারীদের, বিশেষ করে প্রধান সম্পাদক স্টিফেন চারবোনিয়ারের নাম বলে চিৎকার করে গুলি শুরু করেন।

হামলায় নিহতদের বিবরণ:

- স্টিফেন চারবোনিয়ার - ৪৭ বছর বয়সী, শার্লি হেবদোর প্রধান সম্পাদক।

- জিন ক্যাবুট - ৭৬ বছর বয়সী - ম্যাগাজিনের প্রধান কার্টুনিস্ট।

- জর্জ ওলিন্সকি - ৮০ বছর বয়সী - কার্টুনিস্ট।

- বার্নার্ড ভার্লহ্যাক - ৫৭ বছর বয়সী - কার্টুনিস্ট।

- বার্নার্ড মারিস - ৬৮ বছর বয়সী - অর্থনীতিবিদ, ম্যাগাজিনের কলামিস্ট।

- ফিলিপ অনার - ৭৩ বছর বয়সী - ২২ বছর ধরে ম্যাগাজিনটির কার্টুনিস্ট।

- মিশেল রেনড - প্রাক্তন সাংবাদিক, যিনি হামলার আগে পত্রিকাটি পরিদর্শন করেছিল।

- মুস্তাফা ওরাদ - আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

- এলসা কায়াত - ম্যাগাজিনের কলামিস্ট এবং বিশ্লেষক।

- ফ্রেডেরিক বোইসো - অফিসের টেকনিশিয়ান।

- ফ্রাঙ্ক ব্রিনসোলারো - ৪৯ বছর বয়সী - পুলিশ অফিসার, ম্যাগাজিন বিল্ডিং পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া দলের প্রধান।

- আহমেদ মেরাবেত - ৪২ বছর বয়সী - ফরাসি পুলিশ অফিসার।

ফরাসিরা এমন এক অপরাধী জাতি, যারা শতাব্দির পোর শতাব্দী ধরেই ইসলাম, মুসলিম ও প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা:)-কে নিয়ে ব্যাঙ্গ ও কটূক্তি করে আসছে। শেষ উস্মানি সুলতান আব্দুল হামিদ (রাহি:) এর শাসনামলেও তারা রাসুল (সা:) নিয়ে ব্যাঙ্গমূলক নাটক মঞ্চায়িত করতে চেয়েছিল। পরে খলীফা খবর পেয়ে ফ্রান্সকে যুদ্ধের হুমকি দিলে তারা ঐ নিকৃষ্ট কাজ থেকে সরে আসে।

ইসলাম, মুসলিম ও প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা:)-কে নিয়ে ব্যাঙ্গ ও কটূক্তি করাকে তারা কথিত বাক স্বাধীনতা বলে চালানোর চেষ্টা করে। অথচ যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট বা খ্রিস্টান পোপকে নিয়ে কেউ ব্যঙ্গচিত্র আঁকে, তখন তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয় এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। - এই হলো তাদের কথিত বাক-স্বাধীনতার বাস্তবতা, ডাবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

শার্লি হেবদোতে নবীপ্রেমী মুজাহিদ যুবকদের ঐ হামলা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা কোন ভাষা বুঝে, এবং তাদেরকে কোন ভাষায় জবাব দেওয়াটা একমাত্র কার্যকরী উপায়।

০৭ই জানুয়ারি, ২০২২

শুধুমাত্র কুরআন পাঠ করায় বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিমদেরও আটক করে বর্বর চীনা প্রশাসন

চীনে মুসলিমদের জোর করে নাস্তিক বানাতে এবং ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্বর কমিউনিস্ট প্রশাসন। চীন থেকে ইসলামী শিক্ষা মুছে দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে কুরআনী শিক্ষায়।

যারা চীনের বর্বর কমিউনিস্ট প্রশাসনের আদেশ অমান্য করে কুরআন শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে, তাদের জীবনেও নেমে এসেছে করুণ পরিণতি।

অনেক মুসলিমকে আটক করা হয়েছে। তাদের মাঝে একজন হলেন ৭২ বছর বয়সী উইঘুর মুসলিম এমিট নুর হক।
শুধু কুরআন অধ্যয়নের কারণে বয়সের ভারে নুজ্ব বৃদ্ধ মুসলিকেও ছাড় দেয়নি বর্বর চীনা প্রশাসন। সম্মানিত এই মুসলিমকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

নূর হকের মতোই নানান ঠুনকো অজুহাতে পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রায় ২০ লক্ষাধিক মুসলিমকে আটক রাখা হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে।

এবিষয়ে অমুসলিমদের সংঘ হিসেবে খ্যাতি পাওয়া কথিত জাতিসংঘ কোন ধরণের পদক্ষেপই নেয়নি। হলুদ মিডিয়া, কথিত সুশীল সমাজ ও দালাল বুদ্ধিজীবিরাও বরাবরের মতই মুসলিমদের উপর চালানো এই নিষ্ঠুর নিধনযজ্ঞ নিয়ে কোন কথা বলতে নারাজ।

ইসলামিক চিন্তাবিদগণ তাই মনে করেন, কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা এদের কারো তোয়াক্কা না করে নিজেদের সমস্যা সমাধানে মতানৈক্য ভুলে তাওহীদবাদী মুসলিমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র

১। https://tinyurl.com/4yd3yvc3

ভুলে যাওয়া সোপোর গণহত্যা : ভারতীয় বাহিনীর নৃশংসতার খণ্ডচিত্র

সোপোর গণহত্যা।

জানুয়ারী ৬, ১৯৯৩ সালের এই দিনেই ভারতীয় দখলদার বাহিনী কাশ্মীরের সোপোরে একটি ঘটনার অজুহাত তুলে ৫৭ জন নিরীহ বেসামরিক মুসলিমকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিল।

সোপোর উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার মধ্যে কাশ্মীরের একটি প্রধান শহর, শ্রীনগর থেকে ৫০ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।
অভিযোগ ছিল, সেখানে স্বাধীনতাকামীরা একটি অতর্কিত হামলায় ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই অজুহাত তুলেই সেদিন ভারতীয় হানাদার বাহিনী সোপোরের বেসামরিক

মুসলিমদের উপর নৃশংস তাণ্ডব চলায়। এটি ছিল হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর ঠাণ্ডা মাথায় চালানো এক মুসলিম গণহত্যা।

হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী একজন দোকানদার গোলাম রসুল গানাই বলেছেন, "কথিত জঙ্গি হামলার পরে ভারতীয় বাহিনী নির্বিচারে নিরস্ত্র বেসামরিকদের উপর গুলি চালায় এবং বাজার- বিশেষ করে প্রধান চক থেকে তহসিল অফিস পর্যন্ত এলাকা জ্বালিয়ে দেয়... ...৫৭ জন মৃত বেসামরিক নাগরিকের মধ্যে, অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সৈন্যরা একটি এসআরটিসি বাসের (রেজিস্ট্রেশন নম্বর JKY-1901) থেকে চালককে টেনে নিয়ে যায় এবং বোর্ডে থাকা যাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণ করে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২০ জন যাত্রীর।"

গোলাম রসুল আরও বলেন, "সৈন্যরা পরে আশেপাশের অনেক বিল্ডিং, দোকান এবং বাড়িতে গান পাউডার এবং পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। শালপোরা, শাহাবাদ, মুসলিমপির, ক্রালটাং এবং আরামপোরা সহ পাঁচটি এলাকায় ২৫০ টি দোকান সহ আশেপাশের ৪৫০ টিরও বেশি স্থাপনা এবং ৭৫ টি আবাসিক বাড়ি ছাই-এ পরিণত হয়। ভবনগুলির মধ্যে কিছু ল্যান্ডমার্ক রয়েছে- যেমন মহিলা ডিগ্রি কলেজ এবং সামাদ টকিজ।"

গোলাম রসুলের বর্ণিত ঐ বাস্তি ছিল বিয়ের বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ঐ বাসে মেশিনগানের আগুন দিয়ে স্প্রে করে, চালক এবং ১৫ জনেরও বেশি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে। বাসের প্রায় সব যাত্রী নিহত হলেও বর ও কনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বেঁচে যান, তবে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে। হামলায় আহত হয়য়ে যখন কনে শাহানা ও তার এক গর্ভভতি আত্মীয়া কাতরাচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় নৃশংস ঐ বিএসএফ জওয়ানরা ঐ দুই নারীকে পাশের ক্যাম্পএ নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে এখনো ফুপিয়ে উথেন শাহানা।

ঐদিন আরও তিনটি গাড়িতেও গুলি চালানো হয় এবং তারপর আধাসামরিক বাহিনী গাড়িগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

কাশ্মীরে উন্নয়ন আর কাশ্মীরবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনের মেকি শ্লোগান তোলা হিন্দুত্ববাদী ভারত এমন উন্নয়ন আর প্রগতিই উপহার দিয়েছে কাশ্মীরবাসী মুসলিমদেরকে, যার ক্ষত এখনো দগদগে। ২০১৯ সালে কাশ্মীরকে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর সেখানে উন্নয়ন ঘটার এমন কাহিনীই তো প্রচার করেছে ভারত ও বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদের দালাল মিডিয়াগুলো!

গণহত্যার বেঁচে যাওয়া আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী তারিক আহমেদ কানজওয়াল (৪৮), তিনি তখন ছিলেন ২০ বছরের যুবক। তিনি জানান, "একটি দোকানে পুড়ে যাওয়া একজন ব্যক্তির ছবি আমাকে সর্বদা তাড়িত করবে। তার মাথা জ্বলছিল।"

তারিকের আরও মনে আছে কিভাবে "শাহীন স্টুডিওর মালিক শাহীন এবং তার সহকারীকে দোকানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।"

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার সংস্থাগুলি এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছিল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিচার দাবি করেছিল। সোপোর গণহত্যা নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে "রক্তের জোয়ার উঠছে" শিরোনামে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। - আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিবাদ বলতে গেলে এততুকুই। এই ঘতত্র জন্য না কথিত জাতিসংঘ কোনদিন ভারতের নিন্দা করেছে, আর না ভারতীয়রা কখনো ঐ গণহত্যায় জড়িত কোন সৈনিকের বিচার করেছে।

এথেকেই ঐ মুসলিম গণহত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের সরাসরি জড়িত থাকা এবং কাশ্মীরে মুসলিম নিধনে কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মৌন সম্মতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

কাশ্মীরি গণহত্যার ভুলে যাওয়া এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টি তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল ভারতীয় নৃশংসতা আর বিশ্ববাসীর নির্লিপ্তটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, যেন বিশ্ববাসী এই ধোঁকাবাজীর অবস্থান থেকে সরে এসে কাশ্মীরি মুসলিমদের অসহায়ত্ব অনুধাবন করে, তাদের পাশে দাঁড়ায়, তাদের ভুলে না যায়। এবং, সর্বোপরি, যেন হিন্দুত্ববাদী ভারতের জুলুম-নৃশংসতার প্রকৃত চিত্র আর হিন্দুত্ববাদীদের ভয়ংকর নোংরা চেহারটা বিশ্ববাসী চিনতে ও চিনাতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। SOPORE MASSACRE: When 57 civilians were killed, 400 shops and 75 houses burnt down – https://tinyurl.com/2t5ujem8

২। https://tinyurl.com/mpzbdnft

৩। Sopore massacre – https://tinyurl.com/b6v6waa9

০৬ই জানুয়ারি, ২০২২

বার্ষিক রিপোর্ট || পাক-তালিবানের ২৮২টি অভিযানে ৯৭২ গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরোধ বাহিনীটি পাকিস্তানে তার কার্যকারিতা বাড়িয়েছে। সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর অফিসিয়াল মিডিয়া থেকে একটি বার্ষিক ইনফোগ্রাফি সম্প্রচার করা হয়েছে। যাতে ২০২১ সালে সারা দেশে চালানো প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অভিযানগুলোর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র ও প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে সংযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোর মাধ্যমে প্রচারিত উক্ত ইনফোগ্রাফি অনুসারে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র বীর মুজাহিদগণ গত ২০২১ সালে সিন্ধু রাজ্য ছাড়া রাজধানি ইসলামাবাদসহ দেশের বাকি ১২টি রাজ্যের ১৯টি জেলায় মোট ২৮২টি অভিযান চালিয়েছেন। হামলাগুলিতে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৯৭২ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অঞ্চল হিসাবে টিটিপির বীর যোদ্ধারা সবচাইতে বেশি হামলা চালিয়েছেন উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, ৮১টি। এরপর রয়েছে বাজোর এজেন্সিতে ৬২টি। অপরদিকে রাজ্য হিসাবে টিটিপির হামলায় সর্বোচ্চ সংখ্যাক সেনা নিহত হয়েছে বান্নুতে, যেখানে টিটিপির বীর যোদ্ধারা অভিযান চালিয়ে ১০০ সেনা ও পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছেন। এরপরে রয়েছে বাজোর এজেন্সি, যেখানে টিটিপির হামলায় সামরিক বাহিনীর ৬২ গাদ্দার সদস্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে মাস হিসাবে টিটিপির হামলার পরিসংখ্যান ছিল-

- জানুয়ারীতে: ১৭

- ফেব্রুয়ারিতে: ১৫

- মার্চে: ৩৯

- এপ্রিলে: ১৬

- মে: ২১

- জুনে: ১৬

- জুলাই: ২৬

- আগস্টে: ৩২

- সেপ্টেম্বরে: ৩৭

- অক্টোবরে: ২৪

- নভেম্বরে: ৪

- ডিসেম্বরে: ৪৫

যেহেতু ঐবছরের ৯ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামাবাদ প্রশাসন এবং টিটিপির মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তাই নভেম্বর মাসে টিটিপি সবচেয়ে কম আক্রমণ করেছিল। অপরদিকে পাকিস্তান প্রশাসন যুদ্ধবিরতি ও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করায় ডিসেম্বরে লক্ষণীয় হারে টিটিপির হামলা বেড়ে যায়।

উক্ত ইনফোগ্রাফিতে দেখানো হয়েছে যে, ঐ বছর টিটিপি যোদ্ধারা সফল অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের গাদ্দার প্রশাসনের ৬৮৮ সেনা, ১৪২ এফসি, ১২০ পুলিশ, ১৭ গোয়েন্দা এবং লেভিস ফোর্সের ৫ সদস্যকে হত্যা বা আহত করেছেন।

টিটিপি জানিয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের এসব হামলার মধ্যে তিনটি শহিদী বোমা হামলাও রয়েছে। সব মিলিয়ে টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত ২৮২টি হামলায় গাদ্দার প্রশাসনের মোট ৫০৯ নিহত এবং ৪৬৪ সদস্য আহত হয়েছে।

সেইসাথে মুজাহিদদের হামলায় ২৫টি সামরিক যান, ২৪টি গাড়ি এবং ১২ এরও বেশি সামরিক কাঠামো এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়েছে।

উল্লেখ্য এই গাদ্দার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে প্রতারণা ও তাদের সরাসরি ক্ষতি করে আসছে। তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার ফিরিস্তি এতই দীর্ঘ যে, সেটা কখনো কখনো হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় বর্বর বাহিনীকেও হার মানায়।

টিটিপি মুজাহিদগণ তাই ঐ গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলা ও নির্মূল অভিযান চালিয়ে এই উপমহাদেশের আম মুসলিম জনতা ও বিশ্ব মুসলিমের এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে করেন হকপন্থী উলামাগণ।

মালিতে রুশ সেনাদের উপর আল-কায়েদার প্রথম হামলা, হতাহত এক ডজনেরও বেশি

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিজয় অভিযান রুখতে যুদ্ধে জড়িত হয়েছে দখলদার রাশিয়া। সেই লক্ষ্যে দেশটির ভাড়াটে সামরিক কোম্পানি 'ওয়াগনার' মালির বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় সংঘাতে জড়াতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে। সেইসাথে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে প্রথমবারের মত হতাহতের শিকার হয়েছে ভাড়াটে বাহিনীটি।

রাশিয়ার কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠতার জন্য পরিচিত এবং "পুতিনের গোপন বাহিনী" নামে পরিচিত বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থা 'ওয়াগনার'।

দখলদার ফ্রান্স দীর্ঘ যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে যখন একে একে মালির বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়তে শুরু করেছে, তখন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে ফ্রান্সর পালিত মালির গোলাম সরকার। কেননা দখলদার ফ্রান্স মালি ছাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এবং তাঁরা ২০১২ সালের ন্যায় রাজধানী বামাকোর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন।

এর ফলে ফ্রান্সের গোলাম সরকার নিজেদের খমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে তাদের পূর্বেকার প্রভুদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে আরেক নতুন প্রভু রাশিয়ার দিকে ফিরেছে। সেই সূত্রে দখলদার রাশিয়াও তাদের নতুন গোলামদের রক্ষা করতে নিজেদের বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থা 'ওয়াগনার'কে মালিতে মোতায়েন করতে শুরু করেছিল।

স্থানীয় সূত্র জানায় যে 'ওয়াগনার' নামক এই ভাড়াটিয়া সামরিক বাহিনীটি ইতিমধ্যে মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িত হতে শুরু করেছে।

অঞ্চলটি থেকে প্রেরিত তথ্য অনুসারে, মালির মোপ্তি রাজ্যের বান্দিয়াগাড়া এবং ব্যাঙ্কাস বসতিগুলোর কাছে ভাড়াটিয়া বাহিনী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে লড়াই শুরু হয়েছে। সূত্রটি জানায়, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এবং রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, সংঘর্ষের সময় 'জেএনআইএম' যোদ্ধাদের কৌশলি গেরিলা হামলায় বড়ধরণের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে রাশিয়ান বাহিনীটি। সেই সাথে এক ডজনেরও বেশি দখলদার ভাড়াটিয়া সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের মতো দখলদার রাশিয়ার এই ভাড়াটিয়া সৈন্যরাও খুব শীগ্রই মালি থেকে পালাতে শুরু করবে।

'ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা উচিত' মন্তব্য উগ্র হিন্দুত্ববাদী

বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ সরিয়ে রেখে এখন প্রকাশ্যে কল্পিত রাম রাজ্য বাস্তবায়ন করতে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যখন দেখছে এভাবে মুসলিমদের শেষ করা যাবে না। তাই মুসলিম নিধনের প্রকাশ্য ডাক দেওয়া হচ্ছে।

এবার আরো এক ধাপ এগিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী পিঙ্কি চৌধুরী এক জনসভায় "ইসলামকে দ্রুতগতির বিষ ও খ্রিস্টধর্মকে ধীরগতির বিষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর দাবি করেছে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে হবে।

ভারতবর্ষ থেকে ইসলামি শাসন পতনের পর হিন্দুরা ইংরেজদের সহায়তায় মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। যেই হিন্দুরা এক সময় ইসলাম ও মুসলিমদের তসামদ করে চলত, তারাই এখন ইসলাম ও মুসলিমদের দূর্বলতার সুযোগে ইসলাম ও মুসলিমদের শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।

এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে হকপন্থী আলেমগণ ভারতীয় মুসলিমদেরকে সকল বিভেদ ও তন্ত্র-মন্ত্রের উর্ধ্বে উঠে নববি মানহাজের অনুসরন করতে হবে বলে মোট দিয়ে আসছেন বহুকাল ধরে। এর বাস্তব প্রয়োজন মুসলিমরা এখন টের পাচ্ছেন বলে স্মনে করছে কেউ কেউ।

তথ্যসূত্র:

১। Hindutva extremist, Pinky Chaudhary, says #Islam and Yes Christianity should be wiped off from Earth. https://tinyurl.com/yuvhcj5b

রক্তাক্ত কাশ্মীর | সন্তানের লাশ ফেরত পেতে অসহায় পিতার আহাজারি

কাশ্মীরি এক হতভাগ্য পিতা মুশতাক ওয়ানি।

গত ১২টি মাস ধরে মুশতাক ওয়ানি ভারতীয় বাহিনীর হাতে নিহত তার ১৬ বছরের ছেলের লাশ ফেরত চাইছেন। ছেলে আতহার মুশতাকের জন্য তিনি ১২ মাস আগে থেকে কবরও খুঁড়ে রেখেছেন, সেই কবরে ছেলেকে দাফন করতে চান তিনি।

আতহার মুস্তাক ও তার ২ বন্ধুকে ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর ভুয়া এনকাউন্টারে হত্যা করে বর্বর ভারতীয় দখলদার বাহিনী।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা এক ভিডিওতে তিনি বলছিলেন - "ভারতের সৈনিক, পদবি পাওয়ার জন্য কাকে খুন করে.?. ঐ ছোট ছোট বাচ্চাদের। ঐ বোনদেরকে আমি মোবারকবাদ জানাই, গোটা হিন্দুস্তানকে মোবারকবাদ জানাই... মিডিয়ায় যা দেখায়- আমরা এনকাউন্টার করেছি, এটা তো শুধু এমনই, ভুয়া এনকাউন্টার। ... এখন আমি ইনসাফ চাই। আমাকে এখন আমার ছেলের লাশ ফেরত দিন। এখন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব, যতক্ষণ আমি জিবিত থাকবো।"

তিনি আরও বলেন, "আর আমি কালকে শ্রীনগরেও যাচ্ছি, ওখানে যদি আমার ছেলের লাশ না পাই, তাহলে আমি আত্মহত্যা করে ফেলব, ওখানেই। ব্যস, আর কিছু বাকি নেই... আমি অপেক্ষা করব।"

অসহায় এই পিতা এমন আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ভাবছেন, এভাবে বুঝি তিনি তার ছেলের লাশ ফেরত পাবেন। কিন্তু অসহায় পিতা এটা জানেন না যে, দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাদের মন এভাবে গলানো যাবে না।

একদিকে কাশ্মীরি মায়েরা বন্দী ছেলেকে দেখার আক্ষেপ নিয়ে দিনাতিপাত করেন। আর অন্যদিকে কাশ্মীরি পিতারা, সন্তানের লাশ ফেরত চেয়ে মিছিলে শ্লোগান তুলেন; আবার ঘরে থাকা কন্যাদের আব্রুর নিরাপত্তা চিন্তায় উদ্বেগে দিন কাটান।

উদ্বিগ্ন হবার কারণও যথেষ্ট। উপত্যকায় প্রতি ১০ জন কাশ্মীরি মুসলিমের জন্য নিয়োজিত রয়েছে একজন করে সশস্ত্র রক্তপিপাশু ভারতীয় সৈনিক... এই নিষ্ঠুর হিন্দুত্ত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনী যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারে। এই দখলদারদের পাশবিকতার বলি হয়ে গত ৩০ বছরে ১১ হাজার কাশ্মীরি মুসলিম নারী ধর্ষিতা হয়েছেন

এভাবেই রক্ত ঝরছে কাশ্মীরে, আর এভাবেই নিশ্চুপ হয়ে আছি আমরা, যেন কিছুই শুনছি না, কিছুই দেখছি না, আর কিছু বলছিও না।

একসময় কাশ্মীরি মুসলিমরা স্যেকুলার পাকিস্তানের গাদ্দার সেনাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল, ঐ গাদ্দাররা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই কাশ্মীরি মুসলিমদের প্রতিরোধ যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতো। কেউ কেউ আবার নিজেদের আন্দোলন সংগ্রামকে স্যেকুলারদের বেঁধে দেওয়া ছকে আটকে রেখেছিল।

তবু তারা রক্ত দিয়েছে অনেক, অনেক ত্যাগ স্বীকারের পরেও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা বা ইনসাফভিত্তিক শরয়ি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

কিন্তু সময় এখন পালটেছে; তাওহীদবাদী কাশ্মীরি মুসলিমরা নতুন উদ্যমে তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছেন। এখন তারা আর শুধু রক্ত দিচ্ছেন না, জালেম ভারতীয় দখলদারদের শিবিরে পাল্টা আঘাতও হানছেন।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই এখন বলছেন, বিশ্ববাসীর এখন উচিৎ কাশ্মীরি মুসলিমদের এই সংগ্রামে পাশে দাঁড়ানো, তাদের পক্ষে কথা বলা, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং তাদের উপর ভারতীয় আগ্রাসী বাহীনির এই জুলুম নিপীড়নের চিত্র স্পষ্ট করে তুলে ধরা।
আর ভুলে যাওয়া কাশ্মীরের জুলুম-নিপীড়নের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তোলা।

তথ্যসূত্র :

১। For 12 months, Mushtaq Wani has been waiting for the body of his 16-year-old son to be returned to him so he can bury his son in a grave he dug 12 months ago - https://tinyurl.com/bddxjse5

০৫ই জানুয়ারি, ২০২২

মুসলিম শিক্ষাথী সহ সকলকে সূর্যের পূজা করানোর নির্দেশ দিয়ে মোদী সরকারের চিঠি

ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুসলিমসহ সকল শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলকভাবে সূর্য নমস্কার তথা সূর্যের পূজা করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী মোদী সরকার।

‘সূর্য নমস্কার’ করা মানে সূর্যের পূজা করা, আর সূর্যের পূজা করা সম্পূর্ণ রূপে ইসলামী শরিয়াত বিরোধী। যা লঙ্ঘন করা কোনো মুসলিমের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়।
তাদের মনগড়া লিখিত সংবিধানেও বলা হয়নি কোনও সরকারি স্কুলের পঠন পাঠনে কোনও বিশেষ ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার কথা। অথবা কোনও বিশেষ ধর্মের উৎসবে সকলকে বাধ্য করার কথা।

'আজাদি কা অমৃত মহাোৎসব' পালনের নাম করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রনালয় স্কুলে স্কুলে ছাত্রদের সূর্য নমস্কার করার নির্দেশ জারি করে। জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে দেশের ৩০ হাজার স্কুলে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে। ১

থেকে ৭ জানুয়ারি সেই কর্মসূচী চলবে। পাশাপাশি ২৬ জানুয়ারি সূর্য নমস্কার নিয়ে একটি কনসার্টের আয়োজন করার কথাও বলেছে কেন্দ্রীয় হিন্দুত্ববাদী সরকার।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে প্রকাশ, ইউজিসি-র সচিব রজনীশ জৈন ইতিমধ্যেই দেশের এক হাজারের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ৪০ হাজার কলেজের অধ্যক্ষদের চিঠি দিয়ে ৩ লক্ষ শিক্ষার্থীদের যাতে এই সূর্য নমস্কার কর্মসূচিতে অংশ নেয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছে। অথচ ৩ লক্ষের মাঝে মুসলিম শিক্ষার্থীও রয়েছে। কোন মুসলিম পড়ুয়াদের পক্ষে এই সূর্য নমস্কারে অংশ নেওয়া কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এটা স্পষ্ট আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক। যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

যুগ যুগ ধরে মুখোশধারী হিন্দুরা অসাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা বুলিতে বিশ্বাস করিয়েছে যে "ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এ দেশ বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের মিলন ক্ষেত্র। মুসলিমরা সরলমনে তাদের কথা বিশ্বাস করলেও বিভিন্ন সময় আসল খোলসে বের হয়ে আসে উগ্র হিন্দুরা, এখন যার পূর্ণ রূপ দেখা যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ সরিয়ে রেখে কল্পিত রাম রাজ্য বাস্তবায়ন করতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা দেশের সর্বত্র সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আদর্শ ও ঐতিহ্য মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। জোর করে 'জয় শ্রী রাম' বলান বা সবসেশ এই সূর্যপুজার নিয়ম চাল করে - এসব ঘটনা তারই ইঙ্গিত।

ভারতে মুসলিমদের শাসন-কর্তৃত্ব না থাকার সুযোগে, মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের জঘন্য শিরকী কর্মকাণ্ডগুলো চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে বলেই মতামত ব্যক্ত করেছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

১.সূর্যের নমস্কার করানোর নির্দেশ দিয়ে মোদী সরকারের চিঠি https://tinyurl.com/5cjrj5z7

পাক-তালিবানের দুর্দান্ত অভিযানে ১৬ এরও বেশি গাদ্দার সেনা নিহত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। শুধু গত ৪ দিনের হামলাতেই নিহত হয়েছে ১৫ গাদ্দার সেনা, আহত হয়েছে আরও একাধিক সৈন্য।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, গত ৪ দিনে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ৫টি সফল হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। দলটির মুখপাত্রের একাধিক টুইট বার্তা থেকে জানা যায় যে, টিটিপির বীর যোদ্ধাদের এসব সফল অভিযানে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়েছে। সেই সাথে এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদিন কর্তৃক ধ্বংস করা হয়েছে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১টি সাঁজোয়া যান।

বিবরণ অনুযায়ী, মুজাহিদগণ তাদের সবচাইতে সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মুহাম্মদ-খাইল এলাকায়। যেখানে গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক পোস্ট টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত হয়।

অপরদিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর-আলি সীমান্তে মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে অভিযান চালানোর চেষ্টা করে গাদ্দার সৈন্যরা। এসময় মুজাহিদগণ সাথে সাথে পাল্টা জবাব দেন, যাতে ৫ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়। সেইসাথে গাদ্দারদের অভিযান ব্যর্থ হয়।

গদ্দার পাকি আর্মি বার বার ওয়াদার খেলাফ ও চুক্তি ভঙ্গ করার পরেও আফগান তালিবানের মধ্যস্থতায় তাদের সাথে এক মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিলেন টিটিপিঁ মুজাহিদিন। কিন্তু সেখানেও ঐ গাদ্দার বাহিনী চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে। তাই ইসলামের শত্রু এই দালাল বাহিনীর উপর আরও ব্যাপক ভিত্তিক হামলা শুরু করেছে টিটিপিঁ'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন যে, আচিরেই হয়তো টিটিপিঁ পকিস্তানের অধিকাংশ ভূমি থেকে গাদ্দার পানি আর্মিকে সরিয়ে ইসলামি শরিয়ার ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

কেনিয়ায় হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি : আশ-শাবাবের হামলায় জেলা প্রশাসক সহ নিহত ৯ এরও বেশি ক্রুসেডার

সম্প্রতি সোমালিয়ার পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান প্রধান দেশ কেনিয়ায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব। প্রতিদিনই সেখানে নিহত হচ্ছে অসংখ্য খ্রিস্টান ক্রুসেডার সৈন্য।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সম্প্রতি নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছাড়িয়ে সরকার-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে হামলার পরিধি বাড়িয়েছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে কেনিয়ার সেনাবাহিনী, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিরা।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ জানুয়ারি রাতেও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্ররোধ যোদ্ধারা কেনিয়ার লামু অঞ্চলে হামলা চালিয়েছেন। যাতে অন্তত ৭ ক্রুসেডার নিহত হয়েছে।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা লামু রাজ্যের উইন্ডো গ্রামে পরিকল্পিত এই হামলাটি চালিয়েছেন। যেখানে কেনিয়ার ক্রুসেডারদের এক চেয়ারম্যান সহ ছয়জন কেনিয়ান কাফেরকে হত্যা করেছে আশ-শাবাব।

একই রাতে আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা উইন্ডো জেলা প্রশাসকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই সাথে কেনিয়ার ক্রুসেডার বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভারী লড়াই শুরু হয়। সংঘর্ষ ঘাঁটির ভিতরে হওয়ায় হতাহতের বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায় নি।

তবে এসময় আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদরা কেনিয়া পুলিশ বাহিনীর একটি ট্রাক, ২টি গাড়ি, ২টি মোটরসাইকেল এবং একটি খাবারের গোডাউন জ্বালিয়ে দেয়। সেই সাথে বর্তমানে রাজ্যটির এমপেকেটোনি জেলায় আশ-শাবাব ও কেনিয়ান বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ৫ জানুয়ারি ভোর হতেই লামু রাজ্যের হিন্দি এলকায় ক্রুসেডারদের লক্ষ্য করে মারাত্মক হামলা চালাতে শুরু করেছে আশ-শাবাব। এদিন দুপুর নাগাদ পাওয়া তথ্যমতে, আশ-শাবাবের হামলায় অন্তত ২ ক্রুসেডার নিহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে আরও অসংখ্য।

দেশটির ন্যাশনাল আর্মি এর একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, হিন্দিতে আশ-শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ার খ্রিস্টানদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছে। সেই সাথে লামুতে হামলা ২০২২ সালের জানুয়ারির শুরু থেকেই তাঁরা হামলা তীব্রতর করেছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সাল থেকে কেনিয়ার সামরিক বাহিনী সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের অগ্রগতি রুখতে আক্রমণ শুরু করেছিল। এরপর থেকেই কেনিয়ায় আশ-শাবাবের হামলা বেড়েই চলেছে। যা সম্প্রতি পূর্বের যেকোন সময়কেই ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইসলামি চিন্তাবীদরা তাই আশা প্রকাশ করে বলছেন যে, শত বছর ধরে খ্রিস্টান মিশনারিরা ছলে-বলে জেসব এলাকাকে খ্রিস্টান প্রধান বানিয়েছে, মুজাহিদরা আবার সেসব এলাকা বিজয় করে মুসলিমদের ভূমি মুসলিমদের নিকট ফিরিয়ে আনবে।

মুসলিমদের গণহত্যার ডাকের পর এবার ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে নরসিংয়ানন্দের কুৎসিত মন্তব্য

ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে হিন্দুত্ববাদীদের যুগ যুগ ধরে লালিত বিদ্বেষ প্রকাশিত হচ্ছে। তারা এতদিন ধরে ভোটের সময় মুখে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই বলে আসলেও, তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ব্যতিত কিছুই নেই।

হিন্দুত্ববাদীদের উগ্র ধর্মীয় গুরু ইয়াতি নরসিংয়ানন্দ কিছুদিন আগেই ৩দিনের ধর্ম সংসদে মুসলিম গণহত্যার ডাক দিয়েছিল। সম্পতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইলাল হওয়া ভিডিওতে দেখ্য গেছে, নদীর তীরে ভক্তদের নিয়ে এক সাংবাদিকের সাথে কথা বলছে ইয়াতি নরসিংয়ানন্দ।

আর সেখানেই সে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে নানা ধরণের কুৎসিত মন্তব্য করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুৎসিত, নোংরা, সন্ত্রাসী ধর্ম বলে অবমাননা করেছে।
সে বলেছে, মুসলমান বড় চালাক। আধিপত্য বিস্তার করতে তাদের মুসলমানিত্ব বিসর্জন দেয়। নারীদেরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তারা লবিং করতে নিজেদের মহিলাদেরকে বড় বড় আধিকারীক, বড় বড় নেতা, মন্ত্রী,

সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যখন তাদের সাথে বিছানায় যায়, তখন তারা কাবু করে ফেলে। এভাবেই তারা আধিপত্য বিস্তার করে। বিভিন্ন সময় সে মুসলিম নারীদের বেশশ্যা বলেও গালি দিয়েছিল।

নারীদের নিয়ে তার এমন বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের পরেও কথিত নারীবাদীদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ বা বিবৃতি আসেনি। হিন্দুত্ববাদের দালাল কথিত বুদ্ধিজীবীরাও টকশোতে কথার ঝড় উঠায়নি।

আর মুসলিম পুরুষদের সে জঘন্য চরিত্রহীন বলে গালি দিয়েছে। সে বলেছে, মুসলিম পুরুষরা নাকি প্রতিটি মহিলাকেই তাদের বিছানায় দেখতে চায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে মুখোশ পরা হিন্দুদের 'অসাম্প্রদায়িকতার' মিথ্যার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। হিন্দুদের দেখানো শান্তি আর সহাবস্থানের মিথ্যা স্বপ্নে প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ দ্বীনের ব্যপারে ছাড় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তারা যখন নববী মানহাজে চলা বাদ দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্রে সমাধান খুঁজেছেন, তখন হিন্দুত্ববাদীরা তাদের অস্ত্রে শান দিয়েছে আর গোপনে মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণের ভিত্তি মজবুত করেছে।

এভাবে উগ্র হিন্দুদের সাহস বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা এখন প্রকাশ্যে গণহত্যার ডাক দিচ্ছে; আর ইসলাম, আল্লাহ্ ও প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নিয়ে কটূক্তি করাটাকে তারা অতি সাধারণ বিষয় বানিয়ে ফেলেছে।

এখন তাই ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, মুসলিমদেরকে এখন উলামায়ে হক্কানীর ডাকে সারা দিতে হবে, জুলুমমুক্ত আদর্শ সমাজ নির্মাণ করতে হলে এই উপমহাদেশ থেকে হিন্দুত্ববাদ ও এর পৃষ্ঠপোষকদের শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে, আর ফিরে আসতে হবে নববি মানহাজে।

তথ্যসূত্র:

১। Just a day after the BulliDeals, this is how vulgarly, Narisinghanand describes Muslim women. https://tinyurl.com/yx25wmj6

https://tinyurl.com/5he5hsm8

মালি | ফ্রান্সের পালিত মিলিশিয়াদের উপর আল-কায়েদার অভিযানে নিহত ১২ সন্ত্রাসী

মালিতে ২টি মিলিশিয়া গ্রুপের উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ৯ মিলিশিয়া সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম'এর মুজাহিদিন মালির মোপ্তি রাজ্যে দুটি স্থানীয় মিলিশিয়া গ্রুপের উপর হামলা চালিয়েছেন। এরমধ্যে গত ৩ জানুয়ারি, রাজ্যটির

ডোরোবোগু এলাকায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ৭ ডনসো মিলিশিয়া নিহত এবং আরও ৩ মিলিশিয়া সদস্য আহত হয়।

মুজাহিদিন কর্তৃক দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয় রাজ্যটির ডিগো এলাকায়। এতে স্থানীয় ডাননা মিলিশিয়াদের ২ সদস্য নিহত হয়। হামলার পর নিহত মিলিশিয়াদের অস্ত্রগুলো জব্দ করেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের একের পর এক তীব্র হামলায় দিশেহারা হয়ে একদিকে দখলদার ফ্রান্স একে একে মালির গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলো থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করছে, অন্যদিকে মুজাহিদরা তখন তাদের দখলমুক্ত করা ভূখণ্ডে থাকা ফাসাদ সৃষ্টিকারী অবশিষ্ট অপরাধিদেরকেও সায়েস্তা করে যাচ্ছেন।

এভাবে তারা জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে এটাও দেখিয়ে দিচ্ছেন যে- কোন তন্ত্র-মন্ত্র নয়, বরং শরিয়ার ছায়াতলেই রয়েছে প্রকৃত নিরাপত্তা ও মানবমুক্তি।

০৪ঠা জানুয়ারি, ২০২২

পশ্চিম আফ্রিকা | নাইজারে আল-কায়েদার অভিযানে ৬ গাদ্দার সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে সম্প্রতি একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এই ঘটনায় দেশটির কমপক্ষে ১৬ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে সাঁজোয়া যানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৬/১২/২০২১ তারিখ নাইজারে দেশটির পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ সামরিক কাফেলায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে সামরিক বাহিনীর ৬ সদস্য নিহত এবং ১০ এরও বেশি সদস্য আহত হয়েছে।

সম্প্রতি ২:২৮ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে উক্ত হামলার বিবরণ প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'।

বিবরণ অনুযায়ী, প্রতিরোধ যোদ্ধারা নাইজারের টোরোডি এলাকার কাছে উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন। যাতে ১৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়। এছাড়াও অভিযান শেষে মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণ গনিমত অর্জন করেন। যার মধ্যে রয়েছে- ২টি যানবাহন, ২টি PK লাইট মেশিনগান, ৬টি AK রাইফেল, ২০টি PG-7V-প্যাটার্ন ওয়ারহেড এবং ২১টি বুস্টার চার্জ সহ ১টি RPG-7 লঞ্চার, ৪টি হ্যান্ডগান, ২৪টি AK ম্যাগাজিন, বাক্সযুক্ত ও বাক্সমুক্ত গোলাবারুদ ছাড়াও অনেক সামরিক সরঞ্জাম।

এভাবে একের পর ভূখণ্ডে পশ্চিমা দখলদার ও তাদের স্থানীয় দোসরদের অন্যায় আগ্রাসনের দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদার বৈশ্বিক জিহাদ কনসেপ্ট অনুসারী মুজাহিদগণ। যাতে করে সকল অঞ্চল থেকে একযোগে পশ্চিমা নিপীড়ন আর বৈষম্যের বিশ্বব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাৎ করা যায়।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই বলছেন, আফগানিস্তানের পর পূর্ব আফ্রিকা ও সাহেল অঞ্চলের মুসলিমরা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে- পশ্চিমা ও তাদের দালালদেরকে বিতারিত করে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ নির্মাণের একমাত্র কার্যকর পথ হচ্ছে নববী মানহাজ অনুসরণ করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

কর্ণাটকে গভর্নমেন্ট মহিলা কলেজে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব নিষিদ্ধ : হিজাবহীন ছবি দিয়ে নারীদের বিক্রি করা হচ্ছে ওয়েবসাইটে

ভারতের কর্ণাটকের উদুপির গভর্নমেন্ট পি.ইউ মহিলা কলেজে মুসলিম ছাত্রীদের ক্লাসরুমে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম বিদ্বেষী কর্তৃপক্ষ

মুসলিম শিক্ষার্থীরা জানান, ক্যাম্পাসের ভেতরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উর্দুতে কথা বলা বা সালাম দেওয়াও নিষিদ্ধ। কলেজের অধ্যক্ষ রুদ্র গৌড় অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেও রাজি হয়নি। শিক্ষার্থীরা জানান, গত তিন দিন ধরে তাদের হাজিরা দেওয়া হচ্ছে না।

কথিত গণতন্ত্রের পূজারীরা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। তাদের খুশিমত পোশাক পড়তে পারবে। কিন্তু যখনই কোন মুসলিম মহিলা ইসলামের বিধান ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে হিজাব পড়বে, তখনই তারা বাঁধা হয়ে দাড়াবে। আসলে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্লোগানের আড়ালে অন্তরে ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে।

ভারতীয় মুসলিম নারীরা এখন পড়েছেন দ্বিমুখী সমস্যায়। একদিকে হিজাব নিষিদ্ধ, আর অন্যদিকে হিজাব ছাড়া বের হলে গোপনে ছবি তুলে শত শত মুসলিম নারীকে বিক্রির জন্য তোলা হয়েছে ‘নিলামে’। বিনা অনুমতিতে ছবি ব্যবহার করে বুল্লি বাই নামে একটি অনলাইন অ্যাপে মুসলিম নারী বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। চলতি বছরে দ্বিতীয়বারের মতো অ্যাপের মাধ্যমে মুসলিম নারীর বিক্রির এই বিজ্ঞাপন সামনে এসছে।

‘শালি ডিলস’ নামে একটি অ্যাপে গত বছরের জুলাইতে অন্তত ৮৩ জন মুসলিম নারীর ছবি দিয়ে তাদের ‘বিক্রির আয়োজন’ করা করা হয়। ওই অ্যাপে ও ওয়েবসাইটে নারীদের বিশেষায়িত করা হয়েছিল ‘ডিলস অফ দ্য ডে’ বলে।

যদিও এখানে নারীদের বেচাকেনা মূল উদ্দেশ্য ছিল না। ওই অ্যাপের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের উদ্দেশ হল- মুসলিম নারীদের হেয় করা, অপমান করা এবং হয়রানি করা। ‘শালি ডিলস’ অ্যাপের মতো ঠিক একইভাবে ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপ কাজ করে। অ্যাপটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লেতে মুসলিম নারীদের ছবি একের পর এক সামনে আসে।

যুগ যুগ ধরে মুখোশধারী হিন্দুদের অসাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা বুলিতে প্রতারিত হয়ে অধিকাংশ মুসলিম নিজেদের দ্বীনে ছাড় দিয়ে চলেছে; অনৈক্য আর অনাস্থায় নিজেদেরকে করেছে শক্তিহীন, দুর্বল। আর এখন হিন্দুত্ববাদীরা যখন প্রবল শক্তিতে ইসলাম ও মুসলিমের নাম-নিশানা মিতিয়ে দিতে চাইছে, অসহায় মুসিমরা তখন দ্বিধাগ্রস্তের মতো নির্জীব হয়য়ে আছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণে মুসলিমদের জেগে উঠা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই বলে বহুদিন থেকেই মত প্রকাশ করে আসছেন হকপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। The Government P.U College for Girls in Karnataka's Udupi has banned Muslim female students from wearing the Hijab inside its classrooms https://tinyurl.com/yz5d2bvm

২। ভিডিও লিঙ্ক:

https://tinyurl.com/ykkvbrwt

৩। ভারতে ফের শত শত মুসলিম নারী বিক্রির জন্য 'নিলামে'
https://tinyurl.com/cuj568su
https://tinyurl.com/2p84mufj

ইনফোগ্রাফি || ২০ দিনে পাক-তালিবানের ৪৫ হামলা, হতাহত ১১৭ গাদ্দার সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছে। যেখানে গত ডিসেম্বরে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর মুজাহিদদের পরিচালিত হামলার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

গত বছর নভেম্বরের ৯ তারিখ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত একমাসের যুদ্ধবিরতি পালন করে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। কিন্তু পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনী এসময়ের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি এবং চুক্তি মানে নি। ফলে পাক-তালিবান যোদ্ধারা পূণরায় গাদ্দার সেনাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চলাতে শুরু করেন। সেই সূত্রে তালিবানরা ডিসেম্বরের বাকি ২০ দিনে সামরিক বাহিনীর উপর মোট ৪৫টি হামলা চালান।

এরমধ্যে উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং বাজোর এজেন্সিতে সবচেয়ে বেশি ১৪টি করে ২৮টি হামলার ঘটনা ঘটেছে, বাকি হামলাগুলো চালানো হয়েছে ডেরা ইসমাইল খান, পেশোয়ার, বান্নু, খাইবার এজেন্সি, রাওয়ালপিন্ডি, লাকি মারউত, ট্যাঙ্ক, দারা আদমখেল এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী, পুলিশ, এফসি এবং গোয়েন্দা সদস্যরা।

টিটিপির মতে, এসবের ১১টি হামলা স্নাইপার রাইফেল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বাকিগুলোর পাঁচটি অ্যামবুশ, চারটি পাল্টা আক্রমণ, একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, দশটি বোমা হামলা এবং সাতটি গেরিলা অভিযানসহ ৭টি টার্গেট কিলিং অপারেশন।

ইনফোগ্রাফিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজাহিদদের ২০ দিনের এসব সফল অভিযানে গাদ্দার সেনাবাহিনীর ৭৭ সদস্য, পুলিশ বাহিনীর ৩১ সদস্য, ভাড়াটে ৫ সদস্য, গোয়েন্দা বাহিনীর ৩ সদস্য এবং এফসি বাহিনীর ১ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। যাদের মাঝে নিহতের সংখ্যা ৫০ এবং আহতর সংখ্যা ৬৭ হয়েছে।

আল-কায়েদার হামলায় ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস, নিহত ২৫ মালিয়ান গাদ্দার সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী কর্তৃক ২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ ডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বাহিনীর উপর একইদিনে ২টি পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। গত ২৯/১২/২১ তারিখে মালির কৌলিকারোতে এই হামলাটি চালানো হয়। হামলাটি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যাতে কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

সম্প্রতি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' ২:৫০ মিনিটের একটি ভিডিওতে উক্ত হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে। যেখানে একজন সম্মানিত মুজাহিদকে বলতে শোনা যায় যে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ৯ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা আহত হয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়েছে।

ভিডিওটিত অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের কিছু দৃশ্যও দেখানো হয়। যেখানে দেখা যায়, মুজাহিদগণ গাদ্দার সৈন্যদের তাড়িয়ে ৪ গাড়ি, ৮৫টি ভারী মেশিনগান, ৬টি PK মেশিনগান, ২৫টি AK, ১১ টি অ্যামো বেল্ট, ৬৫টি AK-mags সহ প্রচুর সংখ্যক বাক্সবন্দী গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

ভিডিওটিতে অপর একন সম্মানিত মুজাহিদ বলেন, মুজাহিদগণ প্রথমে একটি অ্যামবুশ বিস্ফোরণের মাধ্যমে সেনাদের অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করেন। অতপর ২য় বিস্ফোরণের পর চতুর্দিক থেকে গুলি চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ। আর তৃতীয় বিস্ফোরণের পর গাদ্দার সেনাদের ৩টি যান ধ্বংস এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

একইদিন মালির সিকাসো এলাকায় আরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই হামলায় কত সেনা হতাহত হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে 'জেএনআইএম' কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও থেকে জানা যায়, মুজাহিদগণ এই অভিযানে শেষে গাদ্দার সামরিক বাহিনী থেকে ১ টি AK-103, ৫৬টি রাইফেল, ২টি মোটরসাইকেল ও নগদ অর্থ গনিমত লাভ করেন।

এই বরকতময় হামলাগুলোর একদিন পর, মোপ্তি রাজ্যের নিওনোতে আরও একবার সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ১৫ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও কতক সৈন্য হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ ৩টি গাড়িসহ প্রচুর সংখ্যক বাক্সবন্দী গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

https://alfirdaws.org/2022/01/04/54974/

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | নন ভেজিটাবেল খাবার সাথে থাকায় বাস থেকে নামিয়ে দিল উগ্র হিন্দু স্টাফ

ভারতে দিল্লি শিব মন্দিরের সামনে ইমরান নামে এক মুসলিম ব্যক্তিকে অপমান করে ডিটিসি বাস থেকে নামতে বাধ্য করা হয়। কারণ সে তার সাথে নন-ভেজ খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। বাড়িতে পরিবার নিয়ে খাওয়ার জন্য।

ইমরান বলেন, আমি বাড়ি যাওয়ার সময় বাসে আমার কাছে কন্ট্রাক্টর এসে জিজ্ঞাসা করে এটাতে কি আছে? আমি বললাম চিকেন কুরমা, চিকেন বার্গার, রুটিসহ আরো কিছু খাবার। একথা বলার পর আমাকে বাস থেকে নেমে যেতে বলে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, এতে নন ভেজিটেবল রয়েছে। আরে এই বাসে নন ভেজিটেবল বা প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাবার পরিবহন নিষিদ্ধ।

ভারতে গরুর গোস্ত খাওয়া, পরিবহন করা মুসলিমদের জন্য অনেক আগেই অঘোষিত নিষেধ। গরুর গোস্ত খাওয়া, পরিবহন করার কারণে বহু মুসলিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তবে এবার গরু ছাড়া অন্য আমিষ খাবার রাখার প্রতিও বিদ্বেষ প্রকাশ করছে হিন্দুত্ববাদীরা। এথেকেই প্রমাণিত হয় যে, উগ্র হিন্দুদের বিদ্বেষ মূলত তাদের কথিত দেবতার মাংস খাওয়া বা অন্য প্রাণীজ আমিষ খাবার নিয়ে নয়, তাদের মূল বিদ্বেষ ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি।

যুগ যুগ ধরে মুখসধারি হিন্দুরা ভারতীয় মুসলিমদেরকে অসাম্প্রদায়িকতা বা দেশভক্তির মিথ্যা গাল-গল্পে ভুলিয়ে রেখেছে। এভাবে তারা গোটা একটা প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, আর মুসলিমদের মাঝে অনৈক্যের বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেছে। এই সুযোগে উগ্র হিন্দুরা তাদের মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের সকল সীমা পাড় করে ফেলছে। আর এখন তো তারা মুসলিম গণহত্যার দিনক্ষণ ঘোষণা করছে।

এই পরিস্থিতি থেকে বাচঁতে হলে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে - এমনটাই মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। A Muslim man named Imran alleges that he was forced to get off DTC bus because he was carrying Non Veg food with him.

- https://tinyurl.com/2p98326s
- https://tinyurl.com/yp5hdbkz

০৩রা জানুয়ারি, ২০২২

ইথিওপিয়া সীমান্তে আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলা, হতাহত প্রায় অর্ধশত ক্রুসেডার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান ও উগান্ডান সেনাদের উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৩৬ ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং ১২ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে গত ১লা জানুয়ারি একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ ইথিওপিয়ান দখলদার সেনা নিহত এবং ১২ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

রাজধানীর জাউইল গ্রামের বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পর তারা আকাশে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখেছেন।

এই হামলার একদিন পর অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি রবিবার, ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী ভারভির এবং ক্যালাব্রে অঞ্চলের মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্তে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর সামরিক ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা এই হামলা চালানো হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৫ ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইদিন, শাবেলি সুফলা রাজ্যের জানালী শহরে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ৬ উগান্ডান সেনা নিহত হয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব দুর্দান্ত এসব সফল হামলা ও বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছেন।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত দানব ফোর্সের ১৯ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যে একটি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৯ সেনা নিহত এবং আরো ৩ সেনা আহত হয়েছে। এই সেনাদেরকে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, জালাজদুদ রাজ্যের ধুষমারেব উপকণ্ঠে ক্রুসেডার মার্কিন-প্রশিক্ষিত দানব ফোর্সকে লক্ষ্য করে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। বিস্ফোরণে অন্তত ৯ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা আহত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, সেনাদের বহনকারী সামরিক যানটি বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অপরদিকে গত ২রা জানুয়ারি সকালে, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা রাজ্যের জানালি শহরে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারী অস্ত্র দিয়ে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান। এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের গুলিতে অন্তত ৬ গাদ্দার সেনা হতাহত হয়।

আল-আন্দালুস রেডিওর খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিন বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

চুরির অভিযোগে মুসলিম দম্পতিকে পুলিশ হেফাজতে সারা রাত শারীরিক নির্যাতন

ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে এক মুসলিম দম্পতিকে পুলিশ হেফাজতে সারা রাত শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ৪৭ বছর বয়সী একজন শিক্ষক আমানত হুসেন অভিযোগ করেছেন যে, চুরির সন্দেহে বোকারোর বালিদিহ থানায় তিনি এবং তার স্ত্রী হাজরা বেগমকে নির্মমভাবে মারধর করার পরে তার পায়ের নখ ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং অতিরিক্ত আঘাতের কারণে তার পায়ের পাতা ফেটে যায়।

হুসেন বলেছেন ১৫ই ডিসেম্বর পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে চুরি সংক্রান্ত একটি মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানায় ডাকা হয়। থানায় যাওয়ার পর কোন চুরির ব্যাপারে কোন তথ্য না পেয়ে তাকে এবং তার স্ত্রী হাজেরা বেগমকে একটি কক্ষে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে সারা রাত এসএইচও নূতন মোদী ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা মারধর করে।
'আমাকে এসএইচও তার সহকর্মীদের সাহায্যে বেঁধে রেখে সারা রাত তাদের সর্বশক্তি দিয়ে মারধর করতে থাকে। আমার সামনেই পুরুষ পুলিশ সদস্যরা আমার স্ত্রীকে চুল ধরে হেনস্থা করতে থাকে।

মারধরের তীব্রতা এমন ছিল যে, "লাঠির আঘাতে আমার পায়ের পাতা ফেটে যায়। তারা সেখানেই থেমে থাকেনি, আমার পায়ের নখ ছিঁড়তে গিয়ে এত যন্ত্রণা দিয়েছিল যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমাকে এবং আমার স্ত্রী উভয়কেই কঠোর অপরাধী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সেই অনুযায়ী নির্যাতন করা হয়েছিল।

এই দম্পতি মুসলিম হওয়ায় শুধু সন্দেহের বশে এমন পৈশাচিক আচরণ করা হয়। অন্যথায় অন্যদের বেলায় চুরি/ আরো বড় অপরাধ প্রমাণিত হলেও এমন অমানবিক আচরণ করা হয় না। পুলিশের নির্মমতায় পুরো রাতে মুসলিম দম্পতিকে খাবারও দেওয়া হয়নি। রাতভর নির্যাতনের পর শুক্রবার সকালে তার গ্রামের লোকেরা পুলিশের দ্বারস্থ হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাতভর দম্পতিকে লকআপে মারধরের কারণে তারা হাঁটতেও পারছিলেন না।

স্থানীয়রা বলছেন, হুসেন সাহেব একজন শিক্ষক ও তার গ্রাম মখদুমপুরে সুনামধন্য, সম্মানিত ব্যক্তি। পুরো গ্রামের সবাই তার ভালো চরিত্রের সাক্ষ্য দেয়। তার বিরুদ্ধে চুরির সন্দেহ করাটা শুধু মুসলিম বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা পুলিশ কীভাবে তাকে চুরির সন্দেহ করতে পারে যখন তার বিরুদ্ধে একটি বিন্দু পরিমাণ অপরাধের প্রমাণ নেই। এমনকি জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের করা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

হুসেন দাবি করেছেন, যদি দোষী অফিসার ও সদস্যদের বহিষ্কার না করা হয় তাহলে এসপি অফিসের সামনে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আত্মহত্যাও করতে পারেন।

স্থানীয় এক কর্মী সাজিদ হুসেন বলেন, বালিদিহ থানার বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এই প্রথম নয়। এর আগেও আদিবাসী নাবালক ছেলেদের নির্যাতনের একটি মামলার ব্যাপারে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

https://pbs.twimg.com/media/ESE1BfgVUAA63Y9?format=jpg&name=small

তথ্যসূত্র:

1.'Tortured whole night in police custody': Muslim couple in Jharkhand https://tinyurl.com/yckj628f

2. Bokaro: Muslim Teacher, Wife Allegedly Tortured in Police Custody Entire Night https://tinyurl.com/2p95sju4

3. VIDEO LINK https://twitter.com/i/status/1477816773500018689

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের হামলায় ২১ ক্রুসেডার সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহত

সোমালিয়ার পর কেনিয়াতেও অভিযানের মাত্রা বাড়িয়েছেন আল-কায়েদার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা, ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে ৪টি হামলা চালিয়েছেন তাঁরা। যার একটিতেই ২০ খ্রিস্টান শত্রুসেনা নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা কেনিয়ার লামু অঞ্চলে পর পর কয়েকটি মারাত্মক হামলা চালিয়েছেন। এই আক্রমণগুলো কেনিয়ার ক্রুসেডার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (KDF) লক্ষ্য করে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। এতে ব্যাপক সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

আশ-শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ায় ধারাবাহিক এসব বোমা হামলার দায় স্বীকার করেছেন। যার মধ্যে কেনিয়ার কায়ুঙ্গা আশ-শাবাব কর্তৃক পরিচালিত এক হামলাতেই অন্তত ২০ কেনিয়ান সেনা নিহত হয়েছে।

আল-আন্দালুস রেডিও'র এক বিবৃতিতে জানা যায়, উক্ত হামলায় ক্রুসেডার বাহিনী ২০ এরও বেশি সেনা নিহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। সেইসাথে ক্রুসেডার সেনাদেরকে বহনকারী একটি গাড়ি ধ্বংস এবং তাতে থাকা

সকল সৈন্যই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে বলেও জানায় তারা। বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট অনুসারে, মুজাহিদদের ঐ অভিযানে কোনও শত্রুসৈন্য বেঁচে ফিরেনি।

এদিকে, কায়ুঙ্গার কাছে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যার মাধ্যমে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকেও হত্যা করেছেন তাঁরা। সূত্র বলছে যে নিহত অফিসার তার মোটরসাইকেলে একটি ল্যান্ডমাইন দ্বারা আঘাত করেছিল।

তবে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত খ্রিস্টান কেনিয়ান সরকার উপকূলীয় শহর লামুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

পুলিশ আমাদের সাথেই থাকবে: উগ্র হিন্দুত্ববাদী জ্যোতি নরসিংহানন্দ

সম্পতি একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আর তাতেই, ভারতীয় আইনের প্রতি যাদের অতিরিক্ত ন্যূনতম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তাদের চক্ষু চড়কগাছ।

ভিডিওটিতে দেখা গেছে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার শহরে গেল ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর মুসলিম গণহত্যার আহ্বানকারীরা এক কথিত সন্ন্যাসী ও আরেক উগ্র সাধ্বী পুলিশ অফিসারকে উল্টো মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলছে।

ঐ উগ্র হিন্দু সাধ্বী হাসতে হাসতে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলে, আপনার একটি বার্তা পাঠানো উচিৎ যে, আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন না। আমরা আপনাকে আমাদের পাশেই পাব। এটা বলার পর পাশে থাকা জ্যোতি নরসিংহানন্দ বলে উঠে, লাড়কা হামারে তরফ হোগা। যার অর্থ হল- সে আমাদের পক্ষেই থাকবে।

গণহত্যা চালিয়ে মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার নেশায় উন্মাদ হিন্দুত্ববাদীরা - প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যার আহ্বান জানানোর কারণে যাদের কারাগারে থাকা উচিত ছিল - তারাই আবার কোরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছে থানায়। হিন্দুত্ববাদীদের প্রকাশ্যে মুসলিম নিধনের কথা বলতে পারার এটাও একটা কারণ যে, পুলিশ প্রশাসন তাদের পক্ষেই আছে।

এনডিটিভিকে হিন্দুরক্ষা সেনার প্রবোধানন্দ বলেছিল, আমি যা বলেছি, তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমি পুলিশকে ভয় পাই না। নিজের বক্তব্যের পক্ষেই আমি অবস্থান নিয়েছি।

এরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের গণহত্যার ডাক দিয়েও পুলিশের সঙ্গে খোঁশ মেজাজে গল্প করতে পাড়ছে। অপরদিকে, শুধু মুসলিম হওয়ায় শারজিল ইমাম, উমর খালিদরা কথিত অশান্তি ছড়ানোর মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আছেন। যাদের ব্যাপরে কোন প্রমাণও নেই।

ভিডিওটিতে উপস্থিত কুখ্যাত হিন্দু সন্ত্রাসীদের মধ্যে ছিল-

১. হিন্দুসভার নেতা জ্যোতি নরসিংহানন্দ সে ধর্ম সংসদে বলেছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট কাজ করছে না। হিন্দুগোষ্ঠীগুলোর উচিত নিজেদের আরও হালনাগাদ করা। তরবারি কেবল মঞ্চেই ভালো দেখায়। যাদের হাতে ভালো অস্ত্র আছে, এই যুদ্ধে তারাই জয়ী হবে।

২.হিন্দু রক্ষা সেনার সভাপতি স্বামী প্রাবোধানন্দ সে বলেছিল মিয়ানমারের মতো আমাদের পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সামরিক বাহিনী ও প্রতিটি হিন্দুকে অবশ্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। এরপর নিধনযজ্ঞ চালাতে হবে। এর বাইরে আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নেই।

৩. রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভার মহাসচিব সাধ্বী অন্নপূর্ণাও সে বলেছিল অস্ত্র ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না। আপনি যদি তাদের জনসংখ্যাকে উৎখাত করতে চান, তবে তাদের হত্যা করুন। আমাদের একশজন যদি তাদের (মুসলমান) ২০ লাখ লোককে হত্যায় প্রস্তুত থাকে, তবে আমরা বিজয়ী হব। ওয়াসিম রেজভী ওরফে যতীন্দ্র নারায়ণসহ আরো অন্যান্য উগ্র হিন্দু নেতারা উপস্থিত ছিল।

তথ্যসূত্র

Genocidal maniacs who should be in jail for openly calling for a genocide of Muslims are filing a complaint against the Qur'an & Maulvis. https://tinyurl.com/yckw4u43

০২রা জানুয়ারি, ২০২২

বুরকিনা ফাঁসোতে আল-কায়েদার হামলা, সামরিক বাহিনীর ৩৬ সদস্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির একটি সেনা কনভয়ে হামলার ঘটনায় ৩৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৩/১২/২০২১ তারিখে বুরকিনা ফাঁসোর গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ে হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

দেশটির টিটাও অঞ্চলের কাছে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দ্বারা অতর্কিত উক্ত হামলার ঘটনায় গাদ্দার সেনাবাহিনীর ৩৬ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক সেনা। এছাড়াও হামলায় গাদ্দার সেনাদের বেশ কিছু সাজোঁয়া যানও ধ্বংস করেন তাঁরা।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) সংক্ষিপ্ত একটি ভিডিওতে এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। সেই সাথে মুজাহিদ গ্রুপটি উক্ত অভিযান শেষে প্রাপ্ত গনিমতের অস্ত্রের ভিডিও ফুটেজও প্রচার করেছে।

ফটো রিপোর্ট || নুসাইরি ও রাশিয়ান দখলদারদের শক্ত ঘাঁটিতে মুজাহিদদের তীব্র হামলা

সিরিয়ায় গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে নুসাইরি ও দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে মুজাহিদদের প্রতিরোধ সংগ্রাম। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা গত কয়েকদিনে দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে কয়েক দফায় বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন।

আল-আনসার মিডিয়া অর্গানাইজেশনের তথ্যমতে, গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি শনিবার পর্যন্ত, সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া এবং রাশিয়ান দখলদার বাহিনীর একাধিক শক্ত ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমতে ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব ধারাবাহিক হামলায় কয়েক ডজন দখলদার ও নুসাইরি শিয়া সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা মতাদর্শের ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী 'জামা'আত আনসার আল-ইসলাম' এসব হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। দলটির অফিসিয়াল সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তাদের যোদ্ধারা এসব হামলাগুলো সিরিয়ার মুক্ত অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জোরাইন, হাজিজ, আল-মাশার, আল-বারাকা এবং আল-বাহসা এলাকায় অবস্থিত দখলদার শক্তির সামরিক ক্যাম্প লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছেন।

এছাড়াও হামা সিটির আল-গাব এবং জাবালুল আকরাদেও দখলদার বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ ভারী কামান সহ অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান। যাতে অনেক শত্রু নিহত ও আহত হয়েছে।

মুজাহিদ গ্রুপটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মুসলমানদের উপর বোমা হামলার প্রতিক্রিয়া এবং জনগণ মুক্তির জন্য তাঁরা এসব হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের হামলা ও রিবাতের ময়দানের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/01/02/54935/

জায়নিস্ট আগ্রাসন | নতুন ৯৫০ স্থাপনা ধ্বংস, ফিলিস্তিনিদের বিশাল জায়গা বাজেয়াপ্ত

দিন শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার শেষ ঠিকানা বাড়িঘর। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সেই শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নিচ্ছে হানাদার ইহুদি বাহিনী।

সন্ত্রাসী ইসরাইল নিয়মিতভাবে মুসলিমদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে ইহুদি জন্য নির্মাণ করছে নতুন নতুন বসতি ও স্থাপনা। তবে মুসলিমদের আফগান বিজয়ের পর থেকে মুসলিমদের বাড়িঘর থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যেন হিরিক লাগিয়ে দিয়েছে বর্বর ইহুদিরা।

ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম কুদ্স নিউজ নেটওয়ার্ক (QNN) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে অন্তত ৯৫০ টি ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন ঘরবাড়ি ধ্বংস করে মুসলিমদের উচ্ছেদ ও তাদের ভু-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করেছে বর্বর দখলদাররা। এছাড়াও ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন ২৪,৭৫০ ডুনাম বা প্রায় ২৪৭ বর্গ কিলোমিটার জায়গা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছে। ফলে মুসলিমরা এখন আর এসব ভূমি ব্যবহার করতে পারবে না।

বিপরীতে ইহুদিদের জন্য ৫৫টি নতুন বসতি গড়ে তুলেছে দখলদার ইসরাইল। তৈরি করেছে ইহুদিদের জন্য রাস্তা ও ১৫টি পুলিশ ফারি। বৃদ্ধি করেছে অন্তত ২৫টি বসতির কাজ। এছাড়াও ১০০টি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে দখলদার ইসরাইল।

১৯৬৭ সাল থেকে সন্ত্রাসী ইসরাইল লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনবাসীকে বিচারবহির্ভূতভাবে গুম, হত্যা ও বন্দী করে নির্যাতন চালিয়েছে। প্রতিদিন দখল করে নিচ্ছে মাইলের পর মাইল এলাকা।

এরপরও, উড়ে এসে জুড়ে বসা জায়োনিস্ট ইহুদিদের আগ্রাসন ও বর্বরতার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না কথিত জাতিসংঘ বা বিশ্ব সম্প্রদায়, এমনকি কোন আরব রাষ্ট্রও না। তবে ইসরাইলকে সহায়তায় কোন কমতি করছেনা পশ্চিমারা। উল্টো ফিলিস্তিনিদের দ্বারা কোন প্রকার হুমকিতে থাকবে ইসরাইল এটাও সহ্য করা হবে না বলে হুমকি দিচ্ছে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের মুসলিনদের নির্যাতন বন্ধ ও পবিত্র মসজিদ আল আকসা পুনরুদ্ধার করতে জাতিসংঘ বা আরব শাসকগোষ্ঠীর সাহায্য নয়, প্রয়োজন নববী মানহাজের অনুসরণ। আর অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ এখন জাতিসংঘকে 'অমুসলিম সংঘ' বলেই অভিহিত করে থাকেন।

তথ্যসূত্র:

======

১। Statistics: ‘Israel’ demolished 950 West Bank, Jerusalem structures in 2021- https://tinyurl.com/yc398uzp

আবারও মুসলিম গণহত্যার ও ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর শপথ : তবে এবার স্কুল ছাত্ররা

গোটা ভারতজুড়ে মুসলিম গণহত্যা ও হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য ঘোষণা ও শপথ গ্রহণের হিরিক লেগেছে। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের উদ্ধুদ্ধ করতে প্রকাশে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে বিশেষ করে মুসলিম ও অন্যান্যদের হত্যা করার শপথ নেওয়ানো হচ্ছে।

সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সাোশ্যাল মিডিয়ায়। সুদর্শন নিউজ ও সংবাদ সংস্থার এডিটর ইন চিফ সুরেশ চাভানকে তাদের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে তেমনই একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। আবারো ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানাোর শপথ গ্রহণের ভিডিও ২৯ ডিসেম্বর সে পাোস্ট করে। যাতে দাবি করা হয়েছে উত্তর প্রদেশের সাোনভদ্রার একটি স্কুলের ছাত্ররা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ করানো হয়েছে।

শপথে তারা বলছে, আমরা সবাই শপথ নিচ্ছি,কথা দিচ্ছি,সংকল্প করছি। ‘ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য লড়াই করতে হবে, প্রয়াোজনে মরতে হবে বা মারতে হবে। যেমন করেই হাোক ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমরা ভারতকে হিন্দু জাতিতে পরিণত করব, এটিকে শুধুমাত্র হিন্দু জাতি হিসেবে রাখব। আমরা যেকোনো মূল্যে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা করব না।

এটা সেই একই ভাষা, আরএসএস এর শপথ, যা ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বরের উগ্র সমাবেশগুলো থেকে নেওয়া হয়েছিল।

সুদর্শন টিভির রাোন্টার রাজেশ সিং এর রেকর্ড করা সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে ভারত মাতার জয়, জয় হিন্দ স্লোগান দিচ্ছে। স্কুল চলাকানীলই শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম পরে একটি স্কুল মাঠে জড় হয়েছে। স্কুল চত্বরের মধ্যেই তাদেরকে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার শপথ করানো হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে তাদের বাবা মাকেও এজাতীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাোগ দিতে দেখা গেছে। দাবি করা হয়েছে অভিভাবকরাও ভারতেকে হিন্দু রাষ্ট্র তৈরির করার শপথ নিয়েছে।

মঙ্গলবার ২৮ ডিসেম্বর সুদর্শন নিউজ উত্তর প্রদেশের রূপাইডিহা ও নাগপুরে একই ধরনের শপথ গ্রহণের আরও দুটি ভিডিও শেয়ার করেছে। সেই ভিডিওটিতেও শপথ গ্রহণকারীদের বলতে শাোনা গেছে, "আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ভারতেকে তৈরি করা ও ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমরা সর্বদা কাজ করব। আমরা এর জন্য লড়াই করব, হত্যা করব প্রয়াোজনে নিজেরাও মরব। আমাদের পূর্বপুরুষ, শিক্ষক, ভারতমাতা আমাদের পর্যাপ্ত শক্তি দেন, যাতে আমরা অঙ্গীকার পুরণ করতে পারি।"

তথ্যসূত্র

Adolf Hitler’s Hindus vow to turn India into Hindu-only nation, saying they’re “willing to kill [Muslims, Christians and Sikhs].

১। https://tinyurl.com/y6k99r95

২। https://tinyurl.com/24uzwktz

তৃণমূল বিধায়ককের 'গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থের তালিকায়' নেই কোন মুসলিমের নাম

শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে হিন্দুত্ববাদীদের নানা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছেন মুসলিরা। শিক্ষা, সরকারী চাকরীসহ অনেক ক্ষেত্রে বেচেঁ থাকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাভাঙ্গন অতি পুরনো সমস্যা। বিজেপি, কংগ্রেস, বামেরা - কেউ এটাকে গুরুত্ব দেয়নি। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস হোক কিংবা তৃণমূল- মুসলিমদের ভোট ব্যাংক বাগিয়ে রাখাটাই শুধু ওদের প্রধান লক্ষ্য।

গঙ্গাভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সকল ধর্মের লোকেরাই, তবে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মালিকদের অধিকাংশই মুসলিম। আর বিধায়িকা চন্দনা সরকার ক্ষতিগ্রস্থদের সরকারি অনুদান প্রদানের জন্যে ১৩৯ জনের একটা লিষ্ট পারমিট করেছেন, যেখানে ১৩৯জনই হিন্দুধর্মের লোক। একজন মুসলিমকেও অনুদান প্রদানের লিষ্টে জায়গা দেওয়া হয়নি।

তাহলে কি বিজেপির রাজনৈতিক CAA-CAB মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েই এই লিষ্ট তৈরি করেছে চন্দনা! ইনিই সেই নেত্রী, যিনি ভোটের সময বড় বড় ভাষনে সম্প্রীতির ডায়লগ দেন! ভোটের সময় হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে ভোট নিয়ে, ভোটের পরে জাত যায় যায় রাজনীতির নোংরা খেলা শুরু করে।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন যে, মুখে যে যত সম্প্রীতির কথাই বলুক না কেন, এটা তাদের আলগা পোশাক। ভারতে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই মূলত ভেতরে ভেতরে আরএসএস-এর অখণ্ড ভারতের আদর্শ লালন করে।

তথ্যসূত্র:

১। গঙ্গাভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকায় নেই কোন মুসলিমের নাম https://tinyurl.com/2p8nnpue

---

০১লা জানুয়ারি, ২০২২

পশ্চিম আফ্রিকা | মৌরিতানিয়া সীমান্তে সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় হতাহত ১৫ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মৌরিতানিয়া সীমান্তে একটি সামরিক ইউনিটে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ৮ সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৭ সেনা।

আঞ্চলিক সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৩১/২১ তারিখ শুক্রবার, দখলদার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি টহলদল অ্যামবুশ হামলার শিকার হয়েছে। সূত্রটি জানায় যে, মৌরিতানিয়া সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মালির নারা শহরে এই হামলাটি সংঘটিত হয়।

সেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে হাতে তৈরি বিস্ফোরক দিয়ে সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটান, এরপর তাঁরা ভারী অস্ত্র দিয়ে সেনা কনভয়টিকে ঘিরে তীব্র হামলা চালান। এতে কমপক্ষে ৮ মালিয়ান গাদ্দার সেনা নিহত ও আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে, এছাড়াও কয়েকটি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়েছে বলে জানা গেছে।

এটি লক্ষণীয় যে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (সিএনআইএম) কর্তৃক মালিতে পরিচালিত সাম্প্রতিক হামলাগুলি দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

আল-কায়েদার নেতৃত্বে এই অঞ্চলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি বৃহৎ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখছেন বিশ্লেষকগণ।

জায়নিস্ট আগ্রাসন | দু'সপ্তাহে ৯ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের খুন করা এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে গেছে। ইসরাইল চাইলেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছে যেকোন ফিলিস্তিনি মুসলিমের- হোক সেটা নারী- পুরুষ, শিশু কিংবা বৃদ্ধা নারী। আর এজন্য কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়না দখলদার ইসরাইলের।

এমনকি ইসরাইলি বর্বর সৈন্যদের ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলি ছুড়ে বিনোদন নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

এমনিভাবে গত ৩১ ডিসেম্বর দখলকৃত পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি যুবককে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে দখলদার ইসরাইল। ঐ মুসলিম যুবক সেসময় রাস্তা ধরে হাটছিলেন। তখন ইহুদি সেনারা তাঁকে লক্ষ্য করে অকারণে গুলি নিক্ষেপ করে। গুলি সরাসরি ওই যুবকের পেটে আঘাত করে। ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

এ নিয়ে গত দুই সপ্তাহে ৮ যুবককে গুলি এবং ১ জন বৃদ্ধা নারীকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করেছে জালিম ইসরাইল।

এছাড়াও স্থানীয় ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কে (qudsnen.co) জানানো হয়, ফিলিস্তিনি এলাকায় অভিযান, গ্রেফতার, বাড়িঘর উচ্ছেদ এখন নিয়মিত ঘটনা।

সন্ত্রাসী ইসরাইল দাবি এসব যুবক ইহুদি সেনাদের ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছে। বাস্তবতা হলো যতগুলো ঘটনা ঘটেছে এর কোনটাতেই ছুরিকাঘাতের কোন আলামত দেখাতে পারেনি সন্ত্রাসী ইসরাইল।

মূলত, দখলদার ইসরাইল নতুন করে ফিলিস্তিনের কয়েকটি এলাকা দখলে নিতে চাচ্ছে। এ লক্ষে তারা জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরের কয়েকটি এলাকায় বাড়িঘর উচ্ছেদ, গ্রেফতার, হত্যাসহ নানা উপায়ে নিপিড়ন চালাচ্ছে।

উল্লেখ যে, মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বর নির্যাতন চালালেও মানবাধিকারের স্লোগানধারী দেশসমূহ কিংবা জাতিসংঘ কেউই ইসরাইলের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করছেনা। অন্যদিকে, ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়েছে কতিপয় গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠী।

ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই আক্ষেপ করে বলে থাকেন, খ্রিস্টান পশ্চিমা বিশ্ব চালিত বর্তমান পৃথিবীতে পশুপাখিদের অধিকার থাকলেও, অভিভাবকহীন মাজলুম উম্মতে মুসলিমার জন্য কথিত মানবাধিকারের ও কোন ন্যূনতম নিশ্চয়তা নেই। মুসলিমদের তাই নিজেদের অধিকার নিজেদের আদায় করে নিতে হবে বলেই মনে করেন হক্কানী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:
======

১. Update| Israeli forces shoot dead Palestinian youth near Israeli settlement in occupied West Bank-
https://tinyurl.com/2p95pte9

২. In two days, Israeli forces killed two Palestinian youths-
https://tinyurl.com/2p9fmc7n

৩. In 4 days, ‘Israel’ killed two Palestinians in Nablus-https://tinyurl.com/3bnf9cpj

৪. After shooting him to death, Israeli forces storm house of Palestinian martyr in Nablus-
https://tinyurl.com/4yu3fnd7

৫. UN Human Rights Office expresses shock following Israel’s killing of Palestinian youth-
https://tinyurl.com/bdd36wmr